বেতারবাংলা

আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪৩১

১১ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন বঙ্গভবনে পবিত্র ইদুল ফিতর উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন

১৫ মে ২০২৪ তারিখে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিনের সাথে বঙ্গভবনে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে নবনিযুক্ত বিচারপতিগণ সাক্ষাৎ করেন

২২ মে ২০২৪ তারিখে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ও ফার্স্ট লেডি রেবেকা সুলতানা ঢাকায় বঙ্গভবনে শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা-২০২৪ উপলক্ষ্যে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন

বেতারবাংলা

দ্বি-মাসিক পত্রিকা

আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪৩১ ● ১৫ জুন ২০২৪ - ১৫ আগস্ট ২০২৪

আঞ্চলিক পরিচালক
মর্জিনা বেগম

সম্পাদক
মোহাম্মদ রাফিকুল হাসান

বিজনেস ম্যানেজার
মোঃ শরিফুর রহমান

সহ সম্পাদক
সৈয়দ মারগুব ইলাহি

প্রচ্ছদ
এ.কে.এম. ফজলুর রহমান

আলোকচিত্র
বেতার প্রকাশনা দপ্তর, পিআইডি,
বাংলাদেশ বেতারের কেন্দ্র ও ইউনিটসমূহ
এবং ইন্টারনেট

মুদ্রণ সংশোধক
মো: হাসান সরদার

প্রকাশক
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

বেতার প্রকাশনা দপ্তর
জাতীয় বেতার প্রশাসন ভবন
৩১, সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণি
শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২-৪৪৮১৩০৩৯ (আঞ্চলিক পরিচালক)
০২-৪৪৮১৩০৫৩ (সম্পাদক)
০২-৪৪৮১৩০০৯ (বিজনেস ম্যানেজার/ফ্যাক্স)
ওয়েবসাইট: www.betar.gov.bd
ইমেইল: betarbanglabd@gmail.com
ফেসবুক: /betarbangla.bb

নামলিপি
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য
প্রতি সংখ্যা: ২০ টাকা
ডাকমাশুলসহ প্রতি সংখ্যা: ৩০ টাকা

প্রোডাকশন
দশদিশা প্রিন্টার্স

সম্পাদকীয়

তপ্ত, ক্লান্ত প্রকৃতিকে মোহনরূপে সাজানোর জন্যই যেন বর্ষার আগমন। বর্ষার মনোহর সংগীত বিচিত্র ছন্দে চরাচরকে জানান দেয় তার আগমনী। বর্ষায় বাঙালি হৃদয় চঞ্চল হয়ে ওঠে বাঁশির সুর আর কদমের সৌরভে। সুশীতল স্পর্শে প্রকৃতি যেন প্রাণ ফিরে পায়। অজুত কবিতা, গান, কত না সৃষ্টি এ ঋতুকে ঘিরে। হাজার বছর ধরেই বাঙালি মুহ্যমান বর্ষার সৌন্দর্যে। প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন, 'বর্ষার আকাশ আমাদের চোখে কী যে অপূর্ব স্নিগ্ধ প্রলেপ মাখিয়ে দেয় তা বাঙালি মাত্রেই জানে। আজকের আকাশ দেখে মনে হয়, ছায়ার রঙের কোনো পাখির পালক দিয়ে বর্ষা তাকে আগাগোড়া মুড়িয়ে দিয়েছে, তাই তার স্পর্শ আমাদের চোখের কাছে এত নরম, এত মোলায়েম।' ডিঙি-নৌকায় মাছ ধরা, ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টিতে কলার ভেলায় চড়ে ছোট ছেলে-মেয়েদের শাপলা ফুল তোলা, কদম, কেয়া, জুঁই, কামিনী, গন্ধরাজ, হাসনাহেনার বিচিত্র বর্ণ ও গন্ধের উৎসবে প্রকৃতির হৃদয়ের দ্বার যেন খুলে যায়। শ্রাবণ মাধুরীতে সেজে ওঠে বাংলার প্রকৃতি।

মুসলমানদের জীবনে পবিত্র ইদ-উল-আজহা এবং কোরবানির গুরুত্ব অপরিসীম। কোরবানি শব্দের অর্থ নৈকট্য, ত্যাগ, উৎসর্গ। আল্লাহতায়ালার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই এ কোরবানি। কোরবানির ইদ পালনের মাধ্যমে বিশ্বের ধর্মপ্রাণ মুসলমান হযরত ইব্রাহিম (আ.) ও হযরত ইসমাইল (আ.) এর অতুলনীয় আনুগত্য এবং মহান ত্যাগের স্মৃতি বহন করে। কেবল কোরবানি এবং সামাজিক আনন্দ নয়, ইদ-উল আজহার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, আত্মোৎসর্গ, নিজের ভেতরে থাকা পশুত্বের মূলোৎপাটন এবং এর মাধ্যমে রবের সন্তুষ্টি অর্জন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এর জ্যেষ্ঠপুত্র শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল। তিনি বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, ছিলেন আত্মত্যাগী, বন্ধুবৎসল ও উদ্যমী একজন নেতা। তিনি ছিলেন মহান মুক্তিযুদ্ধের সক্রিয় সংগঠক, স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনেও ছিলেন সমান সক্রিয়। খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তরুণদের সংগঠিত করার পাশাপাশি নিজেও সম্পৃক্ত হয়েছেন। উদ্যোক্তা হিসেবে অসামান্য উচ্চতায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। মেধা ও রুচির প্রয়োগ ঘটিয়ে তরুণ প্রজন্মকে সুন্দর ও সম্ভাবনার পথ তিনি দেখিয়েছেন। ৫ আগস্ট তাঁর জন্মদিন। জন্মদিনে শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের প্রতি জানাই অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

মহীয়সী নারী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ের সংগ্রামে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একজন যোগ্য ও বিশ্বস্ত সহচর, প্রেরণার উৎস এবং বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের সহযোদ্ধা। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রতিটি ধাপে বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী হিসেবেই নয়, বরং অন্তরালে থেকে একজন দক্ষ সংগঠক হিসেবে বাঙালির মুক্তিসংগ্রামে ভূমিকা রেখেছেন। পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন মা, একজন স্ত্রী। বঙ্গবন্ধুর এই সুখ-দুখের সাথীর স্পর্শেই আমরা পেয়েছি হিমালয়সম বঙ্গবন্ধুকে, পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ। ১৯৩০ সালের ৮ আগস্ট গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করা বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব-কে বাংলার মানুষ প্রতিনিয়ত স্মরণ করে সশ্রদ্ধচিত্তে।

বাইশে শ্রাবণে কত মেঘ ছুটে এসেছিল আমাদের আকাশে। বছর ঘুরে আবার এল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর প্রয়াণ দিবস। নজরুল তাঁর প্রয়াণে লিখেছিলেন, 'দুপুরের রবি পড়িয়াছে ঢলে অস্তপারের কোলে/ বাংলার কবি শ্যাম বাংলার হৃদয়ের ছবি তুমি চলে যাবে বলে/ শ্রাবণের মেঘ ছুটে এল দলে দলে। আত্মবিশ্লেষণ, মানবতা আর প্রাণের খোঁজে ছুটে বেড়ানো কবি ১৩৪৭-এর কার্তিক মাসে লিখেছিলেন, 'আমার দিনের শেষ ছায়াটুকু মিশাইলে মূলতানে/ গুঞ্জন তার রবে চিরদিন, ভুলে যাবে তাঁর মানে।' তা কি হয়েছে? কবি আজও কতই না উজ্জ্বলতা নিয়ে অবস্থান করছেন আমাদের মনে, মানবতা আর প্রাণের পথ দেখাচ্ছেন যেন অন্তরালে বসেই।

সূচিপত্র

প্রবন্ধ-নিবন্ধ

সতত প্রেরণাদায়ী এক মহীয়সী নারী
মোহাম্মদ শাহজাহান ৩

বহুগুণে গুণান্বিত শেখ কামাল
ড. সুলতান মাহমুদ ৮

পবিত্র কুরবানির ফজিলত ও বিধি-বিধান
মাওলানা হাফেজ কাজী মারুফ বিল্লাহ ১০

সর্বজনীন পেনশন স্কিম: সামাজিক সুরক্ষার নয়া দিগন্তরেখা
ড. আতিউর রহমান ১৪

মহররমের শিক্ষা ও বর্তমান প্রেক্ষাপটে এর প্রয়োজনীয়তা
মাওলানা মুফতি মোঃ ওমর ফারুক ২৪

রবীন্দ্রনাথ সবসময়ের
সাধন ঘোষ ২৬

বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী মাইকেল মধুসূদন দত্ত
ড. মো. মেহেদী হাসান ২৯

পরিবর্তিত জলবায়ুতে কৃষির অভিযোজন ভাসমান চাষাবাদ
প্রফেসর আবু নোমান ফারুক আহম্মেদ ৩৩

গল্প

লাফ দিলে পাখি হব
হরিশংকর জলদাস ১৮

বাংলাদেশ বেতার থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের সচিত্র প্রতিবেদন ৮৩

বেতার সংবাদ ৮৮

বেতার অ্যালবাম ৯২

৯৫

কবিতা

বীর বাঙালির বঙ্গমাতা
মিলন সব্যসাচী ৭

পণ্ডিতের কাঁঠাল গাছটা
অনীক মাহমুদ ১৩

প্রিয় কথা
সোহরাব পাশা ১৩

ফুল ছোঁয়া শান্তি বৃষ্টি
খোশনূর ১৭

মেঘবর্ণ জীবন
সাবরিনা নিপু ১৭

কথা তো শেষ হয় না
মিয়া সালাহউদ্দিন ২৩

অস্তিত্বের অ্যালবাম
সারমিন চৌধুরী ২৩

এই বরষায়
সুমন সরদার ২৩

রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিনীত নিবেদন
রবীন্দ্র গোপ ২৮

বৃষ্টি-ফুল
জ্যোতির্ময় সেন ২৮

এই শ্রাবণে ভালোবাসা মরে
মোখলেছা খাতুন ৩২

বৃষ্টি মানেই
শফিকুল ইসলাম বাহার ৩২

তরুপল্লব

মা জননী
মোছাম্মৎ সীমা ইসলাম ৩৭

রাখাল ছেলে
সৈয়দুল ইসলাম ৩৭

আষাঢ়
রকিবুল ইসলাম ৩৭

তীম ও তরমুজ
মাহমুদুর রহমান খাঁন ৩৮

বেতার পর্ব

পবিত্র ইদ-উল আজহা উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ৪১

পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা (যন্ত্রবিহীন) ৫১

বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল এর জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ৫৯

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ৬৫

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ৭৩

বাংলাদেশ বেতারের জাতীয় ও স্থানীয় সংবাদ ৭৯

বাংলাদেশ বেতারের দৈনিক অনুষ্ঠানের সময়সূচি ৮০

সতত প্রেরণাদায়ী এক মহীয়সী নারী

মোহাম্মদ শাহজাহান

বিভিন্ন সময়ে বাড়িভাড়া, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়াসহ সংসার চালাতেও অনেক কষ্ট হয়েছে। ১৯৬৭ সালের ১৪ এপ্রিল জেলে ডায়েরিতে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, "চার মাস হয়ে গেল, কোম্পানী আজও আমার টাকা দেয়নি। রেণু বল্ল যদি বেশী অসুবিধা হয়, নিজের বাড়ী ভাড়া দিয়ে একটা ছোট বাড়ী ভাড়া নিবো। রেণু বল্ল 'চিন্তা তোমার করতে হবে না'।" বঙ্গবন্ধু জেলে গেলে বেগম মুজিবকে গৃহসামগ্রীও বিক্রি করতে হয়েছে। নিজের অলংকারও বিক্রি করেছেন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বহু গুণে গুণান্বিত অসামান্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বিশ্বের অন্যতম একজন শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় নেতা। তাঁর মধ্যে এতসব রাজনৈতিক ও মানবিক গুণাবলী ছিল, যা দেশ-বিদেশে অন্য কোনো নেতার মধ্যে দেখা যায় না। শেখ মুজিব থেকে বঙ্গবন্ধু, দলীয় নেতা থেকে জাতীয় নেতা, জাতীয় নেতা থেকে রাষ্ট্রনায়ক ও রাষ্ট্রপিতা হওয়ার পেছনে অসামান্য অবদান রেখেছেন বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব (রেণু)। বঙ্গবন্ধু নিজেই বলেছেন, 'রেণু আমার পাশে না থাকলে এবং আমার সব দুঃখকষ্ট, অভাব-অনটন, বারবার কারাবরণ, ছেলেমেয়ে নিয়ে অনিশ্চিত জীবনযাপন হাসিমুখে মেনে নিতে না পারলে আমি আজকের এই অবস্থানে আসতে পারতাম না। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সময় সে প্রতিদিন আদালতে হাজিরা দিয়েছে এবং শুধু আমাকে নয়, মামলায় অভিযুক্ত সবাইকে সাহস ও প্রেরণা দিয়েছে, আমি জেলে থাকলে নেপথ্যে থেকে আওয়ামী লীগের হালও ধরেছে।'

৫৫ বছরের জীবনে ১২/১৩ বছর জেলে ছিলেন শেখ মুজিব। এটা এখন সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত সত্য যে, শেখ মুজিবের রাজনীতির মূল লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা। মুজিবের এই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক জীবনে রেণু সর্বাবস্থায় সকল সময়ে পাশে

থেকে প্রেরণা দিয়েছেন, শক্তি যুগিয়েছেন। আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত আন্তঃপার্লামেন্টারি বৈঠকে কাজী নজরুলের কবিতার অংশ উদ্ধৃত করে বলেছিলেন, 'জগতের যত বড় জয়, বড় অভিযান, মাতা, ভগ্নী ও বধূদের আগে হইয়াছে মহীয়ান।' সেইসব মা ও বধূর সাথে যোগ হয়েছে আরেকটি নাম বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব। মহাত্মা গান্ধীর সাথে তাঁর স্ত্রী কস্তুরি বাঈ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে চরকা কেটেছেন, স্বামীর সঙ্গে কারাবরণ করেছেন। জওহরলাল নেহরুর স্ত্রী কমলা নেহেরু বারবার কারাবরণ করেছেন। গান্ধী-নেহরুর কারাবাসের সময়কাল মুজিবের চেয়ে বেশি নয়। গান্ধী-নেহরুকে ফাঁসির মঞ্চে যেতে হয়নি। কিন্তু বাংলার স্বাধীনতার জন্য মুজিবকে দু'বার ফাঁসির মঞ্চে যেতে হয়েছে।

বেগম মুজিব স্বামীর কারাসঙ্গী ছিলেন না, দলের কোনো পদও গ্রহণ করেননি, এমনকি প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির সহধর্মিণী হয়েও কোনোদিন জনসমক্ষে যাননি। তবে একবার গিয়েছিলেন। ১৯৭২ সালে রেসকোর্সে ইন্দিরা মঞ্চে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জনসভায় বেগম মুজিব গিয়েছিলেন। পরে জানা গেছে, বঙ্গবন্ধু বহু খোশামোদ করে বেগম সাহেবকে সভামঞ্চে নিয়ে গিয়েছিলেন।

মুজিবের জীবন-যৌবন তো কারাগারেই কেটেছে। ঢাকায় শেখ মুজিবের পরিবারকে অনেকেই বাসা ভাড়া দিতে চাইতো না- পাকিস্তানি শাসক ও দালালদের ভয়ে। ছেলেমেয়েদের স্কুল-কলেজে ভর্তি করাতেও বেগ পেতে হয়েছে। ৬-দফা দেয়ার পর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা চলাকালে বেগম মুজিব ও পরিবারের সদস্যদের সাথে ভয়ে মানুষ কথাবার্তা বলতে সাহস পেত না। ওই সময় ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়ির পাশের রাস্তা দিয়ে মানুষের যাতায়াত প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ওই কঠিন সময়ে বেগম মুজিব কারারুদ্ধ স্বামীকে দেশের ও দলের রাজনীতির সকল খবর পৌঁছে দিয়েছেন। অভাবের সংসারে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করিয়েছেন, দলের নেতাকর্মীদের বিভিন্ন প্রয়োজনে পাশে দাঁড়িয়েছেন, দল পরিচালনায় বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। বাড়ি নির্মাণে ইট বহন থেকে শুরু করে সকল কিছু দেখভাল করেছেন বঙ্গবন্ধুর রেণু। আইয়ুবের দালাল গভর্নর মোনায়েম খান তো ঘোষণা করেছিলেন, কোনো সরকারি কর্মকর্তা শেখ মুজিবের মেয়েকে বিয়ে করলে তাকে চাকরিচ্যুত করা হবে। বঙ্গবন্ধু জেলে থাকাকালীন ১৯৬৭ সালে শবেবরাতের রাতে জ্যেষ্ঠকন্যা শেখ হাসিনার বিয়ে হয়েছে অনাড়ম্বর পরিবেশে।

বেগম মুজিব কঠিন প্রতিকূল পরিবেশেও কখনও ভেঙ্গে পড়েননি বা হতাশ হননি। ক্লান্তিহীন নাবিকের মত পথ চলেছেন, গন্তব্যে পৌঁছতে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেছেন। প্রকাশ্য রাজনীতি না করলেও নেপথ্যে থেকে অনেক কিছু করেছেন তিনি। শেখ হাসিনা বলেছেন, আন্দোলনের কলা-কৌশল মায়ের কাছ থেকেই শিখেছেন। বলা যায় আড়ালের রাজনীতিবিদ ছিলেন বেগম মুজিব। তাঁকে গেরিলার মত যোদ্ধা এবং গেরিলা রাজনীতিবিদও বলা যেতে পারে। দেশ ও দলের কোথায় কি ঘটছে, সকল খোঁজখবর রাখতেন তিনি। তিনি ছিলেন স্বামী শেখ মুজিবের সহকর্মী, সহযোদ্ধা এবং একজন দূরদর্শী পরামর্শক। শেখ মুজিব মুক্তির মশাল জ্বালিয়ে জাতিকে মুক্ত করার পথে এগিয়ে গেছেন, আর বেগম মুজিব মুক্তির সেই মশালে খুবই নিপুণভাবে জ্বালানি সরবরাহ করেছেন। সাহসের বরপুত্র মুজিব আর দুঃখ-কষ্ট নির্যাতন বরণ করে এগিয়ে যাওয়ার নিরন্তর প্রেরণা দিয়েছেন রেণু। তবে এটাও তো স্বীকার করতে হবে বেগম মুজিব যদি আর দশজন নারীর মত সংসারসর্বস্ব এবং আত্মসর্বস্ব হতেন, ছেলেমেয়ে-স্বামী, পরিবার নিয়ে সংসার করতে চাইতেন, তাহলে হয়ত শেখ মুজিবও বঙ্গবন্ধু এবং জাতির পিতা হতেন না, বাংলাদেশও স্বাধীন হত না।

বিভিন্ন সময়ে বাড়িভাড়া, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়াসহ সংসার চালাতেও অনেক কষ্ট হয়েছে। ১৯৬৭ সালের ১৪ এপ্রিল জেলে ডায়েরিতে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, "চার মাস হয়ে গেল, কোম্পানী আজও আমার টাকা দেয়নি। রেণু বল্লু যদি বেশী অসুবিধা হয়, নিজের বাড়ী ভাড়া দিয়ে একটা ছোট বাড়ী ভাড়া নিবো। রেণু বল্লু 'চিন্তা তোমার করতে হবে না'।" বঙ্গবন্ধু জেলে গেলে বেগম মুজিবকে গৃহসামগ্রীও বিক্রি করতে হয়েছে। নিজের অলংকারও বিক্রি করেছেন। কিন্তু বাদ্যযন্ত্র এবং গানের রেকর্ড অনেক যত্ন করে রেখে দিয়েছেন। পাকিস্তানি দস্যুরা শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে একটার পর একটা মামলা দিয়েছে। এসব মামলা পরিচালনায় আইনজীবীদের অর্থ দিতেও অনেক বেগ পেতে হয়েছে। আগরতলা মামলার প্রধান কৌসুলি তার পাওনা বকেয়া অর্থ পরিশোধ না করায় এক পর্যায়ে কোর্টে যাওয়া বন্ধ করে দেন। বেগম মুজিব তাঁর সম্পর্কে ছোটভাই তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শেখ আকরাম হোসেন এবং বঙ্গবন্ধুর ফুফাতো ভাই মোমিনুল হক খোকার মাধ্যমে গোপনে অতিকষ্টে কিছু টাকা পয়সা সংগ্রহ করেন। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ আগরতলা মামলার কৌসুলিদের খরচের অর্থ সংগ্রহ করতে কিছু কুপন ছাপায়। এমএ ওয়াজেদ মিয়ার গ্রন্থে এ তথ্য রয়েছে।

বেগম মুজিব নিজেকে একজন সাধারণ গৃহবধূ বলেই মনে করতেন। ১৯৭২ সালের এপ্রিলে দৈনিক বাংলার বাণীতে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী হিসেবে আমার পরিচয় নয়, আমি বাংলাদেশের একজন বধূ, একজন মা।' স্বাধীনতার জন্য, মানুষের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছেন শেখ মুজিব। আর স্বামী যেন নির্বিঘ্নে তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেন, এ জন্য যা যা দরকার, তা-ই করেছেন তাঁর রেণু। বেগম মুজিব বলেছেন, 'বঙ্গবন্ধু যখন কারাগারে থাকতেন, আমি তখন থাকতাম খোলা কারাগারে।' কথাটি ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন, আপনাদের নেতা (বঙ্গবন্ধু) যখন কারাগারে থাকতেন, তখন কেউ আমার খোঁজে আসত না। আমাকে সবাই এড়িয়ে চলত। তখন আমার ছেলেমেয়েদের স্কুল-কলেজে ভর্তি করতেও সমস্যা হয়েছে। ঘরে বাইরে অভাব-অনটন এবং যত সমস্যাই থাক, এসব বলে স্বামীকে কখনও বিচলিত হতে দেননি তিনি। বেগম মুজিব খুব ভালো করে বুঝতেন, বঙ্গবন্ধু যে পথে

হাঁটছেন, তা শুধু প্রতিকূল নয়, কঠিনের চেয়েও কঠিন।

স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে খুব ভালোভাবেই বুঝতেন। তাঁদের দাম্পত্যজীবনও ব্যতিক্রমী। শেখ মুজিবের জন্ম ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ আর ফজিলাতুন নেছা রেণুর জন্ম ১৯৩০-এর ৮ আগস্ট। পারিবারিক কারণে তাঁদের বাল্যবিয়ে হয়েছিল। জন্মের ৫/৭ বছরের মধ্যে রেণুর মা হোসনে আরা এবং বাবা জহিরুল হক মারা যান। দাদা আবুল কাশেম- রেণু এবং তাঁর বড় বোন জিনাতকে (শেখ শহীদের মা) শিশু বয়সেই বিয়ে দেন। বিয়ের সময় বর খোকার (শেখ মুজিব) বয়স ১২/১৩ এবং কনে রেণুর বয়স ৩ বছর। জিনাতের বরের নাম শেখ মুসা। শ্বশুর-শাশুড়ির স্নেহ-মমতায় রেণু বড় হন। তাঁদের তিনি বাবা-মা বলেই ডাকতেন। আর তাঁরাও তাকে নিজের সন্তানের মতই আদর-যত্ন করেছেন। তিন বছর বয়স থেকেই খুব কাছ থেকে স্বামীকে দেখার সুযোগ পেয়েছেন রেণু। আর এজন্যই তিনি বঙ্গবন্ধুর মনের কথা বুঝতে পারতেন।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আইনেই ছিল অপরাধ প্রমাণিত হলে সর্বোচ্চ শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। সামরিক শাসক ও তাদের দোসররা সেসময় একদিকে প্রকাশ্যে হুমকি-ধামকি দিয়েছেন, আবার গোপনে আপস প্রস্তাবও পাঠিয়েছেন। কিন্তু সামরিক শাসকদের কোনো আপস প্রস্তাবে স্বামীকে রাজী হতে দেননি বেগম মুজিব। একাত্তরে ৯ মাসের যুদ্ধের সময় পরিবারের সদস্যদের নিয়ে পাকিস্তানি হানাদারদের হাতে তিনি বন্দি ছিলেন। পাকিস্তানিরা বহু চেষ্টা করেছেন, বেগম মুজিব যেন যুদ্ধ বন্ধ করতে স্বামীর ওপর চাপ দেন- তাহলে তাঁর জীবনও রক্ষা পাবে। কিন্তু প্রলোভন বা চাপের কাছে নতিস্বীকার করেননি বীর মুজিবের সহধর্মিণী। তিনি চাইতেন, যুদ্ধে জয়ী হয়ে বন্দি স্বামী বীরের মত ফিরে আসবেন। আর মৃত্যু যদি বরণ করতে হয়, সেটা তা যেন হয় বীরের মৃত্যু।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনে বেগম মুজিবের পরামর্শ এবং অনমনীয় মনোভাবের কারণে

ফাঁসির আসামী মুজিব বীরের মত জেল থেকে বের হয়েছেন এবং ইতিহাসের মহানায়কে পরিণত হয়েছেন। ১৯৬৯ সালে ঢাকা সেনানিবাসে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচার চলছে। ৩৫ জন বাঙালি সন্তানের মধ্যে শেখ মুজিব এক নম্বর আসামী। স্বৈরশাসক আইয়ুব খান ও তার দোসরদের একমাত্র লক্ষ্য গোপন বিচারে মুজিবকে ফাঁসিতে হত্যা করা। ৬-দফা দেয়ার পর ১৯৬৬ সাল থেকে হাজার হাজার নেতাকর্মীসহ মুজিব জেলে বন্দি। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতার একমাত্র স্লোগান ছিল- 'জেলের তালা ভাংবো, শেখ মুজিবকে আনবো।' সারা দেশে আগুন জ্বলছে। আইয়ুবের তখ্‌তে তাউস কেঁপে উঠল। গদি রক্ষার লক্ষ্যে আইয়ুব খান রাওয়ালপিণ্ডিতে গোলটেবিল বৈঠক ডাকেন। গণবিক্ষোভে বিধ্বস্ত আইয়ুব খান বৈঠক সফল করতে রাজনৈতিক নেতাদের চাপে বাধ্য হয়ে কারাবন্দি শেখ মুজিবকে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু দেশদ্রোহের দায়ে বন্দি মুজিব কীভাবে যাবেন আইয়ুব আহূত ওই বৈঠকে।

অবশেষে আইয়ুব খান ঘোষণা করলেন প্যারোলে মুক্তি দিয়ে মুজিবকে পিণ্ডির বৈঠকে নেয়া হবে। মুজিবের মুক্তির দাবিতে রাজপথ তখন উত্তাল। আন্দোলন ক্রমেই সহিংস হয়ে উঠছিল। প্যারোলে মুজিবকে বৈঠকে নিতে পর্দার অন্তরালে শুরু হয় নানামুখী তৎপরতা। ড. এমএ ওয়াজেদ মিয়ার গ্রন্থ এবং বিভিন্ন জনের লেখা থেকে উঠে এসেছে সেসময়ের কথা। আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ৮ দলীয় 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি'র নেতৃবৃন্দ ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ পিণ্ডিতে যান। দলের সভাপতি শেখ মুজিবকে ছাড়া আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বৈঠকে যোগ দিতে অস্বীকার করেন। এহেন পরিস্থিতিতে আইয়ুব খান ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত গোলটেবিল বৈঠক স্থগিত ঘোষণা করেন। প্যারোলে বৈঠকে যাওয়া নিয়ে আওয়ামী লীগ এবং দলের ঘনিষ্ঠ মহলেও মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। পিণ্ডিতে আওয়ামী লীগ নেতাদের বলা হয় শেখ মুজিব বৈঠকে আসতে সম্মত হলে তাকে প্যারোলে (সাময়িকভাবে) মুক্তি দেয়া হবে। ড. ওয়াজেদ লিখেছেন, দৈনিক ইত্তেফাকের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, দৈনিক সংবাদ সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরী, আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খন্দকার মোশতাক আহমদসহ আরও অনেকে প্যারোলে যাওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেন এবং একই সাথে তারা বিভিন্নভাবে জোর তৎপরতা চালান। তাঁদের বক্তব্য ছিল- 'হিমালয়ের বরফ যখন গলতে শুরু করেছে, তখন প্রাপ্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হবে।' আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ, ময়েজউদ্দীন আহমদসহ তরুণ নেতৃবৃন্দ এবং ছাত্রলীগ নেতারা প্যারোলে বৈঠকে যাওয়ার তীব্র বিরোধিতা করেন। উল্লেখ্য, উভয়পক্ষই বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠজন এবং পরম হিতাকাঙ্ক্ষী।

অন্যদিকে বেগম মুজিব স্বামীর প্যারোলে বৈঠকে যাওয়ার বিপক্ষে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করেন। প্যারোলে যাওয়ার বিভিন্নমুখী খবরে তিনি ভেতরে ভেতরে ক্ষুব্ধ হচ্ছিলেন এবং নিজে, জ্যেষ্ঠকন্যা শেখ হাসিনা এবং বিভিন্ন জনের মাধ্যমে জেলে এই খবর পৌঁছাছিলেন যে, তিনি যেন কোনোভাবেই প্যারোলে মুক্তির ব্যাপারে সম্মত না হন। এহেন পরিস্থিতিতে কী করবেন বন্দি মুজিব? কোন পক্ষ নেবেন? গুজব ছড়িয়ে পড়েছে, শেখ মুজিব প্যারোলে পিণ্ডি যাচ্ছেন। এ পরিস্থিতিতে ১৭ ফেব্রুয়ারি (১৯৬৯) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলার ট্রাইব্যুনালের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হয়। উক্ত কোর্টের সম্মতিক্রমে শেখ মুজিবকে পিণ্ডি বৈঠকে যাওয়ার ব্যবস্থা করা

হবে। মুজিবের মুক্তির দাবিতে সারা দেশ তখন উত্তাল। জনগণ কার্ফু ভেঙে রাস্তায় মিছিল করছে।

ড. ওয়াজেদ মিয়ার লেখা থেকে বোঝা যায়, বঙ্গবন্ধু নিজেও দ্বিধান্বিত ছিলেন। প্যারোলে যাবেন, নাকি যাবেন না, কোনটা করবেন? ওয়াজেদ মিয়া লিখেছেন, বেগম মুজিব শেখ হাসিনা এবং মোমিনুল হক খোকাকে নিয়ে ঐদিন সন্ধ্যা ৬টার দিকে তারা সেনানিবাসে ট্রাইব্যুনাল কোর্টের নিকটে যান। ইতোপূর্বে কয়েক হাজার ছাত্র-জনতা সেখানে সমবেত হয়। ঠিক ঐ সময়ে বঙ্গবন্ধুকে আটক রাখা সামরিক মেস হতে বেরিয়ে ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম তাঁদের গাড়ির পাশ দিয়ে ট্রাইব্যুনালের দিকে যাচ্ছিলেন। ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, শেখ সাহেব তাঁকে কোর্টে প্যারোল চেয়ে আবেদন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ কথা শুনে শাশুড়ি (বেগম মুজিব) ভীষণ ক্ষুব্ধ হন। তবে বেগম মুজিবকে খুব বেশিক্ষণ অস্বস্তিতে থাকতে হয়নি। ঘণ্টাখানেক পরে ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম ট্রাইব্যুনাল থেকে বের হয়ে এসে জানান, শেখ সাহেব আদালতে বলেছেন, "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নিঃশর্তে প্রত্যাহার করে সকলকে মুক্তি না দেয়া পর্যন্ত তিনি গোলটেবিল বৈঠকে যাবেন না।" বঙ্গবন্ধুর এ বক্তব্যের পর আদালত অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি ঘোষণা করা হয়েছে। খবর শুনে বেগম মুজিব আশ্বস্ত হন। পরবর্তীকালে জানা গেছে, বেগম মুজিব খুবই কঠিন ভাষায় স্বামীকে বলেছিলেন, 'প্যারোলে মুক্তি নিয়ে আইয়ুবের গোলটেবিলে গেলে জীবনে ৩২ নম্বরে আসবে না। বঁটি নিয়ে বসে আছি।'

প্যারোলে স্বামী মুজিবের আইয়ুবের বৈঠকে না যাওয়ার ব্যাপারে বেগম মুজিবের সুদৃঢ় অবস্থানের কথা মিজানুর রহমান চৌধুরীর লেখায় উঠে এসেছে। তিনি লিখেছেন, 'প্যারোল প্রসঙ্গে আজকে এক মহীয়সী নারীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁর নাম উল্লেখ করতে চাই। তিনি হলেন বেগম ফজিলাতুন নেছা, মুজিব ভাইয়ের যোগ্যা সহধর্মিণী। যিনি প্যারোল কানাঘুষা শোনার পর অনুমতি নিয়ে ক্যান্টনমেন্টে মুজিব ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেছিলেন, 'তুমি প্যারোলে যেও না। বাংলার মানুষের সঙ্গে এটা তোমার বেঈমানী হবে। বেগম মুজিব তাঁর স্বামীর সাথে দেখা করার পর গাজী গোলাম মোস্তফা-সহ রাত ১২টার দিকে এমএনএ হোস্টেলে (যা বর্তমানে বঙ্গবন্ধু নির্মিত গণভবন) আমার কামরায় আসেন। আজও মনে পড়ে এ মহীয়সী মহিলা আমাকে ঘটনা জানিয়ে বললেন, 'নেতা প্যারোলে বৈঠকে যাবেন না।' সে রাতে আমি তাকে কিছুই আপ্যায়ন করতে পারিনি। টেবিলের ওপরে রাখা দুপুরে আনা শুকিয়ে যাওয়া এক টুকরো পান দিয়ে আমি তাঁকে আপ্যায়ন করেছিলাম। তাঁর দৃঢ়তাপূর্ণ বক্তব্য যেভাবে তিনি তাঁর স্বামীকে বলে এসেছেন। তা শুনে শ্রদ্ধায়-ভক্তিতে এতোটা আপ্লুত হয়ে পড়েছিলাম যে, মনে হয়েছিল এই বিদূষী ত্যাগী মহিলার কারণেই শেখ মুজিব এতোটা সফল হতে পেরেছিলেন।" (রাজনীতির তিনকাল, পৃ. ৯৫, প্রকাশকাল ২০০১)।

অনেক কিছু বাকি রেখে লেখা শেষ করতে হচ্ছে। শুধু এটুকু বলতে চাই, বাংলাদেশ, স্বাধীনতা এবং শেখ মুজিব যেমন একে অপরের পরিপূরক, তেমনি শেখ মুজিব এবং তাঁর মহীয়সী রেণু একে অপরের পরিপূরক। অধ্যাপক আনোয়ারা সৈয়দ হক লিখেছেন, "বঙ্গবন্ধু তাঁর রেণুর নাম অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে অন্তত ৩২ বার এবং কারাগারের রোজনামচায় প্রায় ৭০ বার উল্লেখ করেছেন।... এই দুটি বই পড়ে আমার মনে হয়েছে 'রেণুই ছিলেন বঙ্গবন্ধুর জীবনের চালিকাশক্তি।... সবশেষে মনে হয়, বঙ্গবন্ধুর জীবনে রেণু এসেছিলেন বলেই তিনি সর্বতোভাবে বাঙালির মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে পেরেছিলেন।"

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর উদ্ধৃতি দিয়ে এই লেখার ইতি টানতে চাই। 'আমার বিশ্বাস স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস যেদিন লেখা হবে, তাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামের পাশে বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের নামটিও স্বর্ণাক্ষরে লেখা হবে।' বঙ্গমাতা মহীয়সী নারী বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা।

লেখক: : '৭১-এ দাউদকান্দি মুজিববাহিনীর অধিনায়ক এবং সাপ্তাহিক বাংলাবার্তা সম্পাদক

বীর বাঙালির বঙ্গমাতা

মিলন সব্যসাচী

বুকের পাঁজর ভেঙে বেজে ওঠে বিষাদের বীণ
রক্তাক্ত পথের শেষে তবু আসে শুভ জন্মদিন
আজকে তোমার এই জন্মক্ষণে সম্প্রীতির সুরে
গাঙচিল ডানা মেলে উড়ে যায় শান্তি-সমুদ্দুরে।

দূরবন বনান্তরে পাখিদের মুখরিত গানে
সুমধুর কলতানে মধুমতি মেঠোপথে টানে
শ্রাবণ মেঘের ওই বৃষ্টিস্নাত অন্ধকারে তুমি
মানবিক চেতনায় আলোকিত করো মাতৃভূমি।

মৃত্তিকার মোহমুক্ত মুগ্ধতায় স্বচ্ছ সরোবরে
তোমারই স্নেহাশিষ শিশিরের মতো আজো ঝরে
নিখাদ বাঙালি তুমি যেন রক্তে মাখা মানচিত্র
একাত্তরে জেনে গেছো এদেশের কারা শত্রু-মিত্র।

যাপিত জীবনে তুমি ছিলে অতি সহজ সরল
স্বামী সংসার সন্তান আর কিছু ব্যথার তরল
তুচ্ছ সহায় সম্বল নিয়ে বেশ ছিলে মহাসুখে
কাঁদতো তোমার প্রাণ চিরচেনা শোষিতের দুখে।

তুমি বীর বাঙালির বঙ্গমাতা- প্রিয় স্বাধীনতা
অবারিত সবুজের বুকে বেড়ে ওঠা স্বর্ণলতা
স্বদেশের স্বপ্নভরা ওই দু'টি নীলাভ নয়নে
লোভের কলস উবু করোনিকো লোলুপ চয়নে।

শ্বেতপাথরের রাজ-প্রাসাদতো ছিলো নাকো কাম্য
অবিনাশী মমতায় চেয়েছিলে সর্বধর্ম সাম্য
সত্য শাশ্বত প্রবাহে জীবনের বিশালতা ছুঁয়ে
সুনীল আকাশ হয়ে সবুজের মাঠে আছো নুয়ে।

মুক্তিকামী মানুষের অফুরন্ত ভালোবাসা পেয়ে
ইতিহাস হয়ে আছো স্বদেশের স্বাধীনতা চেয়ে
তোমারই প্রস্থানের পথে কাঁদে টুঙ্গিপাড়া গ্রাম
রক্তেরাঙা ইতিহাসে লেখা আছে তোমাদের নাম।

বঙ্গমাতা তোমারই ভালোবাসা সিক্তপত্রপুটে
শাপলা ফুলের মতো শুভ্রতার হাসি ওঠে ফুটে
নেই ছন্দ পতনের শব্দ কোনো অকাল মরণে
ক্ষণজন্মা মহীয়সী নারী তুমি স্মরণে বরণে।

বহুগুণে গুণান্বিত শেখ কামাল

ড. সুলতান মাহমুদ

শেখ কামাল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের বড় ছেলে। তাঁর জন্ম ১৯৪৯ সালের ৫ আগস্ট গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায়। তিনি ছিলেন এক বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী অনন্য সংগঠক। শেখ কামালের জন্মের সময়ে বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক ব্যস্ততায় ছিলেন পরিবার ও বাড়ি থেকে দূরে। বাঙালির মুক্তির আন্দোলন করতে গিয়ে জাতির পিতার জীবনের দীর্ঘ সময় কেটেছে কারাগারে রাজবন্দি হিসেবেও। আর তাই শেখ কামাল শৈশবে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক ব্যস্ততার জন্য বাবার আদর-স্নেহের স্পর্শ তেমন পাননি। শেখ কামালের শৈশবের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থের ২০৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন- একদিন সকালে আমি ও রেণু বিছানায় বসে গল্প করছিলাম। হাচু ও কামাল নিচে খেলছিল। হাচু মাঝে মাঝে খেলা ফেলে আমার কাছে আসে আর 'আব্বা' 'আব্বা' বলে ডাকে। কামাল চেয়ে থাকে। একসময় কামাল হাসিনাকে বলছে, 'হাচু আপা, হাচু আপা, তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা বলি।' আমি আর রেণু দু'জনেই শুনলাম। আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠে গিয়ে ওকে কোলে নিয়ে বললাম, 'আমিতো তোমারও আব্বা।' কামাল আমার কাছে আসতে চাইত না। আজ গলা ধরে পড়ে রইলো। বুঝতে পারলাম, এখন আর ও সহ্য করতে পারছে না।

আমরা অনেকেই জানি না ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালরাতে ২৬ বছরে থমকে যাওয়া এক চিরতরুণের অনন্য অসাধারণ জীবনকে। খুব ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলার প্রতি ছিল তাঁর প্রচণ্ড ঝোঁক। ঢাকার শাহীন স্কুলে পড়াকালীন স্কুলের খেলাধুলার প্রত্যেকটি আয়োজনে তিনি ছিলেন অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। খেলাধুলার পাশাপাশি সংস্কৃতিচর্চার প্রতি আগ্রহ ও কর্মকাণ্ডের ব্যাপকতা তাঁর প্রতিভা ও মননের এক বিশাল দিককে উন্মোচিত করে। অভিনয়, সংগীতচর্চা, বিতর্ক, উপস্থিত বক্তৃতাসহ সকল ক্ষেত্রে তিনি তাঁর মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন। বর্তমান সমাজে দেশপ্রেমিক-মানবিক-মেধাসম্পন্ন-আত্মমর্যাদাশীল জনগোষ্ঠীর খুবই অভাব। আজকের তরুণদের ভেতর মানবিক গুণের বড়ই অভাব। কিন্তু শেখ কামাল এমনই এক তরুণ যিনি মানবিক গুণসম্পন্ন একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আজকের তরুণদের তাঁর সেই মানবিক দিকগুলো জানা দরকার।

বাঙালির অধিকার আদায়ের সংগ্রামে পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ধারাবাহিক আপসহীন সংগ্রামের বিষয়টি প্রত্যক্ষ করার ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনায় তিনি নিজেকে তৈরি করেছেন। ১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগের জন্মের বছরেই শেখ কামালেরও জন্ম। আওয়ামী লীগের পথচলার যে ধারাবাহিকতা, বঙ্গবন্ধুর জীবন পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায়, তার প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই শেখ কামালের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে গেছে।

ছাত্রলীগের কর্মী ও সংগঠক হিসেবে ৬ দফা, ১১ দফা আন্দোলন এবং '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে বীরোচিত অংশগ্রহণ ছিল তাঁর। অসামান্য সাংগঠনিক দক্ষতার অধিকারী শেখ কামাল সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। ২৫ মার্চের কালরাতে গণহত্যা শুরু করার পাশাপাশি তীব্র প্রতিহিংসাপরায়ণ পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী ধানমণ্ডি বত্রিশ নম্বর থেকে গ্রেপ্তার করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। গ্রেপ্তার হওয়ার আগে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন বঙ্গবন্ধু। বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সর্বাত্মক যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সবাইকে বন্দি করে রাখা হয় ধানমণ্ডির ১৮ নম্বরের বাড়িতে। কঠোর নজরদারি এড়িয়ে কৌশলে পালিয়ে যাওয়া শেখ কামাল গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী থানার চাপতা বাজার থেকে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে ভারতে গিয়ে সামরিক প্রশিক্ষণ শেষে 'বাংলাদেশ ফার্স্ট ওয়ার কোর্স'-এর কমিশন পান।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা পদক, ভারতের পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা বীরপ্রতীক লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহিরের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় সহজ শেখ কামালের অনন্য পরিচয়ের খোঁজ পাওয়া যায়। ১৯৭১ সালে মুজিবনগরে শেখ কামালের

সঙ্গে তাঁর দেখা হলে নিজের পোশাক থেকে ফতুয়া আর লুঙ্গি এনে বলেছিলেন, জহির ভাই! পরে নিন। নিজের খাবার থেকে আরেক থালায় ভাত-ডাল-সবজি দিয়ে খেতে দিয়েছিলেন। ঘুমানোর জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন নিজের বিছানা। এতে বিব্রত হয়েছিলেন শেখ কামালের জহির ভাই। বঙ্গবন্ধুপুত্র কেন বিছানায় শোবেন না! শেখ কামাল মৃদু হেসে বলেছিলেন, আমি আপনার মাথার উপরে থাকব। বিছানার পাশে থাকা টেবিলের ওপর ঘুমিয়ে ছিলেন তিনি। শেখ কামালের স্পষ্ট বক্তব্য ছিল, বীর মুক্তিযোদ্ধার পাশে থাকতে চান তিনি। কেননা, বীর মুক্তিযোদ্ধারা তাঁর পিতার ডাকে সাড়া দিয়ে জীবন বাজি রেখে ছুটে এসেছেন মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য। অসম সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। প্রাণ দিচ্ছেন। শেখ কামাল এরপরও আন্তরিকতার সঙ্গে মনে করিয়ে দেন, জহির ভাই! সাবধানে লড়বেন। বেঁচে থাকতে হবে। শেখ কামাল যে বঙ্গবন্ধুর অনেক গুণ পেয়েছিলেন তা এই আলাপচারিতা থেকে কিছুটা স্পষ্ট হয়।

মুক্তিযুদ্ধে বিজয় হল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ফিরে এসেছেন প্রিয় মাতৃভূমিতে। ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে কাজী সাজ্জাদ আলী জহির গিয়েছিলেন ধানমণ্ডি বত্রিশ নম্বরে। শেখ কামাল বাইরে ছিলেন। ফিরে এসে দেখলেন জহির ভাইকে। বঙ্গবন্ধুকে মজা করে বলেছিলেন, আমি কিন্তু জহির ভাইয়ের মাথার ওপরে ছিলাম! বন্ধুবৎসল শেখ কামাল এভাবেই আপন করে নিতেন সবাইকে, আপন হয়ে উঠতেন সবার। বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের একজন সদস্য হিসেবে ছাত্র রাজনীতিতে ভূমিকা রাখছিলেন শেখ কামাল। তরুণদের রাজনীতি সচেতনতার পাশাপাশি খেলার মাঠে, নাটক-সংগীতসহ সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত থাকার আহ্বান জানিয়ে ক্ষান্ত থাকেননি তিনি, নেতৃত্ব দেওয়ার পাশাপাশি নিজেও সম্পৃক্ত ছিলেন এসবে। '৬৬-তে বঙ্গবন্ধু ছয়-দফা ঘোষণার পর বাংলার রাজনৈতিক পরিবেশে দানা বাঁধে বাঙালির ঐক্য। '৬৮-তে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দিয়ে তাকে রাষ্ট্রদ্রোহী বানিয়ে ফাঁসি দিতে চেয়েছিল পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী। '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের পথ বেয়ে বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করে এনে '৭০-এর নির্বাচনে একচেটিয়া জয়লাভ করলেও পাকিস্তানের কূটকৌশলে ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে টালবাহানায় গণমানুষের মতই শেখ কামালও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ থেকে নির্দেশনা নিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার "যার যা কিছু আছে, তা নিয়ে প্রস্তুত" থাকার নির্দেশ মেনে শেখ কামাল আবাহনী ক্রীড়াচক্রের খেলার মাঠে এলাকার প্রায় ৫০ জন তরুণকে অস্ত্র পরিচালনার ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন শওকত আলী দিয়েছিলেন ট্রেনিং। বাঙালি তরুণরা মুখে কাপড় বেঁধে অবাঙালি বাড়িগুলোতে গিয়ে হুমকি-ধামকি দিয়ে ৮০টির মত অস্ত্র জোগাড় করেছিলেন। জাতির পিতা স্বাধীনতা ঘোষণার পর এই অস্ত্রগুলো নিয়ে যুদ্ধে যায় তরুণের দল। শেখ কামালও গেলেন। মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর তিনি তার কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন। বাংলাদেশের মঞ্চনাটকের অন্যতম প্রধান দল ঢাকা থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন শেখ কামাল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার সলিমুল্লাহ হলের বার্ষিক নাটকে নিয়মিত অভিনয় করতেন তিনি। '৭২ সালে অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে শহিদ বুদ্ধিজীবী মুনীর চৌধুরী'র অনুবাদে জর্জ বার্নার্ড শ'র লেখা নাটক 'কেউ কিছু বলতে পারে না' মঞ্চস্থ হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে। ডাকসুর নাটকের দলের অংশ হয়ে এই নাটকে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন শেখ কামাল। তার বিপরীতে ছিলেন ফেরদৌসী মজুমদার।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিকেট দলের সহঅধিনায়ক ছিলেন শেখ কামাল। ১৯৭৪-'৭৫ মৌসুমে খেলেছেন জাতীয় ক্রিকেট লিগ। ভলিবল-হকি-ব্যাডমিন্টনেও তার কৃতিত্ব ছিল ঈর্ষণীয়। অ্যাথলেট হিসেবেও কম যাননি, ১৯৭৫ সালে স্যার সলিমুল্লাহ হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ১০০ মিটার স্প্রিন্টে সেরা হয়েছিলেন। ক্রীড়াপাগল মানুষটি খেলাকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন পারস্পরিক যোগাযোগ-সম্প্রীতি গড়ে তোলার কাজে। আবাহনী ক্রীড়াচক্রের ব্যয় নির্বাহের পাশাপাশি মানুষকে নির্মল বিনোদন দিতে তিনি সার্কাস দল গড়ে তুলেছিলেন।

সংস্কৃতিক্ষেত্রেও গভীর অনুরাগ ছিল শেখ কামালের। যুক্ত ছিলেন সাংস্কৃতিক আন্দোলনে। আইয়ুব খান এদেশে রবীন্দ্র সংগীত নিষিদ্ধ করলে সংস্কৃতিকর্মীরা তুমুল প্রতিবাদ জানান। শেখ কামালও ছিলেন প্রতিবাদী শিল্পীদের পুরোভাগে। খুব ভালো সেতার বাজাতেন। দেশের ঐতিহ্যবাহী সংগীত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছায়ানটের যন্ত্রসংগীত বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন তিনি। এখান থেকেই তিনি সেতারবাদনে তালিম নিয়েছেন। ধ্রুপদী সংগীতের পাশাপাশি আধুনিক সংগীতেরও অনুরাগী ছিলেন শেখ কামাল। গান করতেন, গলাও ছিল চমৎকার। কামালের প্রচলিত লোকগীতি- রবীন্দ্র- নজরুল- আধুনিক গানের সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন তরুণ প্রজন্মের জন্য একদম তাজা স্বাদের পপ ঘরানার সংগীত। ছিলেন সে সময়ের জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক সংগঠন স্পন্দন শিল্পীগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা।

তিনি একজন প্রতিভাবান ক্রীড়া সংগঠক ছিলেন। হকি, বাস্কেটবল, ফুটবলের মতই ক্রিকেট খেলাকে জনপ্রিয় করতে চাইলেন। ফুটবলার সালাহ্উদ্দিন খেলতেন মোহামেডানে, তাকে নিয়ে এলেন নিজের প্রতিষ্ঠিত ক্লাব আবাহনী ক্রীড়াচক্রে। বড়বোন শেখ হাসিনা ১৯৭৫-এর ৩১ জুলাই গেলেন জার্মানিতে। বিদেশ থেকে কী আনবেন, ছোটভাইকে এই প্রশ্ন করলে বড়বোনের কাছে ছোটভাই কামালের আবদার ছিল, খেলোয়াড়দের জন্য অ্যাডিডাসের বুট জুতা নিয়ে আসতে। নিজেও যখন বিদেশে গেছেন, খেলোয়াড়দের জন্য ক্রীড়াসামগ্রী খুঁজেছেন। ক্লাবে এনেছেন বিদেশি কোচ, যা সেই সময়কার বাংলাদেশে প্রথম। কলকাতায় খেলতে গেছে আবাহনী ফুটবল দল, সবার গায়ে জার্সি, যা যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশের খেলোয়াড়দের অসহায়ত্ব ছাপিয়ে উন্নত রুচির পরিচয় দেয়। মুক্তিযুদ্ধে অনন্য অবদান রেখেছেন, অথচ মুক্তিযোদ্ধা সনদ নেননি। চাইলেই উপভোগ করতে পারতেন সেনাবাহিনীর নিশ্চিত জীবন। তিনি বরং দেশ গড়ে তোলার সংকল্পে সেনাবাহিনী ছেড়ে নেমে এলেন সাধারণ মানুষের কাতারে।

প্রধানমন্ত্রীর ছেলে, উপরন্তু ভালো ছাত্র হিসেবে চমৎকার পেশাগত জীবনও বেছে নিতে পারতেন তিনি। অনেকের মত উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে চলে যেতে পারতেন। তিনি এসব কিছুই করেননি। দেশ গড়ার দায়বদ্ধতা থেকে যেখানেই ঘাটতি দেখেছেন, ছুটে গেছেন তা পূরণ করতে, যেমন- ১৯৭৪ সালের বন্যার সময় রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতাকর্মীদের নিয়ে বন্যার্তদের সাহায্যে ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচিতে তিনি ছিলেন অগ্রগামী কর্মী। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের বহুমুখী প্রতিভার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, দেশের ক্রীড়া ও সংস্কৃতির বিকাশে তাঁর বিরাট অবদান রয়েছে। সাংস্কৃতিক দিক থেকে ও ক্রীড়ার দিক থেকে আজকে যে উৎকর্ষতা, স্বাধীনতার পর বিশেষ করে, সেখানে শেখ কামালের একটা বিরাট অবদান রয়েছে। শেখ কামালের সাদাসিধে জীবনে দেশকে গড়ে তোলা, দেশের মানুষের পাশে থাকা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা সাংস্কৃতিক অঙ্গন বা ক্রীড়া অঙ্গন- এসব কিছুর উন্নতি করা, এটাই ছিল তাঁর কাছে সব থেকে বড় কথা। বিপুল প্রাণশক্তিতে ভরপুর এক তরুণ ছিলেন বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠপুত্র শহিদ শেখ কামাল। বীর মুক্তিযোদ্ধা, ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠক, ধ্রুপদী সংগীত ও নাট্যশিল্পী, সংস্কৃতি সংগঠক, ছাত্রনেতা এমন অনেকভাবেই তাঁর পরিচয় দেওয়া যায়।

লেখক: অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

পবিত্র কুরবানির ফজিলত ও বিধি-বিধান

মাওলানা হাফেজ কাজী মারুফ বিল্লাহ

পবিত্র কুরবানি হল ইসলামের একটি মহান নিদর্শন ও এবাদত, যা জিলহজ মাসের ১০, ১১ ও ১২ তারিখে মুসলিমবিশ্ব পশু কুরবানির মাধ্যমে পালন করে থাকেন। পবিত্র কুরআন মাজিদে মহান আল্লাহ তা'য়ালা একাধিক স্থানে এসম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন,

'তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর ও পশু কুরবানি কর' (সূরা আল-কাউসার: ২)। কুরবানি আল্লাহ তায়ালার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। হযরত আদম (আঃ) থেকে প্রত্যেক নবির যুগে কুরবানি করার ব্যবস্থা ছিল। যেহেতু প্রত্যেক নবির যুগে এর বিধান ছিল সেহেতু এর গুরুত্ব অত্যাধিক। যেমন- আল্লাহ বলেন, 'আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কুরবানির নিয়ম করে দিয়েছি।' তিনি তাদেরকে জীবনোপকরণস্বরূপ যে সকল চতুষ্পদ জন্তু দিয়েছেন, সেগুলোর উপর যেন তারা আল্লাহর নাম স্মরণ করে' (সূরা আল হাজ: ৩৪)। আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন, 'আর তুমি তাদের নিকট আদমের দুই পুত্রের সংবাদ যথাযথভাবে বর্ণনা কর, যখন তারা উভয় কুরবানি পেশ করল। অত:পর একজন থেকে গ্রহণ করা হল আর অপরজন থেকে গ্রহণ করা হল না' (সূরা আল মাদিয়াহ: ২৭)।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় বন্ধু হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-কে বিভিন্ন পরীক্ষায় অবতীর্ণ করেছেন এবং ইব্রাহিম (আঃ) সকল পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আর স্মরণ কর যখন ইব্রাহিমকে তার প্রতিপালক কয়েকটি বাণী দিয়ে পরীক্ষা করলেন, অত:পর সে তা পূর্ণ করল। তিনি বলেন, আমি তোমাকে নেতা বানাব' (সূরা আল বাকারা-১২৪)। নিজ পুত্রকে জবেহ করার মত কঠিন পরীক্ষায় সম্মুখীন হয়েছিলেন ইব্রাহিম (আঃ)। কুরবানি হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর সুন্নাত।

কুরবানির শরয়ী মর্যাদা:

কুরবানি করা ওয়াজিব। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত- তিনি বলেন, হযরত নবি কারিম (সাঃ) বলেছেন, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কুরবানি করবে না, সে যেন আমাদের ইদগাহের নিকটও না আসে (মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাজাহ)। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত- তিনি বলেন, প্রিয় নবি (সাঃ) মদিনায় দশ বছর অবস্থান করেন। এসময় তিনি প্রতি বছর কুরবানি করতেন (তিরমিযি)। কুরবানির শরয়ী মর্যাদা সম্পর্কে ফকিহ্গণের মত হচ্ছে, কুরবানি করা সাধারণ সামর্থ্যবান মুসলমানদের জন্য ওয়াজিব।

কুরবানির ফজিলত:

কুরবানি একটি ফজিলতপূর্ণ ইবাদত। কুরবানির ফজিলতের ব্যাপারে কুরআন এবং হাদিসে অনেক বর্ণনা এসেছে। হযরত

যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত- তিনি বলেন, একদিন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সাহাবিগণ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! এই কুরবানি কি? রাসুলুল্লাহ জওয়াবে বললেন, এটা তোমাদের পিতা হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর সুন্নত (রীতিনীতি)। তাকে আরও জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসুলুল্লাহ! এতে আমাদের কি পূণ্য রয়েছে? রাসুল (সাঃ) বলেন, (কুরবানির জন্তুর) প্রতিটি লোমের পরিবর্তে নেকি রয়েছে। তারা আবারও বললেন, পশমওয়ালা পশুদের জন্য কী হবে? (এদের তো পশম অনেক বেশি) রাসুল (সাঃ) বলেছেন, পশমওয়ালা পশুর প্রত্যেক পশমের পরিবর্তে একটি করে পূণ্য বা ছওয়াব রয়েছে (মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাজাহ)।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত- তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আদম সন্তান (মানুষ) কুরবানির দিন রক্ত প্রবাহিত করা (কুরবানি করা) অপেক্ষা আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় কাজ করে না। নিশ্চয় কিয়ামতের দিন (কুরবানিদাতার পাল্লায়) কুরবানির পশু, এর শিং, এর পশম ও এর খুরসহ এসে হাজির হবে এবং কুরবানির পশুর রক্ত মাটিতে পতিত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তায়ালার নিকট সম্মানিত স্থানে পৌঁছে যায়। সুতরাং তোমরা কুরবানি করতে থাকো সন্তুষ্টচিত্তে (তিরমিযি ও ইবনে মাজাহ)।

কুরবানি ও জীবনদানের প্রেরণা ও চেতনা সমগ্র জীবন জাগ্রত রাখার নাম। এজন্যই হযরত রাসুল (সাঃ)-কে কুরবানি করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারিমে বলেছেন, 'বলুন হে মুহাম্মদ (সাঃ)! আমার নামাজ আমার কুরবানি আমার জীবন আমার মরণ সবকিছুই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য। তার কোন শরিক নেই, আমাকে তারই নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং আমি সর্বপ্রথম অনুগত মুসলমান' (সূরা আল আনআম: ১৬২-১৬৩)। কুরবানির প্রাণশক্তি হচ্ছে তাকওয়া ও ত্যাগ যার ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ প্রেম। যেই কুরবানিতে লৌকিকতা রয়েছে, গোশত খাওয়ার নিয়ত রয়েছে সেই কুরবানি আল্লাহর কাছে কবুল হবে না। কারণ আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহর কাছে কুরবানির গোশত ও রক্ত পৌঁছায় না, পৌঁছে কেবল তোমাদের তাকওয়া' (হজ-৩৭)।

যার উপর কুরবানি ওয়াজিব:

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত- তিনি বলেন, নবি করিম (সাঃ) বলেছেন, সামার্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে কুরবানি করবে না, সে যেন আমাদের ইদগাহের নিকটও না আসে (মুসনাদে আহমদ ও ইবনে মাজাহ)। হজ পালনকারীদের জন্য কুরবানি ওয়াজিব। যার ওপর সদকায় ফিতর ওয়াজিব তার ওপর কুরবানিও ওয়াজিব। মুকিম হতে হবে অর্থাৎ নিজ বাড়িতে থাকতে হবে, সফরে নয়। যে ব্যক্তির নিজ পরিবার পরিজনের বাসস্থান খাওয়া পড়াসহ সাংসারিক নিত্যপ্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ব্যতীত অতিরিক্ত ঘর, আসবাবপত্র যেমন, বড় বড় ডেগসমূহ, উন্নতমানের বিছানা, গদি, শামিয়ানা, রেডিও, টেলিভিশন, ভি.সি.ডি, ডিসএন্টেনা ইত্যাদি যা জরুরি আসবাবপত্রের মধ্যে গণ্য নয়, তার মালিক হন এবং এগুলোর মূল্য যদি নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে তাদের কুরবানি ওয়াজিব হবে। জমির মূল্য নিসাবের উপর শামিল নয় কিন্তু তার ফসল যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত থাকে ও তার মূল্য নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে তার উপর কুরবানি ওয়াজিব হবে। নিসাব পূর্ণ হওয়ার জন্য স্বর্ণ-রৌপ্যের নিসাব পৃথকভাবে হওয়া জরুরি নয়। বরং দুটি মিল অথবা এদের অলংকারাদির ওজন যদি সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের সমান হয় তাহলে তার উপর কুরবানি ওয়াজিব হবে। স্ত্রীলোকের নিজস্ব মাল বা গহনাদি যদি নিসাব পরিমাণ থাকে তবে তার উপর কুরবানি ওয়াজিব। কুরবানি শুধু নিজের পক্ষ থেকে ওয়াজিব হয়। কিন্তু স্ত্রী ও উপযুক্ত ছেলে-মেয়ের পক্ষ থেকে ওয়াজিব হয় না। যদি নিসাবের মালিক নিজের নামে কুরবানি না করে বাবা-মা, ভাই-বোন , দাদা-দাদি, আত্মীয়-স্বজন, পীর-মাসায়েখ, নেতা -নেত্রীর মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানি করে তাহলে তার নিজের ওয়াজিব কুরবানি বাকি থাকবে। যদি কোন মহিলার উসুলকৃত মোহর নিসাব পরিমাণ থাকে তাহলে তার উপর কুরবানি ওয়াজিব। কোন স্থানে মানুষ নিজের নামে এক বছর, স্ত্রীর নামে এক বছর, ছেলের নামে এক বছর অর্থাৎ প্রতিবছর নাম পরিবর্তন করে কুরবানি দেয়, এটা জায়েজ নয়। বরং যার উপর কুরবানি ওয়াজিব হয় শুধু তার উপর কুরবানি করা ওয়াজিব। অন্যথায় কুরবানি আদায় হবে না, তবে সকলের উপর নিসাবের মালিক হলে সকলের পৃথকভাবে কুরবানি করা ওয়াজিব। ১০ জিলহজ হতে ১২ জিলহজের সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি মালে নিসাব অর্থাৎ নিসাব পরিমাণ মালের অধিকারী হয়, তবে তার উপর কুরবানি ওয়াজিব। তবে ঋণী ব্যক্তির উপর কুরবানি ওয়াজিব নয়। কারণ ঋণ পরিশোধ করাই তার কর্তব্য। বিশেষ ক্ষেত্রে স্বল্পসময়ের জন্য কুরবানি করার নিমিত্তে ঋণ করা জায়েজ আছে। একান্নভুক্ত পরিবারে পিতা জীবিত থাকলে শুধু পিতার উপর কুরবানি ওয়াজিব। আর যদি ছেলে নিসাব পরিমাণ মালের অধিকারী হয় এবং প্রাপ্তবয়স্ক হয় তাহলে তাদের পৃথকভাবে কুরবানি দিতে হবে। পিতার উপর তাদের কুরবানি ওয়াজিব নয়। কেহ ১০ ও ১১ তারিখে সফরে ছিল বা গরিব ছিল, ১২ তারিখে সূর্যাস্তের পূর্বে বাড়ি এসেছে বা মালদার হয়েছেন বা কোথাও ১৫ দিন থাকার নিয়ত করেছেন, এরূপ অবস্থায় তার উপর কুরবানি ওয়াজিব হবে।

যেসব পশু কুরবানি করা জায়েজ:

কুরবানির জন্য পশু মোটা-তাজা অর্থাৎ দেখতে মানানসই হওয়া দরকার। হাদিসে এসেছে, হযরত রাসুল (সাঃ) খুব সুন্দর মোটা-তাজা, হৃষ্ট-পুষ্ট পশু দ্বারা কুরবানি করেছেন। হাদিসে আরও এসেছে যে, হযরত আবু সাইদ খুদরি (রাঃ) হতে বর্ণিত- তিনি বলেন, হযরত রাসুলুল্লাহ (সাঃ) শিং-বিশিষ্ট খুব তাজা দুম্বা দ্বারা কুরবানি করেছেন। ছয় প্রকার পশু দ্বারা কুরবানি করা জায়েজ। যেমন- উট, গরু, মহিষ, দুম্বা, ভেড়া ও ছাগল। এই ছয় প্রকারের নর-মাদি দ্বারা কুরবানি করতে হবে। এর বাহিরে অন্য কোন হালাল পশু যেমন হরিণ কুরবানি করলে কুরবানি হবে না। খাসি করা প্রাণি, শিংভাঙ্গা প্রাণি (তবে মূল থেকে উৎপাদিত নয়) বা যে প্রাণির শিং জন্মগতভাবেই নেই বা চর্মরোগাক্রান্ত মোটাতাজা প্রাণি বা যে

প্রাণির বেশিরভাগ দাঁত নেই, তবে ঘাস খেতে পারে বা এমন প্রাণি যার অধিকাংশ দাঁত বাকি আছে এবং যার কান বা লেজের অধিকাংশ রয়েছে বা যার খুর নেই বটে তবে চলাফেরা করতে পারে বা জন্মগতভাবেই যার কান ছোট, এগুলো দ্বারা কুরবানি করা জায়েজ আছে।

যেসকল পশু কুরবানি করা জায়েজ নয়:

হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) হতে বর্ণিত- তিনি বলেন, একবার হযরত রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল যে, কুরবানির ব্যাপারে কোন ধরনের জন্তু হতে বেঁচে থাকতে হবে? রাসুল (সাঃ) হাতের দ্বারা (অর্থাৎ চার আঙ্গুল দেখিয়ে) বললেন, চার রকমের পশু হতে; যেমন- ১) খোঁড়া- যার খোঁড়ামি স্পষ্ট, ২) কানা- যার অন্ধত্ব স্পষ্ট, ৩) রোগা- যার রোগ স্পষ্ট এবং ৪) দুর্বল- যার হাড়ে মজ্জা নেই। দুর্বল, জীর্ণ-শীর্ণ, এক পা খোঁড়া (যে পায়ে একেবারেই শক্তি প্রয়োগ করতে পারে না), গোড়া থেকে শিং ভাঙ্গা, কান ও লেজ অধিকাংশ কাটা, অন্ধ ইত্যাদি ত্রুটিযুক্ত পশু দ্বারা কুরবানি জায়েজ নয়।

কুরবানির পশুর বয়স:

হযরত জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত- তিনি বলেন, হযরত রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, তোমরা পাঁচ বছরের উট, দুই বছরের গরু এবং এক বছরের ছাগল বা মেষ ছাড়া জবেহ করবে না। কিন্তু তোমাদের যদি তা সংগ্রহ করতে অসুবিধা হয় তবে ছয় মাস বয়সের মেষ বা ভেড়া জবেহ করতে পার। কুরবানির জন্য উট কমপক্ষে ৫ বছর হতে হবে। গরু ও মহিষ ২ বছর বয়সের হতে হবে। আর ভেড়া, দুম্বা ও ছাগল হতে হবে অন্তত এক বছর বয়সের। তবে দুম্বা ও ভেড়া যদি ৬ মাসের হয় এবং এরূপ মোটাতাজা হয় যে দেখতে এক বছর বয়সী দেখায়, অর্থাৎ এক বছর বয়সী দুম্বা বা ভেড়ার সাথে ছেড়ে দিলে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না, তাহলে এরূপ ছয় মাসের ভেড়া বা দুম্বা দ্বারা কুরবানি করা জায়েজ কিন্তু ছাগল (বকরি) যতই মোটাতাজা হোক না কেন তার ১ বছর পূর্ণ হওয়া জরুরি। একদিন কম হলেও কুরবানি জায়েজ হবে না।

কুরবানি গোশত বণ্টন পদ্ধতি:

কুরবানির গোশত নিজে খাবে, নিজের পরিবারবর্গকে খাওয়াবে, আত্মীয়-স্বজনকে হাদিয়া তোহফা দেবে এবং গরিব-মিসকিন-কে দান করবে। মুস্তাহাব তরিকা হল কুরবানির গোশত তিন ভাগে ভাগ করা। ১. নিজ পরিবার পরিজনের জন্য এক ভাগ। ২. আত্মীয়-স্বজনের জন্য এক ভাগ ৩. ফকির-মিসকিনদের জন্য এক ভাগ। আর যদি পরিবারের লোকসংখ্যা বেশি হয় তবে কুরবানির সমস্ত গোশত খেলেও অসুবিধা নেই। তবে কেউ যদি ফকির-মিসকিনকে সামান্য পরিমাণে দান করে তাতে কোন গুনাহ হবে না। কিন্তু মজুরিস্বরূপ দান করা জায়েজ নয়। মানতের কুরবানির গোশত গরিব-মিসকিনদের হক। নিজে খেতে পারবে না। যদি নিজে খায় অথবা কোন মালদারকে দেয়, তবে যে পরিমাণ খেয়েছে অথবা মালদারকে যে পরিমাণ দিয়েছে সে পরিমাণ পুনরায় গরিব-মিসকিনকে দান করতে হবে। কুরবানি পশু জবেহকারী ও গোশত প্রস্তুতকারীকে পারিশ্রমিক পৃথকভাবে দিতে হবে। কুরবানির গোশত, মাথা, পা, ভুড়ি দ্বারাও পারিশ্রমিক দেয়া যাবে না। কুরবানির গোশত শুকিয়ে বা ফ্রিজে জমা করে রাখা জায়েজ। কুরবানির যত অংশীদার ততভাগ করতে হবে। যেমন সাত শরিকের কুরবানির ৮ ভাগ করার প্রচলন সমাজে রয়েছে তা শরিয়তসম্মত নয়। সাতজনে শরিক হয়ে যদি একটি গরু কুরবানি করে তবে গোশত আন্দাজে ভাগ করলে হবে না। পাল্লা দ্বারা মেপে সমান সমান ভাগ করতে হবে, অন্যথায় যদি ভাগের মধ্যে কিছু কম-বেশি হয় তবে সুদ হবে এবং গোনাগার হতে হবে, সম্পূর্ণ কুরবানি নষ্ট হয়ে যাবে।

কুরবানির পশুর চামড়ার বিধান:

কুরবানির পশুর চামড়া নিজে ব্যবহার করতে পারবে। যদি কেহ কুরবানির পশুর চামড়া দিয়ে চালুন, মশক, ডোল বা জায়নামাজ তৈরি করে ব্যবহার করে তাহলে কোন সমস্যা নেই। তবে চামড়া বিক্রয় করলে ঐ টাকা নিজে পরিবার পরিজন ও মালদার ব্যক্তি ব্যবহার করতে পারবে না। সব টাকাই ফকির-মিসকিনদের (যারা জাকাত পাওয়ার যোগ্য) মাঝে বিলিয়ে দিতে হবে। আবার কুরবানির চামড়া পুরোটাই দান করা যাবে। তবে কুরবানির পশুর চামড়ার টাকা মসজিদ মেরামত বা নির্মাণ কাজে ব্যয় করা যাবে না। তবে যেসব মাদরাসায় এতিমখানা আছে সেখানে দান করা যাবে।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে বিশুদ্ধভাবে কুরবানি প্রদান করে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি, নৈকট্য ও সান্নিধ্য অর্জন করার তাওফিক দান করুন। আল্লাহুম্মা আমিন।

লেখক: : ইসলামি চিন্তাবিদ ও গবেষক

পণ্ডিতের কাঁঠাল গাছটা

অনীক মাহমুদ

হয়তো সেটাই ছিলো অধমের বোধিবৃক্ষ।
কখনো তলায়, কখনোবা মগডালে,
দড়ির তসবি গুনে চেয়েছি কেবল পরমের ছায়া;
কৈশোরের আবেগার্ত মূল্যবোধ
পগারের কোল ঘেঁষে নিমগাছ,
নিচে জলাশয় কানাকুঁড়ি।
বর্ষায় মাছের ডেরা রুই-কাতলা, বোয়াল-গজাড়
কিংবা সোলের অমিত উচ্ছ্বাসের তামামিতে
গাছটার প্রাণের ছায়ায় ঋদ্ধ হয়ে আছে
এই পৃথিবীর এক কবির বাণীবন্দনা।

এখনো যে চোখ বন্ধ করে দেখি
গাছটার ক্রন্দনাক্ত মুখের আদল।
পণ্ডিত দাদার উপদেশ, বড় কোন
প্রত্যাশার আয়ুধ প্রাপ্তিতে বেশি বেশি
গাছটার বাকলে বাকলে মহাকুমকুম
ঢেলে লেপ্টে দিলেও জোটে মুক্তির আস্বাদন;

একদিন এ কাঁঠাল বৃক্ষটির পরিণাম অর্থকষ্ট জুড়ে
ব্যাপারীদের নিষ্ঠুরতাই কর্তনের সমারোহ নেমে এসেছিলো
তবু গাছটির স্মৃতিলেখ পনের দিনের জপতন্ত্রে
মহামানবের মহাছায়ালোকে চেয়েছিলো
একটি মাত্র শান্তিকর্তার স্পর্শ আশীর্বাদ।

হে বৃক্ষ, তোমার সাক্ষ্য ইন্দ্রিয়াতীত স্নিগ্ধতা নিয়ে
পাই যেন আদিঅন্ত জবানবন্দির স্বস্তি
করালকঠিন মজলিসে!

প্রিয় কথা

সোহরাব পাশা

কথারা শিক্ষিত হলে অভিবাদন জানায়
মেধাবী সভ্যতা

কথার সুন্দর ব্যবহার নেই
আজকাল
কথার ভিতর ময়লা ঢুকে গেছে
কারও কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই ওদিকে,

সৌন্দর্যের ঘ্রাণে ভেজা বৃষ্টির কোলাজ
রঙিন মেঘের ভিড়ে
চুপ কথা - প্রিয় কথা;
কি যে প্রকাশভঙ্গি তার!

প্রিয় সম্পর্কের চোখে ফোটে হিরণ্ময় দ্যুতি
প্রিয় কথাগুলি নক্ষত্রের ফুল
প্রিয় চোখের বকুল,

মানুষ নিবিড় ছুঁয়ে থাকে প্রিয়কথা
প্রিয় মানুষের প্রিয় হাত।

সর্বজনীন পেনশন স্কিম: সামাজিক সুরক্ষার নয়া দিগন্তরেখা

ড. আতিউর রহমান

বিশ্ব অর্থনীতির অস্থিরতা এবং আমাদের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির কিছু কাঠামোগত সমস্যা সত্ত্বেও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ৬% এর আশেপাশেই রয়েছে এবং অর্থনৈতিক নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেই বাংলাদেশকে এগোতে হচ্ছে। তবে আশার কথা যে কৃষি ও উৎপাদনমুখী শিল্প এখনও চাঙ্গা রয়েছে। এবারও সে কারণেই গ্রামীণ অর্থনীতির প্রতি আরও সমর্থন দেবার প্রয়োজন রয়েছে। আর নগরের অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত মানুষগুলোর দিকেও নজর দিতে হবে। তাই 'গ্রামেও শহরের সুবিধা' নিশ্চিত করার নীতি নিয়ে বর্তমান সরকারকে এগুতে হচ্ছে। অস্বীকার করার উপায় নেই যে এই সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' অভিযানের কারণে প্রান্তিক ও দরিদ্র মানুষের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। এর সবচেয়ে উপযুক্ত উদাহরণ হতে পারে ডিজিটাল ফাইনান্সিয়াল সার্ভিসেস-এর বিকাশের ফলে গ্রামাঞ্চলের মানুষসহ অনানুষ্ঠানিক খাতের ওপর নির্ভরশীল পরিবারগুলোর ব্যাপক হারে আনুষ্ঠানিক আর্থিক সেবা ব্যবহারের প্রবণতা বৃদ্ধি। আর এসবের পাশাপাশি ধারাবাহিকভাবে ক্রমবর্ধমান জাতীয় বাজেটেরও কম-বেশি এক-দশমাংশ বরাদ্দ করা হয়েছে সামাজিক সুরক্ষা বলয়ে। প্রায় প্রতি বছরই বিদ্যমান সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলোর আকার বৃদ্ধির পাশাপাশি সমসাময়িক বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নতুন নতুন কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। এবারও তা আরও বেশি করে নেবার প্রয়োজন রয়েছে।

বলতে দ্বিধা নেই এক দশক আগেও আমাদের সামাজিক সুরক্ষা পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ছিলেন মূলত দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী প্রান্তিক ও ঝুঁকিতে থাকা নাগরিকেরা। সে সময়কার বাস্তবতায় এমনটিই প্রত্যাশিত ছিল। গ্রামে থাকা বিপন্ন নারীদেরকে ভিজিডি কার্ডের মাধ্যমে সুবিধা দেয়া কিংবা কাজের অভাবে ভুগতে থাকাদের জন্য 'অতিদরিদ্রদের জন্য

কর্মসৃজন কর্মসূচি (ইজিপিপি)'-এর মত কর্মসূচিগুলো ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়ন করে আর্থসামাজিকভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবারগুলোকে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে বের করে আনা গিয়েছে বলেই তাদের কাছে প্রবৃদ্ধির সুফল পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। এই ধারাবাহিকতার কারণেই করোনা মহামারি আসার আগে আগে দেশের দারিদ্র্য হার ২০ শতাংশ এবং অতিদারিদ্র্য হার ১০ শতাংশের আশেপাশে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছিল। মহামারি ও তার পরের অর্থনৈতিক সঙ্কটের কারণে এই অভিযাত্রা একটি ধাক্কা খেয়েছে। তবে এই ধাক্কা কাটিয়ে উঠার জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিও বাস্তবায়িত হচ্ছে। টিসিবির মাধ্যমে কম মূল্যে নিত্যপণ্য বিক্রি এবং গৃহহীনদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর গৃহ নির্মাণ কর্মসূচি এগুলোর মধ্যে আলাদাভাবে উল্লেখযোগ্য।

সামাজিক পিরামিডের পাটাতনে থাকা নাগরিকদেরকে উন্নয়নের মূলধারায় যুক্ত করার ক্ষেত্রে এহেন ধারাবাহিকতার জন্য বাংলাদেশের সরকার নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। তবে একই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে, এই ধারাবাহিকতার কল্যাণেই আমাদের সার্বিক আর্থসামাজিক অবস্থান এমন একটি স্তরে উন্নিত হয়েছে যেখানে সামাজিক সুরক্ষার ধারণা ও এসংক্রান্ত নীতিতে পরিবর্তন কাম্য। সহজভাবে বললে বলা যায়- এক দশক আগে আমাদের মূল ভাবনার জায়গা ছিল সকলের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করা, কেউই যেন কাজের অভাবে না ভোগেন সেটি নিশ্চিত করার মত বিষয়গুলো। কিন্তু আজকে কেউই আর অভুক্ত থাকছেন না, প্রায় সকলেরই মাথার ওপর ছাদ আছে, গ্রামেও অ-কৃষি খাতের বিকাশ ঘটছে। এখন তাই বিপদগ্রস্ত বিধবা কিংবা কর্মহীনতায় ভুগতে থাকা অতিদরিদ্র পরিবারের মত সুনির্দিষ্ট গ্রুপের কল্যাণের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির পাশাপাশি আমাদেরকে সকলের জন্যই আরেকটু সুরক্ষিত জীবনযাপনের নিশ্চয়তা দেয়ার মত কর্মসূচি প্রণয়ন নিয়ে ভাবতে হবে। আমরা খুবই আশান্বিত হয়েছি যখন জানা গেল যে, সরকারও বরাবরের মত সাধারণ মানুষের চাহিদার প্রতি সময়োচিত সংবেদনশীলতা দেখিয়ে সে পথেই এগুচ্ছে। গত বছরের শুরুতেই সরকারের পক্ষ থেকে সর্বজনীন পেনশন স্কিম চালুর নীতি-উদ্যোগের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়। জুনে বাজেট অধিবেশনেও বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। সর্বশেষ আগস্টে মহান জাতীয় সংসদে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা বিলটি পাশ এবং সংসদীয় স্থায়ী কমিটির পর্যালোচনা শেষে অর্থ মন্ত্রণালয় 'সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন ২০২৩' এর প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। এর মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষার এক নতুন যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ।

আগেই যেমনটি বলেছি- অন্তর্ভুক্তিমূলক অগ্রযাত্রার ধারাবাহিকতার কল্যাণে আমাদের জনবলের বড় অংশটিই এখন কাজে নিয়োজিত আছে এবং দারিদ্র্য পরিস্থিতিরও নাটকীয় উন্নতি হয়েছে। এর ফলে অন্য অনেক সূচকে উন্নতির পাশাপাশি এদেশের নাগরিকদের গড় আয়ু এখন ৭৩ বছর। তবে হালের মূল্যস্ফীতির কারণে এই অর্জন খানিকটা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে বললে ভুল হবে না। বর্তমানে দেশে ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সী নাগরিকরা মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি। কর্মক্ষম এই নাগরিকরা দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে একসময় প্রবীণ হবেন। জনমিতিক হিসাব বলছে ২০৩১ সাল নাগাদ ৬০-এর বেশি বয়সী নাগরিকের সংখ্যা হবে ২ কোটিরও বেশি। ফলে এই নাগরিকদের প্রবীণ বয়সের সুরক্ষা নিশ্চিত করার রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিক উদ্যোগ থাকা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। অন্যদিকে এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে, আমাদের মাথাপিছু আয়ও বাড়ন্ত। আয়বৈষম্য তো রয়েছেই। তবুও ধারণা করা যায় কর্মক্ষম নাগরিকদের একটি বৃহত্তর অংশেরই এখন থেকে শেষ বয়সের জন্য কিছুটা বিনিয়োগ করে রাখার সামর্থ রয়েছে। অথচ আনুষ্ঠানিক পেনশন সুবিধা আর সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বয়স্ক ভাতা পাচ্ছেন নাগরিকদের একটি তুলনামূলক ছোট অংশ। এই প্রেক্ষাপটে নাগরিকদের নিজেদের নিয়মিত চাঁদা এবং আনুষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে সেই সঞ্চিত চাঁদা বিনিয়োগ করে তার লভ্যাংশের মাধ্যমে সকল প্রবীণদের জন্য একটি পেনশন স্কিম চালু করা হয়েছে। এ কারণেই সরকারের সর্বজনীন পেনশন স্কিমের নীতি-উদ্যোগটিকে সময়োচিত এবং প্রাসঙ্গিক বলতে হয়।

ইতোমধ্যে 'সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন ২০২৩' এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সর্বজনীন পেনশন স্কিম এবং এটি বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকবে যে কর্তৃপক্ষ সে সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া যাচ্ছে তা খুবই আশাব্যঞ্জক। এটি তৈরি করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান বাস্তবতার প্রতি সংবেদনশীলতার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে সর্বজনীন পেনশন স্কিমের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা যেতে পারে।

সর্বজনীন পেনশন স্কিমে ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সী সকল বাংলাদেশি নাগরিক অংশ নিতে পারবেন। তবে, বিশেষ বিবেচনায় পঞ্চাশোর্ধ্ব নাগরিকগণও ১০ বছর নিরবচ্ছিন্ন চাঁদা প্রদানের মাধ্যমে আজীবন পেনশন সুবিধা পাবেন।

জাতীয় পরিচয়পত্রের ভিত্তিতে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করা হলে আবেদনকারীর অনুকূলে একটি ইউনিক পেনশনার আইডি প্রদান করা হবে।

মোবাইল নম্বর ও প্রবাসীদের ইমেইলের মাধ্যমে ইউনিক আইডি নম্বর, OTP, জমার পরিমাণ এবং মাসিক জমা প্রদানের তারিখ অবহিত করা হবে।

প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকগণ তার পরিবারের ১৮ বা তদুর্ধ্ব এক বা একাধিক সদস্যের (যেমন- স্বামী, স্ত্রী, বাবা, মা, ভাই, বোন) নামে তাদের জন্য প্রযোজ্য স্কিমে নিবন্ধন করে মাসিক জমা প্রদান করতে পারবেন।

'প্রবাস' স্কিমে অংশগ্রহণকারীগণ ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড, অনলাইন ব্যাংকিং গেটওয়ে ব্যবহার করে বৈদেশিক মুদ্রায় অথবা বাংলাদেশে তিনি যে ব্যাংক একাউন্টে রেমিটেন্স প্রেরণ করেন সে একাউন্ট হতে মাসিক জমা প্রদান করতে পারবেন।

'প্রবাস' স্কিমে সরাসরি বৈদেশিক মুদ্রায় প্রেরিত মাসিক জমার বিপরীতে সরকার ঘোষিত হারে প্রণোদনা পাওয়া যাবে। এ প্রণোদনার অর্থ তার হিসাবে যোগ হবে।

অন্যান্য স্কিমের মাসিক জমা নির্ধারিত ব্যাংকের কাউন্টারে সরাসরি, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস, অনলাইন ব্যাংকিং, ব্যাংক একাউন্ট হতে অটো ডেবিট অথবা ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে দেওয়া যাবে। জমার টাকা ট্রেজারি বন্ডসহ লাভজনক ও নিরাপদ খাতে বিনিয়োগ করা

যাবে।
সর্বজনীন পেনশন স্কিমে প্রদত্ত জমার বিপরীতে বিনিয়োগ কর রেয়াত পাওয়া যাবে এবং মাসিক পেনশন আয়করমুক্ত থাকবে।

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যাংকের প্রতিটি শাখা সম্মুখ অফিস (Front Office) হিসেবে কাজ করবে।

পেনশনের টাকা তোলার জন্য কোনো অফিসে যেতে হবে না। পেনশনারের ব্যাংক একাউন্টে বা মোবাইল ফাইনান্সিয়াল সার্ভিস একাউন্টে (যেমন: বিকাশ, নগদ ইত্যাদি) পেনশনের অর্থ স্বয়ংক্রিয়ভাবে জমা হবে।

চাঁদাদাতা পেনশনযোগ্য বয়সে উপনীত হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে জমাকৃত অর্থ মুনাফাসহ তাঁর নমিনি/নমিনিগণকে ফেরত দেওয়া হবে।

পেনশনার ৭৫ বছরের পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে তার নমিনি/নমিনিগণ পেনশনারের বয়স ৭৫ বছর হওয়া পর্যন্ত পেনশন প্রাপ্য হবেন। পেনশন স্কিম, স্কিমে জমার পরিমাণ, ও নমিনি যেকোনো সময় পরিবর্তন করা যাবে। তবে পেশনার আইডি অপরিবর্তিত থাকবে।

ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ের পাশাপাশি, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস এবং ব্যাংক একাউন্ট হতে অটো ডেবিট অথবা ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে টাকা জমা ও উত্তোলনের সুযোগ থাকায় তাতে কেবল পেনশনারদের সুবিধা হবে তাই নয়, বরং পুরো ব্যবস্থাটিই আরও সাশ্রয়ী ও সুরক্ষিত থাকবে। পেনশন স্কিমে অংশগ্রহণকারী নাগরিকরা মাসে মাসে পেনশনের জন্য যে চাঁদা দেবেন সেটিকে বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করে কর রেয়াত দেয়ার বিষয়টি জনচাহিদার প্রতি সংবেদনশীলতা প্রমাণ করে। কর রেয়াতের কারণে প্রাথমিকভাবে অনেকেই এই স্কিমে অংশ নিতে আগ্রহী হবেন।

আমরা বৈদেশিক মুদ্রায় প্রবাসী আয়ের পুরোটা আনুষ্ঠানিক পথে পাচ্ছি না। বিরাট অংশ হুন্ডিতে আসছে। হুন্ডি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ও অকল্যাণের প্রতীক। এ ব্যবস্থায় অগ্রাধিকারভিত্তিতে প্রবাসীরা 'প্রবাস' স্কিমে সরাসরি বৈদেশিক মুদ্রায় প্রেরিত মাসিক জমার বিপরীতে সরকার ঘোষিত হারে প্রণোদনা পাবেন। ফলে আনুষ্ঠানিক পথে দেশে প্রবাসী আয় প্রেরণ বৃদ্ধি পাবে।

এ কথা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে, সর্বজনীন পেনশন স্কিম সময়োচিত হলেও বাংলাদেশে একেবারেই নতুন। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি বাস্তবায়নে আমাদের অনবদ্য সাফল্যের ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছে। সে অভিজ্ঞতা এক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই কাজে দেবে। তবে ঐ সব 'টার্গেটেড' কর্মসূচির সাথে এই সর্বজনীন তথা 'ইউনিভার্সাল' কর্মসূচির পার্থক্যের জায়গাগুলোর বিষয়েও সদাসচেতন থাকা চাই। এ বাস্তবতার নিরিখেই সরকার প্রাথমিকভাবে এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকে ঐচ্ছিক রেখে ধীরে ধীরে বাধ্যতামূলক করার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে প্রাথমিক পর্যায়েই এই কর্মসূচির বিষয়ে বৃহত্তর জনগণকে আস্থার জায়গায় নিয়ে আসতে হবে। প্রাপ্তবয়স্ক একজন নাগরিক নিয়মিত মাসিকভিত্তিতে চাঁদা দিয়ে নিজের শেষ বয়সের সুরক্ষার জন্য এখানে টাকা সঞ্চয় করবেন। এই পদ্ধতির সুফলগুলো সম্পর্কে শুরুতেই তাদের সচেতন করে না তুললে সকলকে আগ্রহী ও সম্পৃক্ত করে তোলা কঠিন হবে। তাই জনপরিসরে পেনশন স্কিমের প্রাসঙ্গিকতা, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা নিয়ে যতো বেশি আলোচনা হবে ততোই মঙ্গল। আমার মনে হয় আগামী পাঁচ থেকে দশ বছরে কোন খাতে এই স্কিমের বিনিয়োগগুলো হতে পারে তা নিয়ে একটি গভীরতর গবেষণা করা দরকার। বিনিয়োগ বিষয়ে স্কিম কর্তৃপক্ষ যে সিদ্ধান্ত নিবে সেখানে গণশুনানি এবং গবেষকদের সঙ্গে মতবিনিময়কে গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়ে আসা উচিৎ বলে মনে হয়। মনে রাখা চাই এই তহবিলটি এক সময় বিরাট আকার ধারণ করবে। সুতরাং এর বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনাও ঝুঁকিমুক্ত রাখতে হবে। সে জন্য রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বাড়ানোর দিকে শুরু থেকেই জোর দিতে হবে।

'লক্ষ্য ও শিক্ষা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন যে একটি জাতি উন্নতির পথে যতোই এগিয়ে যাবে সেখানে মানুষেরা ততো বেশি 'মনুষ্যত্বের পুরো গৌরব' দাবি করতে পারবে। সর্বজনীন পেনশন স্কিমের মাধ্যমে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রবীণ নাগরিকদের জন্য তেমনি আরও বেশি মানবিক একটি জীবন নিশ্চিত করতে পারব। ফলে এই স্কিমটি হতে পারে আমাদের উন্নতির একটি নতুন মাইলফলক। তবে এগুতে হবে সতর্কভাবে সবদিক বিবেচনা করে। বঙ্গবন্ধু 'করে করে শেখা'র পক্ষে ছিলেন। আমরাও তাই যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ভালোমন্দ বিবেচনা করে সর্বজনীন পেনশন স্কিম প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্ধন-পরিমার্জন করতে করতে এগুবো। বাংলাদেশের মানবিক অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক।

লেখক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্গবন্ধু গবেষক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর

ফুল ছোঁয়া শান্তি বৃষ্টি

খোশনূর

ও বৃষ্টি তুমি শুভ্রশীতল জলধারা
তৃষিত মাটিকে ভিজিয়ে দাও
প্রকৃতি হোক সজীব সবুজ সুন্দর
ফুটে উঠুক ম্লান উষ্ণ কলি
ফুল-ফসলে ভরে উঠুক বাংলার
মাঠ আঙ্গিনা প্রাঙ্গণ।

সবুজ ঘাসে ভরে যাক চারিধার
ধ্বংস রোধ হোক
বৃষ্টি তোমার স্পর্শে পবিত্র পরিচ্ছন্ন মাটিতে
হোক সৃষ্টিসুখের হাতছানি
সহস্র স্বপ্নের বাস্তবায়নে জন্ম হোক
অগ্রণী কৃতকর্মের নতুন ইতিহাসের সূচনা
অভাব অশান্তি দুশ্চিন্তা নিঃশব্দে শেষ হোক
প্রাণ থেকে প্রাণে উচ্ছ্বসিত আহবানে
বিস্তৃত হোক আনন্দ জোয়ার
সহানুভূতির উদ্যমে অগ্রগতির চেতনায়
নিঃশেষ করো মন্দের তীব্রতা
বৃষ্টি তুমি মুছে দাও ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের ছবি।

বৃষ্টি তুমি মনের আগুন না নিভাতে পারলেও
চোখের জলের ছাপ মুছে দিও
আমি তোমার জলে ভিজে ভিজে
নদীর জলের ঢেউ গুনতে গুনতে বারবার
ভুল করে আবারো গুনতে চেয়ে চেয়ে
দিন পার করে ঝিল-বিলের শাপলা দোলায়
খুঁজবো হারানো কারো ছোঁয়ার আবেশ
এখানে ওখানে জমে থাকা জল অঝর বৃষ্টি
টুপটুপ রিমঝিম টুপটাপ বৃষ্টি তুমি
জোৎস্নার আয়না রোদের সাতরঙে রংধনু হীরক রত্ন
ঝকমকে ঝরনার আদরমাখা জুঁই কেয়া করবী
বেলি গোলাপ টগর কামিনী হাসনাহেনা
কাশফুল ও ফুলছোঁয়া শান্তির বৃষ্টি।

মেঘবর্ণ জীবন

সাবরিনা নিপু

যদিও তখনো বৃষ্টি নামেনি
বাউণ্ডুলে মেঘগুলো তুলোবীজের মত
বহুতল ভবনের ছাদের কার্নিশ ছুঁয়ে
ভাসতে ভাসতে ঢুকে যাচ্ছিল পুরোনো গলিতে
তবুও আজকের বিকেলটা বড়ই নরম।

আমার বারান্দায় একটি প্রজাপতি আসে রোজ
চুপটি করে বসে থাকে রেলিঙের ধার ঘেঁষে
কেন যেন বড্ড বেশি ওড়াউড়ি করছে আজ
তবে কি প্রজাপতি জেনে গেছে
তোমার জন্য অহরাত্রি অপেক্ষায় আছি আমি!

যদিও এখুনি নামবে বৃষ্টি
তার আগেই পৌঁছে যেও প্লিজ
জমানো অভিমানগুলো এরোপ্লেনের মত
চক্কর কাটতে কাটতে ভাসিয়ে দিয়ে এসো
সাদা-কালো মেঘের আড়ালে।

এবার সত্যিই চেনা চেনা বৃষ্টি ফোঁটায়
ভরে ওঠে আমার নির্জন রেলিঙ
অদেখা হৃদয়ের লুকিয়ে থাকা বিষাদগুলো
মুহূর্তেই ভেসে যায় সেই জলে
গলির নর্দমা নদী হয়ে ওঠে অবলীলায়।

অবশেষে ঝুম বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে
তোমার হাতটি নিবিড়ভাবে
আঁকড়ে ধরে বলি
এভাবেই শুরু হোক না হয়
আমাদের পরবর্তী মেঘবর্ণ জীবন।

লাফ দিলে পাখি হব

হরিশংকর জলদাস

পেছনের ক'বছর ধরে যাব যাব করছি, যাওয়া হচ্ছিল না। পাহাড়ের চেয়ে সমুদ্রের সঙ্গে বেশি সখ্য আমার। সমুদ্র আমার সুখ-দুঃখের আধার। আমার আধেক জীবনের পাওয়ার উল্লাস আর হারানোর বেদনা সমুদ্রের কাছেই জমা রেখেছি। আমার ডুবসাঁতার নোনাজলের বঙ্গোপসাগরে। সাগর আমার উৎস, বিকাশ আর লয়ের ঠিকানা।

তাই বলে পাহাড়-অরণ্য আমার অপছন্দের নয়। সীতাকুণ্ডের চন্দ্রনাথ পাহাড়ের মধ্যদিয়ে আমার পাহাড়-সংসর্গের শুরু। অবুঝ জীবন আমার তখন তিন কি চার। কিছুপথ বাবার হাত ধরে, অনেকটাই বাবার কাঁধে চড়ে চন্দ্রনাথ পাহাড়চূড়ায় চড়া। এই কাঁধে চড়ে পাহাড়শীর্ষে উঠার কথা যে আমার স্মৃতিতে আছে, তা নয়। পরবর্তীতে আমার ঠাকুরদির কাছে শোনা। ওইদিনের ওই যাত্রাপথে বাবার সঙ্গে আমার ঠাকুরদি- যাকে আমি বদ্দা ডাকতাম এবং আমার মা শুকতারাও ছিল। একটু যখন বুঝ-বুদ্ধি হলো, বদ্দা এক সাঁঝবেলাতে উঠানের মাটির উনুনে আগুন পোহাতে পোহাতে বলল, 'সেদিন আমার ছেলের কাঁধের দু'পাশে দু'পা ছড়িয়ে দিয়ে কী ঝাঁকানিই না শুরু করে দিয়েছিল হরিশংকর! যেন ঘোড়ায় চড়ে রাজপুত্তর সুদূরে পাড়ি দিয়েছে! তোমার তো মনে আছে বউ, ওর মুখে তখন ভালো করে কথা ফোটেনি। বলে উঠেছিল, তল তল তাড়াতাড়ি তল। বলে যুধিষ্ঠিরের কাঁধে সে কী ঝাঁকানি-দাপানি!' মা বলেছিল, 'ধমক দিয়ে না উঠলে হরিপদের বাপ তো ওই পাথুরে পথে হুমড়ি খেয়ে পড়েই যেত। হরিপদ নামে যুধিষ্ঠির-দম্পতির একটি পুত্রসন্তান ছিল, যে অকালে মারা গিয়েছিল।

পরে পরে আরও বহুবার সীতাকুণ্ডের চন্দ্রনাথ পাহাড়ে চড়েছি। কখনও মা-বাবা, ভাই-বোনের সঙ্গে কখনও বন্ধুদের সঙ্গে। কখনও দৌড়ে দৌড়েই উঠেছি, কখনও তরতর করে। তখন আমার তরুণবেলা, তখন আমার যৌবনকাল। যৌবনবেলাটা যে যুদ্ধে যাবার সময়!

শেষ যেবার উঠলাম, লাঠি ধরে ধরে, পথে পথে জিরিয়ে জিরিয়ে। সঙ্গে বদ্দা নেই। মা-বাবা স্বর্গে। স্ত্রীর প্রণোদনাতেই শেষবার চন্দ্রনাথ পাহাড়ে উঠা আমার। এখনো মাঝেমাঝে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে যাই। পাদদেশে দাঁড়িয়ে শীর্ষদেশের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি। আহারে যৌবন! আমাকে ছেড়ে কোথায় চলে গেলে তুমি! এখন আমি প্রবীণ। পাহাড়ে চড়ার ইচ্ছা থাকলেও শক্তি নেই। শীর্ষদেশের উদ্দেশে দু'হাত জড়ো করে কপালে ঠেকাই।

জীবনে কত পাহাড় ঘোরা হল! নেপালের আকাশছোঁয়া পাহাড়, ভূটানের বিপজ্জনক পাহাড়ের খাঁজ-ভাঁজ। সবই হেলায় ঘুরেছি। তখন আমার যৌবনবেলা। আর বান্দরবানের নীলাচল, নীলগিরি

আমার গন্তব্য হয়েছে বারবার। আঁকাবাঁকা উঁচু-নিচু পাহাড়িপথে অনেকবার গেছি রাঙামাটিতে। সমুদ্রের পরেই যে পাহাড় আমার প্রিয় জায়গা! পাহাড়ে গেলে কথা না-বলার মন্ত্র শেখা যায়। মৌন থাকার শিক্ষা তো পাহাড়ই দেয় আমাদের। এই কোলাহলময়, মুখর, কথাসর্বস্ব জীবনে মৌনতার যে কত দরকার, পাহাড়ে গেলে বোঝা যায় তা। তাই পাহাড় আমায় টানে।

সাজেকও টানছিল আমায় বহুদিন ধরে। শেষপর্যন্ত স্থির হল সাজেক যাব। অনেকে বলল এ বড় বন্ধুর পথ, এখানে বিভীষণ উত্তুঙ্গ পাহাড়। পাহাড়ের দু'পাশে চোখ-আঁধারকরা খাদ। একটু বেসামাল হলেই ওই খাদে বিলীন হয়ে যেতে হবে।

স্ত্রী সুনীতা বলল, 'যা থাকে কপালে, যাবই।' স্ত্রীর কথায় আমার দোনোমনা ভাব কেটে গেল। প্রস্তুতিতে লেগে পড়লাম। একে জিজ্ঞেস করি, তাকে জিজ্ঞেস করি, কেউ সাজেক যাওয়ার সত্যিকারের সুলুকসন্ধান দিতে পারে না। কেউ বলে, 'চট্টগ্রামের অক্সিজেন থেকে খাগড়াছড়ির বাসে চড়ে খাগড়াছড়ি শহরে পৌঁছালেই হবে। সেখানে চাঁদের গাড়ি। বারো-চৌদ্দজনের ছাদবিহীন ওই গাড়িতে চড়ে বসলেই হল। ঘণ্টা আড়াই-তিনের মধ্যে সাজেক পৌঁছানো যাবে।'
'খরচ কীরকম হবে?'
'খরচ আর কত! চট্টগ্রাম থেকে খাগড়াছড়ি পর্যন্ত আসা-যাওয়ার বাসভাড়া, ঠেসাঠেসির চাঁদের গাড়িভাড়া জনপ্রতি আটশ-হাজার আর সাজেকে একরাত থাকতে চাইলে হোটেলভাড়া যা লাগে।'
তারপরও জানতে চাই, 'দুজনের কত লাগতে পারে?'
ওরা বলে, 'এই হাজার দশেক হলে হেসেখেলে সাজেক ঘুরে আসা যায়!'

মন বুঝ মানে না। হাজার দশেকের জন্য নয়, শরীরের স্বস্তি ও মনের তৃপ্তির জন্য। বয়স হয়েছে আমাদের। আমরা কি পারব এই দৌড়-ঝাঁপের জার্নি সম্পন্ন করতে? ওই যে বারো-চৌদ্দজনের সঙ্গে গাদাগাদি করে চাঁদের গাড়িতে যাতায়াত! আমাদের সফরসঙ্গী কারা হবে জানি না তো। যদি তরুণ-তরুণী হয়। তারা তো হুল্লোড়ে মাতবে! বাঁধনহারা জীবনের স্বাদ নিতে গিয়ে তারা তো হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হবে! আমাদের মত প্রবীণ-প্রবীণা তাদের কাছে গুরুত্ব না-ও তো পেতে পারি। তাহলে তো গোটা জার্নিটা তেতোতে ভরে যাবে।

নাহ! কোনো দলের সঙ্গে যাব না সাজেকে। যাব আমরা আমরা, মানে আমি আর আমার স্ত্রী, আলাদা গাড়িতে। চাঁদের গাড়ি ছাড়াও সিএনজি-চালিত বেবিটেক্সিতে খাগড়াছড়ি থেকে সাজেক যাওয়া যায়। ঠিক করলাম- ওই বেবিটেক্সিতেই যাব।

শুনে সবাই রে রে করে উঠল, পাহাড়ের গহিন খাদে প্রাণটা বিসর্জন দিতে চাইছ? জান না তো সাজেক যাওয়ার পথ কত উঁচু-নিচু, আঁকাবাঁকা। আর ফিরে আসতে হবে না। সলিল-সমাধি তো শুনেছ, তোমাদের গিরি-সমাধি হবে।
শুভানুধ্যায়ীদের কথায় দমে গেলাম না। সাজেক যাওয়ার কথা একবার যখন ঠিক করে ফেলেছি, যে কোনো মূল্যে যাবই। আমার স্ত্রী আমার সিদ্ধান্তে ফুঁ দিয়ে যেতে লাগল।

সকালের দিকে ডিসি হিলে মর্নিংওয়াক করতে যাই। আমার লাভ লেনের ফ্ল্যাট বাড়ি থেকে খুব বেশি দূরে নয় চট্টগ্রামের নন্দকাননের ডিসি হিল। ওখানেই পরিচয় হল কল্লোলবাবুর সঙ্গে। তিনি সাউথইস্ট ব্যাংকের চেরাগিপাহাড় শাখার ম্যানেজার। শুনলাম, মাত্র কদিন আগে তিনি সাজেক ভ্রমণ করে এসেছেন। চারজন গেছিলেন তাঁরা। খরচ হয়েছে উনিশ হাজার টাকা।
হাঁটতে হাঁটতে বললেন, 'একদিন আমার ব্যাংকে আসেন দাদা। সুমন নামের একজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। ওর বাড়ি খাগড়াছড়ি। ও সকল বন্দোবস্ত করে দেবে।'

এর মধ্যে আমারা স্থির করেছি- প্রথমদিন খাগড়াছড়ির কোনো হোটেলে থাকব। সময় পেলে ওধার-এধার ঘুরে শহরের মধ্যকার দ্রষ্টব্যগুলো দেখব। পরদিন বেবিটেক্সিতে সাজেক যাব। ওখানে একরাত থেকে পরদিন সরাসরি চট্টগ্রাম ফিরে আসব। তাতে আমাদের জরায় আক্রান্ত শরীর তত বেশি কাহিল হবে না।

একদিন গেলাম কল্লোলবাবুর ব্যাংকে। আপ্যায়নের পর তিনি সুমনকে তার টেবিলে ডাকলেন। আমি সুমনকে আমাদের কথা বুঝিয়ে বললাম।
সব শুনে সুমন বলল, আমি খাগড়াছড়ির ট্রাভেল এজেন্সির সঙ্গে কথা বলে কাল-পরশু আপনাকে জানাচ্ছি স্যার।

মনে একরাশ সুখ নিয়ে ঘরে ফিরে এলাম। স্ত্রীকে বললাম, ব্যাগট্যাগ গোছানো শুরু কর। সাজেকের উদ্দেশে রওনা দিলাম বলে।
মনের আনন্দ বেশিদিন থাকল না। পরদিনই সুমন ট্রাভেল এজেন্সির পাঠানো প্রপোজালটা আমার হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়েছিল। চক্ষু আমার চারকগাছ। এত টাকা দাবি করছে! আমাদের দুজনকে একরাত খাগড়াছড়ির কোনো হোটেলে রাখবে, পরদিন সকালে বেবিটেক্সিতে সাজেক নিয়ে যাবে, ওখানকার হোটেলে একরাত থাকার ব্যবস্থা করবে, পরদিন খাগড়াছড়ি শহরে এনে চট্টগ্রামের বাসে তুলে দেবে। খাওয়াখরচ আমাদের। তার জন্য পঁচিশ হাজার পাঁচশ টাকার প্রপোজাল!

আমি মূর্ছা গেলে কি ভুল হবে! মূর্ছা যাওয়ার মতই তো দাবি! কী জবাব দেব, বুঝতে পারিনি বলে এই প্রপোজালের কোনো উত্তর দিইনি।

এই সময় কবি ওমর কায়সার আমার বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এলেন। সঙ্গে জোছনা ভাবীও। জোছনাভাবীর নিশ্চয়ই অন্য একটা নাম আছে। কিন্তু ওমর কায়সারের কাছে তিনি জোছনাই। কোন এক দূর-অতীতে এই মহিলাটি, সেই সময় তো অতি অবশ্যই

দারুণ এক তরুণী, কবি কায়সারের মনের আঁধারগুহায় জোছনা ছড়িয়েছিলেন। আজ, এত বছর পরও সেই চাঁদের আলো ম্লান হয়নি এতটুকুও। সেই সন্ধ্যায় ওমর কায়সারের বারবার জোছনা সম্বোধন তারই প্রমাণ দিচ্ছিল।

কথায় কথায় সাজেক ভ্রমণের কথা উঠল। তখন আমার মনের অবস্থা এমন যে যাকে সামনে পাই, তাকেই জিজ্ঞেস করি- সাজেক যাওয়ার সহজ উপায় কি?

কায়সার ভাইকে পঁচিশ হাজার পাঁচশ টাকার প্রপোজালের কথা বললাম। তিনি প্রথমে চোখ বড় করলেন, পরে অট্টহাস্যে ফেটে পড়লেন। হাসি থামিয়ে বললেন, 'বাটপার।'

একটু থেমে আবার বললেন, বাটপার ট্রাভেল এজেন্সিতে ভরে গেছে গোটাদেশ। অনেকটা স্বগত কণ্ঠেই কথাগুলো বলে গেলেন তিনি।

পরে পকেট থেকে মোবাইল বের করে কাকে যেন ফোন করলেন, 'হ্যালো দাউদ ভাই, আমার এক দাদা হরিশংকরদা সস্ত্রীক সাজেক যাবেন, হ্যাঁ সিএনজি-টেক্সিতেই যাবেন। একটু কি ব্যবস্থা করবেন? ও হ্যাঁ, একদিন আগে গিয়ে খাগড়াছড়ির কোনো হোটেলে রাত্রিযাপন করবেন। সাজেকে একরাত থাকবেন।'

ওপারের শ্রোতা কী বললেন, শোনা গেল না। ফোন রেখে কায়সার ভাই বললেন, দাউদ আমার পরিচিত। খাগড়াছড়ির কালের কণ্ঠের সাংবাদিক। আন্তরিক মানুষ। সব ব্যবস্থা করে আমাকে জানাবেন বললেন। কায়সার ভাইয়ের কথা শুনে বড় ভালো লাগল।

পাশে বসা সুনীতা বলল, 'তাহলে শেষপর্যন্ত আমাদের সাজেক যাওয়া হচ্ছে।'

জোছনাভাবী বললেন, 'তা তো যাবেনই! আমরাও আপনাদের সাথে যেতে পারলে ভালো লাগত।'

সুনীতার উৎসাহ বেড়ে গেল, 'তাহলে তো ভালো হয়! দুই ফ্যামিলির ভীষণ একটা আনন্দভ্রমণ হবে।'

ওমর কায়সার ঠাণ্ডা জল ঢাললেন, 'আমরা যেতে পারব না বউদি। আমাদের সম্পাদক মতি ভাই আসছেন চট্টগ্রামে। তখন আমার চট্টগ্রামে থাকা জরুরি। আপনারা ঘুরে আসুন। দাউদ ভাই করিৎকর্মা লোক। দেখবেন, চমৎকার ব্যবস্থা করবেন।' ওমর কায়সার 'প্রথম আলো'র চট্টগ্রাম শাখায় উঁচুপদে কাজ করেন।

সত্যি দাউদ ভাই, যার পুরোনাম আবু দাউদ, সাজেক যাবার চমৎকার এক বন্দোবস্ত করেছিলেন।

আবু দাউদ জন্মেছিলেন চাঁদপুরে। বাবা সরকারি চাকরি করতেন। খাগড়াছড়িতে পোস্টিং পেয়েছিলেন। খাগড়াছড়ি তখন নিতান্ত এক দুর্গম এলাকা। অনেক কষ্টে, সামান্য পথ গাড়িতে, অধিকাংশ পথ হেঁটে চট্টগ্রাম থেকে খাগড়াছড়িতে পৌঁছাতে হয়। দাউদ ভাইয়ের বাবা দুটো পুত্রসন্তান আর স্ত্রীকে চাঁদপুরের গ্রামের বাড়িতে রেখে খাগড়াছড়িতে চাকরি করতেন। ছ'মাসে ন'মাসে বাড়ি যাওয়া। চলে যাচ্ছিল জীবন।

একবার বাড়ি গিয়ে শুনলেন ছোট ছেলেটি পানিতে ডুবে মারা গেছে। ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। সেবারই গ্রামের ঘরে তালা দিয়ে সপরিবারে খাগড়াছড়ির পথ ধরেছিলেন তিনি। সেই থেকে আবু দাউদের খাগড়াছড়ির জীবন। মা-বাবা মারা গেলেন। চাঁদপুরে ফিরবার ইচ্ছে জাগল না তাঁর। ততদিন এই অরণ্য-পাহাড়ের মায়ায় বাঁধা পড়ে গেছেন তিনি। এখানেই বিয়ে এবং সন্তানসন্ততি। পঞ্চান্ন এবং ষাটের মধ্যকার বয়স দাউদ ভাইয়ের। পেছনের কথা ফেলে আমি একটু এগিয়ে গিয়ে লিখলাম। পেছনে ফিরছি এখন।

সেদিন সকাল ছটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত খাগড়াছড়িতে ধর্মঘট ডাকা হয়েছে। সকালেও গাড়ি ছাড়েনি, দুপুরেও কখন ছাড়বে জানা যাচ্ছে না

দুদিন পর দাউদ ভাই খাগড়াছড়ি-সাজেক ভ্রমণ খরচের একটা হিসেব পাঠালেন ওমর কায়সার সাহেবের কাছে। কায়সার সাহেব আমাকে পাঠিয়ে দিলেন তা।

খরচটা এরকম-

চট্টগ্রামের অক্সিজেন থেকে শান্তি পরিবহনে নিজ খরচে আমরা খাগড়াছড়ি শহরে পৌঁছাব। বাসস্টেশন থেকে টমটমে গাইরিং হোটেল।

খাগড়াছড়িতে হোটেল ভাড়া: ১২০০ টাকা

খাগড়াছড়ি থেকে সাজেক (যাওয়-আসা) বেবিটেক্সি ভাড়া: ৪৫০০ টাকা

সাজেকে রিসোর্ট ভাড়া: ২৫০০ টাকা

খাওয়া খরচ নিজেরা বহন করতে হবে।

তাহলে সাজেক ভ্রমণের খরচ দাঁড়াল ৮২০০ টাকা। আসলে আমাদের লেগেছিল ৭৫০০ টাকা। সে কাহিনি পরে লিখছি।

সানন্দে রাজি হলাম আমরা। তারিখও ঠিক হয়ে গেল- ১৫ জানুয়ারি (২০২৩) চট্টগ্রাম থেকে রওনা দেব। ১৫ তারিখের রাত খাগড়াছড়ির গাইরিং নামের হোটেলে থাকব। ১৬ তারিখ সকাল আটটায় সাজেকের উদ্দেশে যাত্রা করব। ওখানে একরাত থেকে খাগড়াছড়িতে ফিরে চট্টগ্রামের বাসে চড়ব।

পনেরো জানুয়ারি সকাল দশটায় শান্তি পরিবহন বাসস্টেশনে পৌঁছে বড় এক বিপত্তির মুখোমুখি হলাম। খবর নিয়ে জেনেছিলাম, শান্তি পরিবহনের এই ননস্টপ বাসটিতে চড়লে তিনঘণ্টার এদিক-ওদিকে খাগড়াছড়ি শহরে পৌঁছে যাব। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, দশটার বাসে চড়ে একটায় খাগড়াছড়ি শহরে পৌঁছাব। হোটেল চেক-ইন শেষে দুপুরের খাওয়া সেরে শহরের ভেতরকার দ্রষ্টব্যগুলো দেখে নেব। [কিন্তু বিধিবাম] সেদিন সকাল ছটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত খাগড়াছড়িতে ধর্মঘট ডাকা হয়েছে। সকালেও গাড়ি ছাড়েনি, দুপুরেও কখন ছাড়বে জানা যাচ্ছে না।

সুনীতাকে লটবহরসহ একটা জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে কাউন্টারের দিকে এগোতে চাইলাম। কিন্তু পারলাম না।

সকাল থেকে 'লোকে লোকারণ্য'। অনেক মানুষ একসঙ্গে ছোট্ট কাউন্টার ঘরটির দিকে এগোতে চাইছে। আবার সামনের মানুষের ধাক্কায় পেছনের মানুষগুলো হুড়মুড় করে পিছিয়ে আসছে। আমি হতাশ হয়ে সুনীতার পাশে দাঁড়িয়ে থাকলাম। সুনীতার চোখে তখন কৌতুক, 'কী মজা! মানুষেরা যেন দাড়ি টানাটানি করছে! একদল মানুষ সামনে এগোচ্ছে, আবার হুড়মুড়িয়ে পিছিয়ে আসছে।'

এই দৃশ্য থেকে সুনীতা যতই মজা লুটুক আমি মজা পাচ্ছি না। আমার চিন্তা- শেষপর্যন্ত আমরা খাগড়াছড়িতে পৌঁছাতে পারব তো! হঠাৎ দেখলাম, বেশকিছু মানুষ কাউন্টার এলাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তাদের একজন বলছে, এখানে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। লোকালে যাব। সময় না হয় একটু বেশি লাগবে।

এতে কাউন্টারের সম্মুখভাগটা কিছুটা হালকা হল। একপা দুপা করে আমি কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেলাম। কাছে গিয়ে শুনলাম দশটা চল্লিশে একটা গাড়ি ছাড়বে। আবার হুড়াহুড়ি লেগে গেল। বেশ কিছুক্ষণ মানুষে মানুষে গুঁতাগুঁতির পর কাউন্টার কিছুটা ফাঁকা হল। আমি কাউন্টারম্যানকে বললাম, 'আমাকে দুটো টিকেট দেবেন ভাই!'

কাঁচাপাকা দাড়ির মাঝবয়সী কাউন্টারম্যান। গলায় মাফলার গায়ে জহুর মার্কেটের কোট। দোহারা গড়ন। গলাটা ভারীর দিকে।

আমার দিকে না তাকিয়ে বললেন, 'টিকেট নাই। পরের গাড়িতে যান। একঘণ্টা পর ছাড়বে।'

'এই গাড়িতে যেতে না পারলে আমার একটু অসুবিধা হবে।'

'আপনার অসুবিধা হলে আমার বাল...' পর্যন্ত বলে লোকটা আমার দিকে চট করে তাকালেন। তাকিয়ে জিভে কামড় খেল বলে মনে হল আমার। এ আমার দেখার বিভ্রমও হতে পারে। তবে লোকটির কণ্ঠস্বর নরম হয়ে গেল।

কীরকম যেন অপরাধীর ভঙ্গিতে বলল, 'সরি, অনেকের প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে মেজাজটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।'

তাকে আরও কুঁকড়ে দেওয়ার জন্য বললাম, 'আমি সিটি কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলাম।'

এই মন্ত্রে কাজ হল বলে মনে হল।

বলল, 'স্যার আপনি একটু দাঁড়ান। আমার চোখের সামনে থেকে নড়বেন না। দেখি দুটো সিট ম্যানেজ করা যায় কিনা।' বলে অন্য টিকেট-প্রত্যাশীদের সঙ্গে বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ল।

শেষপর্যন্ত কাউন্টারম্যান দশটা চল্লিশের গাড়িতে আমাদের দুটো সিট দিয়েছিল। হৃষ্টমনে উঠেও পড়েছিলাম বাসে। কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমাদের চিত্তের প্রফুল্লতা একেবারেই উঠে গিয়েছিল।

বেশ গতি নিয়ে বাস চলছিল তখন। আধোখোলা জানালা দিয়ে শীতের মৃদুহাওয়া। দু'পাশে বৃক্ষসকলের গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে থাকা। এসব আপনমনে উপভোগ করে যাচ্ছিল সুনীতা। স্বদেশে এ তার দীর্ঘ সময়ের পার্বত্যভ্রমণ। রাস্তা তখন সোজাপথে না চলে আঁকাবাঁকা পথে চলতে শুরু করেছে। একবার নিচের দিকে তলিয়ে গেল তো পরেরবার ওপরদিকে উঠতে উঠতে আকাশ ছুঁল যেন! একটু ত্রস্তচোখে রাস্তা, অরণ্য দেখে যেতে লাগলাম দুজনে। একটি কথা এখানে না বললেই নয়। সুনীতার চোখ বাইরে নিবদ্ধ থাকলেও আমার চোখ দুটো বারবার আমাদের সামনের জোড়াসিটে ফিরে আসছিল। ওই আসনের দুজনেই তরুণ। দুজন যে স্বামী-স্ত্রী নয়, তাদের কথায় একটু কান পেতে বুঝতে পারলাম। এও জানলাম, দুজনে কোনো এক প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে। অফিসের অর্ডারে দুজনে খাগড়াছড়ি যাচ্ছে বিশেষ কোনো এক দায়িত্ব নিয়ে। দুই সিটের ফাঁক দিয়ে দেখলাম, তরুণটির হাত বারবার তরুণীর কোমল ডান হাতটি স্পর্শ করতে চাইছে। কোমল হাতটি তৎক্ষণাৎ সরে সরে যাচ্ছে।

> এই দুঃসময়ে সামনের চেয়ারের ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম, কোমল হাতটি আগ্রহী হাতটির কাছে আত্মসমর্পণ করে ফেলেছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কচিকণ্ঠগুলো নিস্তেজ হয়ে গেল। মা-টিও নিজেকে সংহত করতে পেরেছে। যুবক বাবাটি উল্টো দিকে মুখ ঘুরিয়ে কটমটে চোখে তাকিয়ে আছে।

চোখকে ধমক দিয়ে বললাম, তুই ওইদিকে তাকাচ্ছিস কেন? চোখ ভয় পেল খুব। তখন তখনই কোমল হাত আর আগ্রহী হাতের লুকোচাপা খেলা থেকে সরে এল চোখ!

বাইরে তাকিয়ে সুনীতাকে বললাম, 'দেখ গাছ-পাতার কী মধুর খেলা!'

সুনীতা চট করে আমার দিকে তাকাল, 'এই রুক্ষ শীতের সকালে তুমি গাছ-পাতার মধুর খেলা দেখলে কোথায়!'

প্রসঙ্গ থেকে সরে এলাম আমি, 'বললাম, খাগড়াছড়ি জার্নি তোমার কেমন লাগছে?'

'ভা...।' 'ল' বলার আগেই পেছন থেকে খক করে বিকট এক আওয়াজ হল।

এই খকের মাহাত্ম্য আমি বুঝতে পারলেও সুনীতা বুঝতে পারল না। এ যে বিবমিষার আওয়াজ! ঝড়জলের পূর্বাভাসের মত এ যে প্রচণ্ড বমির পূর্বসংকেত!

সুনীতাকে বললাম, 'মুখে দ্রুত মাস্ক লাগাও।' আমি মাস্ক পরে নিলাম।

এর মধ্যে তীব্র আওয়াজে প্রবল বমি শুরু হয়ে গেছে পেছনের সিটে। খক খক খুক! হোয়াক থু! গোঁ-গোঁ! হরেকরকম গা-গুলানো শব্দের ফাঁকে ফাঁকে বমির প্রচণ্ড তোড়।

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম, দুজনের সিটে চারজন বসেছে। স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের দুটো মেয়ে। একজন দশ-এগারো, অন্যটি ছয়-সাত। বমিকাণ্ড সুরুয়াত হয়েছে বড়টির মুখ দিয়ে। দাঁত-মুখ শক্ত করে সামনের দিকে যদ্দুর পারা

যায়, ঝুঁকে আমরা পিঠ বাঁচিয়ে যাচ্ছি। পেছনের বমিকাণ্ড তখন ধুদ্ধুমার বেগে সম্পন্ন হয়ে চলছে। ততক্ষণে এই পর্বে তিনজন অংশগ্রহণ করে চলেছে। মা, বড় মেয়ে, ছোট মেয়ে। যুবাপুরুষটি, যার এখনও দুটো কন্যার জনক হওয়ার বয়স হয়নি, অবিরাম বলে যাচ্ছে, চোখ বন্ধ কর, জানালার বাইরে তাকা, ফুঁদে ফুঁদে।
আগের দুটো কথা বুঝলেও বারবার 'ফুঁদে ফুঁদে' কথার মানে ধরতে পারছিলাম না কিছুতেই।
ধমক খাওয়ার ভয়ে এই কথাটির অর্থ যুবকটিকে জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে জাগলেও করিনি।

এই দুঃসময়ে সামনের চেয়ারের ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম, কোমল হাতটি আগ্রহী হাতটির কাছে আত্মসমর্পণ করে ফেলেছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কচিকণ্ঠগুলো নিস্তেজ হয়ে গেল। মা-টিও নিজেকে সংহত করতে পেরেছে। যুবক বাবাটি উল্টো দিকে মুখ ঘুরিয়ে কটমটে চোখে তাকিয়ে আছে।
আমাদের বাসটি যখন খাগড়াছড়ি শহরে পৌছাল, দুপুর গড়িয়ে গেছে তখন। খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজের সামনের রাস্তা দিয়ে শহরে ঢুকতে হয়। এই শহরে এর আগে আমি দু'বার এসেছি। প্রথমবার ছেলে প্রত্যুষকে নিয়ে। কোনো প্লান-প্রোগ্রাম ছাড়াই সেবার এই শহরে আসা। ক্লাস ফাইভে পড়ে তখন সে চট্টগ্রাম শহরের পাথরঘাটা এলাকার সেন্ট প্লাসিড্স হাই স্কুলে। একসময়, যখন ইংরেজরা এদেশ শাসন করত, এমনকি পাকিস্তানি আমল পেরিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার কিছু বছর পর পর্যন্ত, এই স্কুল ইংলিশ মিডিয়াম ছিল। পরে আধা-বাংলা, আধা-ইংলিশ মিডিয়াম হয়ে গেল স্কুলটি। পড়ানোতে আধেক বাংলা মিডিয়াম চালু হলেও স্কুলের কায়দাকানুন ইংলিশ ধাঁচেরই থেকে গেল। স্কুলের প্রধান শিক্ষকসহ অধিকাংশ শিক্ষক কনভার্টেড খ্রিষ্টান। ওদের গায়ের রং বাঙালির, মনের রং ব্রিটিশের। তাঁদের ভাষা ইংরেজি, চলনভঙ্গি ইংরেজের। ছাত্রদের ওঁরা ভালোবাসেন যেমন, শাসনও করেন কড়াভঙ্গিতে। শাসনে ধনী-দরিদ্র, প্রভাবশালী- এসবের তোয়াক্কা করেন না শিক্ষকরা। মানবতার অনেকটাই চর্চা হয় এই স্কুলে। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা খোলসা হবে।
প্রত্যুষ ছোটবেলায় খাটো ছিল। এখন পাচঁ ফুট এগারো ইঞ্চি। যাক, স্কুলের নিয়ম ছিল- জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার সময় উচ্চতায় খাটো যারা, তার লাইনের সামনে দাঁড়াবে। সেদিন সেভাবে দাঁড়িয়েছিলও প্রত্যুষ। পেছনে দাঁড়ানো তারই এক ক্লাসমেট, যে তার চেয়ে
লম্বা, প্রত্যুষকে বলল, 'তুই আমার পেছনে আয়। আমি তোর সামনে দাঁড়াব।' প্রত্যুষ রাজি হল না। এতে চটে গেল পেছনের ছেলেটি। ধাক্কা মেরে উপুড় করে ফেলে দিল প্রত্যুষকে। ওখানেই থামল না, জাত তুলে গালিও দিয়ে বসল একটা- 'ডোমের জাত, সর আমার সামনে থেকে।' পাঁচবছর একসঙ্গে পড়তে পড়তে ছেলেটি প্রত্যুষের পিতৃপরিচয় জেনে গিয়েছিল। ক্লাসমেটটির বাড়ি চট্টগ্রামে। ফলে এ অঞ্চলে জেলেকে যে 'ডোম' বলে জানা আছে তার। সেই সকালে মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল সে। জায়গাটা ছাড়েনি কিন্তু ঘটনাটি ঘটে গেছে শিক্ষকদের চোখের আড়ালে। কোনো শিক্ষকের কাছে কমপ্লেইন করেনি প্রত্যুষ। বাসায় এসে ব্যাপারটি জানিয়েছিল

আমায়। আমি তখন তখনই স্থির করলাম- বিষয়টি স্কুলকে জানানো উচিত। আমি জানি- স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মনকষাকষি, মারামারি- এসব হয়। ছোটখাটো বিষয়ে গার্জেনদের নাকগলানো উচিত নয়। কিন্তু প্রত্যুষের ব্যাপারটা যে সামান্য নয়! জাত তুলে গালাগালি! আজ একজনে গালি দিয়ে যদি পার পেয়ে যায়, পরে গোটা স্কুল প্রত্যুষের পেছনে লাগবে। এতে প্রত্যুষের জীবন হারাম হয়ে উঠবে।

পরদিন প্রত্যুষের সঙ্গে স্কুলে গেলাম আমি। সেন্ট প্লাসিড্স হাই স্কুলে একজন পানিশমেন্ট টিচার ছিলেন। তার গোটা নাম কেউ জানত না। সবাই তাঁকে 'সরকার স্যার' বলে জানত। বরিশালের লোক। কনভার্টেড খ্রিষ্টান। আমার অভিযোগ মনোযোগ দিয়ে শুনলেন তিনি। আমাকে বললেন, 'আপনি চলে যান স্যার। আমি দেখছি।'
পরে প্রত্যুষের কাছে শুনেছি, ছেলেটিকে তাঁর রুমে ডেকে এনে আচ্ছাসে পিটিয়েছেন সরকার স্যার। ক্লাসে নিয়ে গিয়ে প্রত্যুষের কাছে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করিয়েছেন। ক্লাসেই নাকি তিনি বলেছেন, 'এই স্কুলে মানুষকে ভালোবাসতে শেখানো হয়। জাতপাত তুলে গালি দিতে শেখানো হয় না।'
এই স্কুলে ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছে প্রত্যুষ। তার মধ্যে যদি সামান্য পরিমাণও মানববোধের স্ফুরণ ঘটে থাকে, তার সিংহভাগ এই স্কুলের বদৌলতে হয়েছে। এই স্কুলে আইনকানুন যেমন কড়া, তেমনি পড়ার চাপও খুব বেশি। কচিকচি বাচ্চাদের দিশে হারিয়ে ফেলার মত অবস্থা।
এরকম দিশেহারানোর কারণে কিনা জানি না, এক শুক্রবার অতিভোরে ঘুম থেকে উঠেই প্রত্যুষ বলল, 'বাবা আজ আমাকে কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাও।'

(চলবে...)

লেখক: : কথাসাহিত্যিক

কথা তো শেষ হয় না

মিয়া সালাহউদ্দিন

কথা তো শেষ হয় না
কী কথা তোমার সাথে?
তুমি জান না কী কথা?
কত কথা জমে আছে এই বুকের মাঝে
ভালোবাসা আছে, আছে বেদনা
বসন্তের গান তুমি শুনেছ?
শিশিরভেজা সকালবেলায় সূর্যটা উঁকি দেয়
নরম সোনারোদে অপরূপ লাগে তোমাকে
কি এমন আছে তোমার মধ্যে
আমি শুধু অপলক মনে তাকিয়ে থাকি
সন্ধ্যা নামে রাত বাড়ায়
রাতের আঁধারে বিছানায় সুখ সুখ খেলা করে।
তোমার হাতখানা আমাকে দাও
একটু ধরে দেখি-
ভালোবাসা ভালোবাসা সুখ পাই কিনা
অনন্তকাল ধরে আমি হেঁটে যাব
ভালোবাসা নামক মধুর শব্দটি ধরে।

অস্তিত্বের অ্যালবাম

সারমিন চৌধুরী

ক্রমশ ছেড়ে আসছি তোমার নগরী
পাষাণ বক্ষের লোমশ আকাঙ্ক্ষা নিলামে তুলে
দুচোখ সীমানার ঔদ্ধত্য পরাভূত করে
আমার নিজস্ব অস্তিত্বের অ্যালবামে।
কারও শিকড় আঁকড়ে পরগাছা না থেকে
মুক্ত নিঃশ্বাসে অগণন স্বাধীনতায় বাঁচি
আজ আমি পাহাড়ি দুর্বার ঝর্ণার জলরাশি
বাঁধনহারা নদীর বয়ে চলা কলতান!
সবুজ নিঃশ্বাসে সঞ্জিত করি আয়ুর পরিধি
ভাল থাকার ঔষধি এখানে বিরাজমান।

মাইলের পর মাইল পাড়ি জমানো,
দুঃস্বপ্নের আতঙ্কে নির্ঘুম রাত্রিযাপন করা
হারানোর ভয়ে কুঁকড়ে খাওয়া হৃদয় জমিন
বাঁচা মরার সংকটে নিদারুণ কাঁপা বুক
কী এক বাজে আবেগে ডুবে থাকা!
আসলে এগুলো সব ভিত্তিহীন মরিচীকা
মূলত একা আমরা সবাই ক্ষণিক অতিথি।

এই বরষায়

সুমন সরদার

এই বরষায় খইফোটা দিনরাত্রির কথা খুব মনে পড়ে
অসহ্য যন্ত্রণায় তখন কাতর ছিলাম
শুকনো আকাশে চেয়ে বলতাম, হে আকাশ জল দাও
জল এলে বরষায় সূর্যকে খুঁজে ফিরি প্রতিদিন
আমরা প্রকৃতি বুঝি না, শুধুই সান্ত্বনা খুঁজি!

এই বরষায় জলমাখা রোদ কদাচিৎ হাসে
ঘোমটা দেওয়া গাঁয়ের বধূর মত
কেবল তোমার শরীরটা ভালো নেই-
বিরহী চাঁদেরও ঝলমল আলো নেই
আমার মনটা তাই দুঃখের আগুনে জ্বলছে...

বৃক্ষের মত তোমার স্বভাব হলে ভালো হত
বৃষ্টিতে ভিজে দাঁড়িয়ে থাকলে বৃক্ষই হয়ে যেতে
তোমার সৌন্দর্যের শেষ সীমানায় অবগাহন করতে
মনটা বড়ই আনচান করে...

বরষার টানাবৃষ্টির ধ্বনি যেন ইন্দ্রের হাসি...
আপাতত এই হাসিতে অবগাহন ক'রে ক'রে
আমি বৃক্ষের মতন দাঁড়িয়ে থাকি-
তুমি একবার হলেও জানালা খুলে দেখে নিও...

মহররমের শিক্ষা ও বর্তমান প্রেক্ষাপটে এর প্রয়োজনীয়তা

মাওলানা মুফতি মোঃ ওমর ফারুক

অন্ধকার সবসময় থাকে না, রাত যত গভীর দিনের আলো ততবেশি অবশ্যম্ভাবী। রাত শেষে দিন, দিন ফুরিয়ে সপ্তাহ, মাস বছর এভাবেই প্রতি বছর ঘুরে ফিরে আসে হিজরি সনের প্রথম মাস মহররম। মহররম-এর শাব্দিক অর্থ পবিত্র, নিরাপদ, পাক-সাফ ইত্যাদি। এ মাসের ১০ তারিখ বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর নিকট অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি দিবস যা আশুরা নামে পরিচিত। আশুরা শব্দের অর্থ দশম বা দশতম দিন আধুনিক বিশ্বেও মহররম মাসে অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংঘঠিত হয়েছে। আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী বলেন, যেহেতু এ দিনটি মহররমের দশ তারিখ তাই একে মহররম বলা হয়। তিনি আরও বলেন, মহররমের দশ তারিখে দশ জন প্রসিদ্ধ নবিকে বিশেষ দশটি মোজেজা প্রদান করেছেন তাই এই মাসকে মহররম বলা হয়।

আশুরার ফজিলত ও গুরুত্বঃ

আশুরার দিনটি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকট অতীব গুরুত্ব ও মহত্বের দিন। এ দিনের গুরুত্ব ও ফজিলতের কথা একাধিক হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। তা হতে বিশেষ কয়েকটি উল্লেখ করা হল। হাদিস জগতের সুপ্রসিদ্ধ সাহাবি হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, রাসুল (সা:) বলেছেন, রমজানের পর শ্রেষ্ঠ সওম মহররমের সওম, আর ফরজ সলাতের পর শ্রেষ্ঠ সলাত, রাতের সলাত বা তাহাজ্জুতের সলাত *(সহিহ মুসলিম হাদিস ২৮১২)*। হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন, রাসুল (সা:) যখন মদিনায় আগমন করলেন তিনি আশুরার দিনে ইয়াহুদিদের সওম পালন করতে দেখলেন, তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন এটা কোন দিন যে তোমরা সওম পালন করছো? তারা উত্তরে বললেন, এটা সেইদিন যেদিন ফেরাউন ও তার দলবলকে নদীতে ডুবিয়ে মেরেছিলেন এবং মুসা (আ:) ও তাঁর জাতিকে রক্ষা করেছিলেন। তাই আমরা এদিনে সওম পালন করে থাকি। একথা শুনে রাসুল (সা:) বললেন, তোমাদের চেয়ে আমরা মুসা (আ:) এর অধিকতর ঘনিষ্ঠ। অতপর রাসুল (সা:) সওম পালন করলেন এবং অন্যদের সওম পালনের হুকুম দিলেন। (সহীহ মুসলিম হদিস ২৭১৪)

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে আশুরা:

আশুরা বা মহররম মাসের দশ তারিখে মহান আল্লাহ সুবহান ওয়াতায়ালা অগণিত অসংখ্য উল্লেখযোগ্য সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা ঘটিয়েছেন। ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র কা'বা শরিফ আক্রমণকারী আবরাহা বাহিনীকে এই মাসে ধ্বংস করেছেন। হযরত আদম (আ:) থেকে শুরু করে শেষ নবি মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ (সা:), এমনকি তাঁর দৌহিত্র ইমাম হোসাইন

(রা:) কারবালার প্রান্তরে সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল থেকে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। এমন করুণ ও হৃদয়বিদারক ঘটনা হতে পৃথিবীর সচেতন ও তৌহিদী জনতা আজও ইমানি চেতনায় উজ্জীবিত হয়। নিম্নে বিশেষ কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হল:

(ক) হযরত মুসা (আ:) ও তাঁর উম্মাহসহ সকলকে সম্মানিত করা, মুক্তি দেওয়া এবং ফেরাউন ও তার দলবলকে অপমানিত অপদস্থ করে সাগরে ডুবিয়ে মেরেছেন এই মাসের দশ তারিখে।
(খ) হযরত নুহ (আ:) ও তাঁর অনুসারীদেরকে মহাপ্লাবন থেকে রক্ষা করেছেন এই আশুরাতে।
(গ) হযরত ইউনুস (আ:)-কে মাছের পেট থেকে নিরাপদে সুস্থ-সবল অবস্থায় মুক্ত করেছেন এই মাসে।
(ঘ) ইউসুফ (আ:)-কে কূপ থেকে উদ্ধার করেছেন এই আশুরাতেই।
(ঙ) হযরত ঈসা (আ:) এর জন্মগ্রহণ ও আকাশে উঠিয়ে নেওয়ার বিস্ময়কর ঘটনা এই আশুরাতেই সংঘটিত হয়েছে। এইদিনেই নমরুদের আগুন থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আ:)। পৃথিবীর ইতিহাসের নিকটতম ইতিহাস ইমাম হোসাইনের শাহাদাত, যা দুনিয়াবাসীর নিকট আজও স্মরণীয় হয়ে আছে।

মহররম মাসে করণীয় :

রাসুল (সা:) ও সাহাবা-ই-আজমাইনদের জীবনী থেকে দিবালোকের ন্যায় প্রতীয়মান হয় যে, মহররম মাসে ২টি রোজা রাখা অত্যন্ত ছাওয়াবের কাজ, পূণ্যের কাজ। হযরত আলী (রা:) বলেন, এক ব্যক্তি রাসুল (সা:)-কে জিজ্ঞাস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল রমজানের রোজার পর আপনি আমাকে কোন রোজা রাখার আদেশ করেন? রাসুল (সা:) বলেন, আশুরার রোজা। (মহররম মাসের নয়-দশ অথবা দশ-এগার তারিখের রোজা)। যেমন আশুরা প্রসংগে রাসুল (সা:) বলেছেন, আমি যদি আগামী বছর বেঁচে থাকি তাহলে অবশ্যই নয় তারিখ রোজা রাখব ।

বিশ্ব প্রেক্ষাপটে মহররমের প্রয়োজনীয়তা:

সত্য, ন্যায়, সঠিক ও সরল পথে চলতে হলে জীবনের প্রতিটি ধাপে জ্ঞানের আবশ্যকতা অতীব জরুরি, ইতিহাস-ঐতিহ্য জানা ব্যতীত কেহ সঠিক পথের দিশা পায় না; বিশেষ করে মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সা:) ও তাঁর অনুসারীদের জীবনীতে রয়েছে মানবজাতির জন্য উত্তম নমুনা বা মডেল। যেমন, পৃথিবীর প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ:) হতে শুরু করে ইমাম হোসাইন (রা:)-এর কারবালার শাহাদতের মাধ্যমে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে অন্যায় অবিচার জুলুম নিপীড়নে কখনও খোদাভীরু ইমানদার নীরব থাকতে পারে না, নীরব নিশ্চুপ থাকার কোন সুযোগ নাই। হযরত ইমাম হোসাইন তাঁর পরিবারের সকল সদস্যদের শাহাদতের মাধ্যমে তিনি বিশ্বের দরবারে উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে আছেন। ইতিহাস সাক্ষী- তিনি কোন পদ-পদবির জন্য নয়, অঢেল সম্পদ পাওয়ার মানসে নয়, বরং ইসলামি রীতিনীতি বাদ দিয়ে ইয়াজিদের মনগড়া খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। আজও পৃথিবীর বহুদেশে ইয়াজিদের উত্তরসূরীরা ঠিক একই কায়দায় নিরীহ মানুষের উপর অন্যায় অবিচার করে চলছে। অতিসম্প্রতি ফিলিস্তিনের মুসলমানদের উপর ইজরাইলের অমানবিক ও পৈশাশিক হামলা, শিশু-নারীসহ যে গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে তা বিশ্বমানবতা ও মনুষ্যত্বের জন্য কলঙ্কময় জঘন্যতম এক ইতিহাস স্থাপন করেছে। অথচ জাতিসংঘ, ওআইসি বিশ্ব মানবাধিকার সংস্থা বিশ্ব মোড়লেরা ফিলিস্তিনের সাধারণ মানুষের পক্ষে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারেনি। অনেকক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা হাস্যকর। মিয়ানমারের মুসলমানদের উপর অং সাং সুচির জুলুম অত্যাচার নিপীড়ন ও গণহত্যা কারবালার হত্যাযজ্ঞের চেয়ে হাজার গুণ বেশি মারাত্মক অপরাধ করে পৃথিবীর আলো-বাতাসকে দূষিত করেছে।

মহররমের শিক্ষা:

মহররম শব্দের শাব্দিক অর্থ যেমন পবিত্র, নিরাপদ, পাক-সাফ ত্রুটিহীন, সুন্দর সাবলীল ইত্যাদি। তদ্রূপ এ মাসের মাধ্যমে মহান আল্লাহতায়ালা তাঁর বান্দাদেরকে কলুষমুক্ত জীবন যাপনের মাধ্যমে পাক-সাফ রেখে জান্নাতের উপযোগী করে গড়ে তোলাই উদ্দেশ্য। ঝগড়া মারামারি-হানাহানি কোন মানবতা মনুষ্যত্বের কাজ নয়। এসব করে যেমন সমাজে কোন শান্তি-শৃঙ্খলা আশা করা যায় না, তদ্রূপ সন্ত্রাস জংগিবাদ, জুলুম অত্যাচার, জবর দখল, ক্ষমতার অপব্যবহার এসব অন্যায় কাজগুলো বন্ধ করতে না পারলে সেই সমাজ বা দেশে মানুষের ন্যায্য অধিকার বলতে কিছু বাকি থাকে না। তাই মহান আল্লাহতায়ালা সাধারণভাবে সকল মানুষকে বিশেষভাবে সমাজের অধিপতি সমাজপতিদেরকে আদেশ করেছেন- তোমাদের মাঝে যাদেরকে আমি ক্ষমতা বা দায়িত্বের আসনে সমাসীন করি তাদের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে চারটি কাজ করা (ক) সৎ কাজের আদেশ জারি করা ও বাস্তবায়ন করা (খ) অসৎ অন্যায় কাজের নিষেধ করা (গ) নামাজ কায়েম করা (ঘ) যাকাত আদায় করা (সুরা হজ, আয়াত ৪১)। উল্লেখিত ৪টি মৌলিক কাজের মাধ্যমে গোটা সমাজব্যবস্থাকে ইনসাফভিত্তিক সমাজ কায়েমের রোল মডেল হিসাবে গ্রহণ করতে পারলেই মহররমের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন সহজ ও সম্ভব হবে এবং সমাজ হতে সকল প্রকার মন্দ কাজ, অশ্লীলতা, বেহায়াপনাসহ সব ধরনের অন্যায় দূর করা সম্ভব হবে । বিশ্বব্যাপী যে দাঙ্গামা-হাঙ্গামা চলছে তা হতে বাঁচতে হলে মহররমের শিক্ষাকে কাজে লাগাতে হবে। তবেই দেশ-জাতি, গোটা বিশ্বের মানুষ শান্তিতে বসবাস করতে পারবে ইনশাআল্লাহ্।

লেখক: কলামিষ্ট ও ইসলামি চিন্তাবিদ

রবীন্দ্রনাথ সবসময়ের

সাধন ঘোষ

এক

১৯২৪ সালে চীন ভ্রমণকালে সাংহাইতে প্রদত্ত প্রথম ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "I say that a poet's mission is to attract the voice which is yet inaudible in the air; to inspire faith in the dream, which is unfulfilled; to bring the earliest tiding of the unborn flower to a sceptic world." সারাজীবনের সাধনায় এ কাজটিই করেছেন রবীন্দ্রনাথ। আর তাই জন্মের এতগুলো বছর পরেও কেবল বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নয়, সমগ্র বিশ্বপরিস্থিতির প্রেক্ষিতে তাঁর চৈতন্য ও সৃষ্টি শুধু ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেয় না- পথ দেখিয়ে দেয়, কেবল অশ্রুত কণ্ঠস্বরকে বাতাস থেকে টেনে আনে না- তাকে উচ্চগ্রামে তুলে দেয়, সকল প্রতিকূলতার মধ্যে অন্তরতলে জাগিয়ে তোলে 'প্রাণ অফুরাণ' ছড়িয়ে দেবার শক্তি।

বাঙালি জাতির অস্তিত্ব ও অগ্রগামিতার ইতিহাসের সাথে রবীন্দ্রনাথের সংলগ্নতার আকর এই শক্তি। এ শক্তিকে ভরকেন্দ্রে রেখে প্রাণবন্ত হতে পারে পৃথিবীর যেকোন প্রান্তের, যেকোন বর্ণের যেকোনো মানবগোষ্ঠী। বাঙালি জাতীয় চেতনা স্পন্দিত রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে, বাঙালির আত্মপরিচয় সন্ধানের মুখর প্রহর প্রদীপ্ত রবীন্দ্র-আলোকের ঝরনাধারায়। বাঙালির মুক্তিসংগ্রামে আত্মদানের সংকল্প স্পর্ধিত রবীন্দ্রনাথের উদ্দীপন- সংগীতে। এর পাশাপাশি জাতিতত্ত্বকে তিনি মেলাতে চেয়েছেন আন্তর্জাতিকতার বিশালতায়, 'মনুষ্যত্বের প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে' বলেছেন অপরাধ (সভ্যতার সংকট), মানুষকে ডাক দিয়েছেন বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রাণময়- প্রাঙ্গণে। তাঁর রাজনৈতিক- দর্শন, সমাজচিন্তা, সমকাল-ভাবনা বা স্বদেশ-অন্বেষা- সবকিছুর অনুঘটক এসব মানবিক প্রত্যয়। কালান্তরের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ আজও তাই কেবল প্রাসঙ্গিকই নন, অবলম্বনও। মানব সভ্যতার সুদীর্ঘ সঙ্কটময় যাত্রাপথে রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠেন বিশ্বমানবের বিবেক।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের রবীন্দ্রনাথ-কে উদ্দেশ্য করে লেখা কবিতায় এ কথারই প্রতিধ্বনি-

"কণ্ঠ তোমার পার হয়ে গেল
সাত সমুদ্র তেরো নদী
চীন থেকে পেরু গেল সে কণ্ঠ
মেরু থেকে মেরু সীমাবধি।"

দুই

আজীবন রবীন্দ্রনাথ সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, আগ্রাসন, যুদ্ধ, বর্ণবিদ্বেষ প্রভৃতির বিরুদ্ধে ছিলেন আপোষহীন ও প্রতিবাদী। তাঁর প্রবন্ধ, কবিতা, গান আর বক্তৃতায় অজস্র উদাহরণ আছে সংক্ষোভের ও প্রতিবাদের। সেসব প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ প্রাসঙ্গিক আজকের বিশ্বেও।

পঁয়ষট্টি বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ যখন লিখেছিলেন,

"হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব;
ঘোর কুটিল পন্থ তার, লোভজটিল বন্ধ।"

ততদিনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে, ফ্যাসিবাদের নির্মম চেহারা স্পষ্ট হয়ে গেছে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর ভয়ঙ্কর লোভ এবং দম্ভ চেপে বসেছে দুর্বলের উপর প্রবল হয়ে। রবীন্দ্রনাথ তখনই উপলব্ধি করেছিলেন, "লোভের ক্ষুধা সব জায়গায় সমান করে ভরবে না, পাপের ছিদ্র নানা জায়গায় থেকে যাবে; হঠাৎ একদিন ভরাডুবি হবে।" (বাতায়নিকের পত্র)। হয়েও ছিল তাই। ইতালিতে মুসোলিনির নেতৃত্বে ফ্যাসিজমের উত্থান, জাপানের চীন আক্রমণ, জার্মানিতে হিটলারের নেতৃত্বে নাৎসিদের উত্থান, ইতালির ইথিওপিয়া (আবিসিনিয়া) দখল, জার্মানির চেকোস্লোভাকিয়া দখল ও পোল্যান্ডে আক্রমণ এসব পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কাকে সত্য প্রমাণিত করে শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ১৯৩৯-এ। রবীন্দ্রনাথ এরপর জীবিত ছিলেন মাত্র দু'বছর।

বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের এই উন্মত্ততা, মানবিক মূল্যবোধের এই অন্তহীন অবক্ষয় রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত করেছিল, করেছিল সংক্ষুব্ধ ও প্রতিবাদী। ইতালির ইথিওপিয়া আক্রমণের প্রেক্ষিতে তিনি 'আফ্রিকা' কবিতায় ধিক্কার জানালেন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আগ্রাসন ও লুণ্ঠনের। "সভ্যের বর্বরলোভ"-কে জানালেন ভর্ৎসনা। স্পেন ও চীনে ফ্যাসিস্টদের আক্রমণে তীব্র ক্ষোভ জানিয়ে লিখলেন-

"নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস,
শান্তির ললিতবাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস-
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে"। (১৮ সংখ্যক: প্রান্তিক)

একই দিনের (২৫ ডিসেম্বর, ১৯৩৭) আর একটি কবিতা-

"মহাকাল সিংহাসনে-
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী নারীঘাতী
কুৎসিত বীভৎসা-' পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন
নিত্যকাল রবে যা স্পন্দিত, লজ্জাতুর ঐতিহ্যের
হৃদস্পন্দনে, রুদ্ধকণ্ঠ ভয়ার্ত এ শৃঙ্খলিত যুগ যবে
নিঃশব্দে প্রচ্ছন্ন হবে আপন চিতার ভস্মতলে।"
(১৭ সংখ্যক কবিতা: প্রান্তিক)

তিন

১৯২৫ সালে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "আজ মুনাফার আড়ালে মানুষের জ্যোতির্ময় সত্য রাহুগ্রস্থ। মানুষের ফুল-ওঠা পকেটের তলায় মানুষের চুপসে- যাওয়া হৃদয় পড়েছে চাপা। সর্বভূক, পেটুকতার এমন বিকৃত আয়োজন পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোনদিন এমন কুৎসিত আকারে দেখা দেয়নি।" (পশ্চিম-যাত্রার ডায়রি, যাত্রী)। রবীন্দ্রনাথের নিজের কালের এ সত্যটি এ কালেরও সত্য। সমগ্র মানবসভ্যতা আজ ধন-সম্পদের পরাশ্রিত। বিশ্বজুড়ে আজ যে যুদ্ধ, রক্তপাত, আগ্রাসন- সবকিছুর পেছনের উদ্দেশ্য এই মুনাফা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর পরপরই যুদ্ধের কারণ নির্ধারণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন-

"সম্প্রতি পৃথিবীতে বৈশ্যরাজক যুগের পত্তন হইয়াছে। বাণিজ্য এখন আর নিছক বাণিজ্য নহে, সাম্রাজ্যের সঙ্গে একদিন তার গান্ধর্ব বিবাহ ঘটিয়া গিয়াছে।

একসময়ে জিনিসই ছিল বৈশ্যের সম্পত্তি, এখন সানুষ তার সম্পত্তি হইয়াছে। ইহাতে পৃথিবীর ইতিহাসে সম্পূর্ণ একটা নূতন কাণ্ড ঘটিতেছে - তাহা এক দেশের উপর আর এক দেশের রাজত্ব এবং সেই দুই দেশ সমুদ্রের দুই পাড়ে ।

এত বড়ো বিপুল প্রভুত্ব জগতে আর কখনো ছিল না।" (লড়াইয়ের মূল)

এ যেন বর্তমান বিশ্বের প্রতিচ্ছবি। কেবল পাল্টেছে স্থান-কাল-পাত্র। আজ এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা, ইউরোপের কোনো অংশে যুদ্ধের নামে যে হত্যাযজ্ঞ চলছে, মানুষ মানুষে যে বিভেদ সৃষ্টি করা হচ্ছে, পৃথিবীর ইতিহাসে তার নজির নেই। আজ -

"ক্ষুব্ধ যারা, লুব্ধ যারা,
মাংসগন্ধ মুগ্ধ যারা, একান্ত আত্মার দৃষ্টিহারা
শ্মশানের প্রান্তচর, আবর্জনাকুণ্ড তব ঘেরি
বীভৎস চীৎকারে তাঁরা রাত্রিদিন করে ফেরাফেরি,
নির্লজ্জ হিংসায় করে হানাহানি;
শুনি তাই আজি
মানুষ-জন্তুর হুহুঙ্কার দিকে উঠে বাজি।" (জন্মদিন: সেঁজুতি)

কোথাও ধর্মকে অস্ত্র বানিয়ে, কোথাও একনায়কত্ব উৎখাতের জিগির তুলে, কোথাও সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে, কোথাও বিশ্বনিরাপত্তার রক্ষক সেজে, অল্পসংখ্যক সমৃদ্ধ-শক্তি যুদ্ধ ও হত্যার বিভীষিকা চাপিয়ে দিচ্ছে বৃহদাংশিক দুর্বল দেশগুলোর উপর। উদ্দেশ্য একটাই বৈশ্যরাজকতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, সম্পদের সকল অধিকার আপন কব্জায় নিয়ে আসা। আজ যে মধ্যপ্রাচ্যের মানুষ জীবন বাজি রেখে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ইউরোপমুখী হচ্ছে, মানুষ ধর্মের দোহাই তুলে হত্যা করছে সমগোত্রীয়কে, একাধিক পরাশক্তির স্বার্থসিদ্ধি ও দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াইতে যে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছে ফিনিশীয় ও আসিরীয় সভ্যতার লালনভূমি, তার মূলে রয়েছে কর্তৃত্ব আর সম্পদের অন্যায় লোভ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভার্সাই সন্ধি এবং শান্তিচুক্তি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলেছিলেন, এ প্রসঙ্গে তা স্মরণযোগ্য, "লোভে কোথাও বাধা পেতে চায় না। সেইজন্যে যে নীচে আছে তাকে চিরকালই নীচে চেপে রাখতে চায়, এবং যে প্রবল হয়ে ওঠবার লক্ষণ দেখাচ্ছে তাকে অকল্যাণ বলেই গণ্য করে। কর্মিক ধনিকদের মধ্যে যে অশান্তি তারও কারণ লোভ, একরাজ্য অন্যরাজ্যের মধ্য যে-অশান্তি তারও কারণ লোভ, আবার রাজা ও প্রজার মধ্যে যে অশান্তি তারও কারণ লোভ।" (বাতায়নিকের পত্র)

চার

আজকের বাংলাদেশের হৃদয়ের মধ্যেও লোভের তাড়না মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে। এই অনুচিত প্রবৃত্তি জন্মলগ্নের বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতিকে বিনষ্ট করবে। শাসনে, বরণে এর প্রতিকার অসম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন আত্মশক্তির জাগরণ, আত্মমুক্তির অন্বেষণ।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, শুভে-অশুভে স্থাপিত পৃথিবীর পাদপীঠ, এখানে ক্ষতচিহ্ন-লাঞ্ছিত মানুষের জীবনপ্রবাহ। মানুষ এখানে পরাধীন যেমন প্রবাহমান সময়ের প্রতাপের কাছে, তেমনি আপন অন্তরের দীনতার কাছে। মুক্তির আকাঙ্ক্ষা যতক্ষণ অন্তরের মধ্য থেকে না আসে, ততক্ষণ মুক্তি থেকে যায় অনায়ত্ত। অন্তর্গত দীনতাকে অতিক্রম করে তবেই বাইরের প্রতাপকে অস্বীকার করার শক্তি অর্জন সম্ভব। তাই তিনি মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন, আত্মবোধনের-আত্মমুক্তির। রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতিসত্তাকে চিনিয়েছিলেন, আত্ম-আবিস্কারের পথ দেখিয়েছিলেন। আজ যখন সংকট কড়া নাড়ছে, তখনও তিনিই দিতে পারেন উত্তরণের নবতর দিশা। আজ বিশ্বের সকল বর্ণের, সকল ধর্মের, সকল শ্রেণির, সকল সমাজের মানুষের সমস্বরে উচ্চারণ করবার সময় এসেছে-

"হে চিরকালের মানুষ, হে সকল কালের মানুষ,
পরিত্রাণ করো
ভেদচিহ্নের তিলক-পরা
সংকীর্ণতার ঔদ্ধত্য থেকে।
(১৫ সংখ্যক কবিতা: পত্রপুট)

লেখক: শিক্ষাবিদ, রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ও গবেষক

রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিনীত নিবেদন

রবীন্দ্র গোপ

তোমার নামের অংশ নিয়েছি বলে রাগ করনি তো কবি
বিশ্বাস কর আমার তেমন ইচ্ছে ছিলো না
আকাশকে যেমন চাঁদ ছাড়া ভালো মানায় না
তেমনি একটু আকাশের রবি নিয়ে নাম রেখেছি নিজের নামে
ইন্দ্র ক্ষেপে গিয়ে দেবতার আসন ছেড়েই বসলো নামের ঘরে।

এভাবে তোমার নাম থেকে আংশিক পেয়ে আমি ধন্য
আর নাথ এবং ঠাকুর চরণে জানাই জন্মদিনের প্রণাম।
রবীন্দ্রনাথ আমার বিনীত নিবেদন আমার প্রণাম নিও
আমার নামটিকে তুমিই করেছো উজ্জ্বল রবি
আমি শুধু খসে যাওয়া পলেস্তারা চুনকাম করে ধরে রেখেছি
একটু আধটু নিজস্ব শব্দের চাষাবাদে নিজস্ব নিয়মে
আমার সোনার বাংলাকে তুমিই তো শিখিয়েছো ভালোবাসতে।

ধনধান্যে পুষ্পে পুষ্পে আবার জেগে উঠেছে বাঙলা আমার
রবি করোজ্জ্বল উদিত মঙ্গল আলোকে ধূপদ্বীপে
শস্য-শ্যামল বাঙালির বিজয় উৎসবে বারবার তুমি
যাত্রাপথে জয়রথে অমৃতে অঞ্জলি করেছো পূর্ণ।

রবীন্দ্রনাথ আমার বিনীত নিবেদন, আমাদের আশীর্বাদ কর
তোমারি মধুর সঙ্গীতে বারবার উজ্জীবিত হয়েছি আমরা
মৌন বনরাজি জেগে ওঠে হরিণীর চঞ্চল পায়ে
তোমার নামেই পদ্মাবুকে জাগে উত্তাল তরঙ্গ।

শঙ্খচিল তালে তালে উড়ে উড়ে মাছের নাচের দৃশ্য দেখে
কবি রবি, তোমার পদ্মাবোটে আবার আমরা তুলেছি পাল
তুমি তো গুরু আগ্‌ঙহোক তোমার, জয়যাত্রা হোক এবার শুরু
তোমার নামের অংশ নিয়েছি বলে তুমি রাগ করনি তো গুরু।

বৃষ্টি-ফুল

জ্যোতির্ময় সেন

শ্রাবণের চোখে জল মেঘের কোলাহল ফুটছে ঝমঝম বৃষ্টি-ফুল,
যৌবনা বর্ষার সঘন অভিসার ঝুলছে শীকরের কর্ণ-দুল!
বিদ্যুৎ চমকায় গোপন ইশারায় কুন্দ-কেয়া-যূথী দোদুল বন,
দূরে মেঘমল্লারে নূপুর ঝংকারে পেখম খুলে নাচে ময়ূরী মন।
অশান্ত জলধারা চপল দিশেহারা ছন্দে এঁকেবেঁকে সামনে ধায়,
আঁধারের চাঁদোয়ায় সূর্য ঢেকে যায়, বজ্রনির্ঘোষ অগ্নি-ঘায়।
চাতকের প্রাণে সুখ তৃষ্ণাহারা বুক কণ্ঠে নেই সুর 'ফটিক জল',
বিরহিণী পতিমতী কাব্য-কলাবতী, প্রোষিতভর্তৃকা অচঞ্চল।
রামগিরি ছেড়ে এসে ছুটবে অবশেষে সুদূর অলকায় যক্ষদূত,
পাহাড়ের মুখ চুমি' ভিজাবে মরুভূমি মজবে প্রেমরসে পঞ্চভূত।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী মাইকেল মধুসূদন দত্ত

ড. মো. মেহেদী হাসান

এক.

মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) জন্মদ্বিশতবর্ষ চলছে। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক কবি হিসেবে স্বীকৃত। আদতে তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী। ইউরোপের রুচি তিনি গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু তাঁর কালের অন্যদের মত নিঃশঙ্কোচ আনুগত্য প্রকাশ করেননি ঔপনিবেশিকতায়। অথচ ব্রিটিশ-ঔপনিবেশিক পরিবেশে তাঁর আবির্ভাব ও প্রকাশ। বলা যায়, ঔপনিবেশিক বাস্তবতার সাহিত্য- রুচি-সংস্কৃতি আর আধিপত্য তাঁর চিন্তার শক্তি যুগিয়েছিল। তাঁর সমসাময়িক বা সামান্য আগের ইউরোপীয় কবিদের তালিকা করলে একটা বিষয় চোখে পড়ে। উদাহরণ হিসেবে শার্ল বোদলেয়ার (১৮২১-৬৭), আর্তুর র‍্যাঁবো (১৮৫৪-৯১), মালার্মে (১৮৪২-৯৮) কিংবা ইংরেজি সাহিত্যের বিখ্যাত রোমান্টিকরা পিবি শেলি (১৭৯২-১৮২২) জন কিটস (১৭৯৫-১৮২১) ব্রাউনিং (১৮১২-৮৯) এর নাম নেওয়া যেতে পারে। এঁদের মধ্যে ফরাসিরা বাংলা কবিতায় রবীন্দ্র-পরবর্তী আধুনিক বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৪), বিষ্ণু দে (১৯০৯-৭১), সুধীন্দ্রনাথ দত্তদের (১৯০১-১৯৬০) প্রভাবিত করেছেন। আর ইংরেজির সাহিত্যের 'দুকুলপ্লাবি' রোমান্টিকেরা রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করলেও মাইকেল এঁদের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন বলে জানা যায় না। মাইকেলের যে বছর জন্ম বায়রনের (১৭৮৮-১৮২৪) সে বছর মৃত্যু হয়। বায়রন মাইকেলের প্রিয় কবি ছিলেন। অথচ সেকালে অন্য রোমান্টিকদের প্রতি তাঁর আগ্রহের কথা শোনা যায় না। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত 'কাব্যের মুক্তি' প্রবন্ধে 'বিশ্বভ্রমাণ্ড' ঘুরে ঘুরে বীজ সংগ্রহ করে 'কবিতার কল্পতরু' জন্মানোর কথা বলেছেন। তিনি মনে করতেন, বিশ্বভ্রমাণ্ড ঘুরে ঘুরে বীজ সংগ্রহ না করলে কবিতার কল্পতরু জন্মাবে না। এটাকে তিনি আধুনিকতার শর্ত মেনেছেন। সে প্রবন্ধটিতে আধুনিক হবার জন্যে আর যা যা হতে হবে বলেছেন তার কিছুই মাইকেলে পাওয়া যায় না, পাওয়ার কথাও নয়। তবে এ প্রবন্ধটিকে বাংলা কবিতার আধুনিকতার ম্যানিফেস্টো হিসেবে গ্রহণ করলে বলা যায় রবীন্দ্রনাথসহ মাইকেল কেউ আধুনিক নন। নীরদচন্দ্র চৌধুরী রবীন্দ্রনাথে আধুনিকতার চূড়ান্ত সমুন্নতি দেখেছেন। তারপর অবক্ষয় হয়েছে বলে রায় দিয়েছেন। আনিসুজ্জামান বলেছেন ইংরেজের ইতিহাসের আদলে বাংলার সাহিত্যের ইতিহাসের যুগবিভাগ হওয়ায় এটা ঠিক ঠিক খাপ খায় না বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে। সে হিসেবে আধুনিকতা নিজের পাকের মধ্যে ডুবে যাওয়া গোলমেলে বিষয়। মাইকেল তাঁর সময় ও জায়গার ইউরোপ থেকে বীজ সংগ্রহ করেননি। মাইকেল বাংলা সাহিত্যে প্রথম আধুনিকের অভিধা পেলেও তিনি ইংরেজদের অনেক আগের সাহিত্য থেকে উপকরণ নিয়েছেন। ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসনের সিলেকশনস ফ্রম দি ব্রিটিশ পোয়েটস (১৮৪০) গ্রন্থে চসার থেকে টেনিসন (১৮০৯-৯২) পর্যন্ত স্থান পেয়েছিল। ছাত্রকালে তাঁর ইউরোপীয় সাহিত্যরুচি গড়ে তুলতে এ-সংকলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ-সংকলনে অব্রিটিশ ইউরোপীয় সাহিত্যিকদের ইংরেজি রচনার অনুবাদও ছিল। এর অর্থ মাইকেল চাইলে সেসময়কার কবিদের পড়তে পারতেন।

এ বছর মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মদ্বিশতবর্ষ। বাংলা সাহিত্যের নতুর যুগের প্রর্বতক তিনি, প্রথম আধুনিক কবি তিনি। কবিকে জানাই জন্মদ্বিশতবর্ষ উপলক্ষ্যে অভিনন্দন ও শ্রদ্ধা।

মাইকেলের আগ্রহ ছিল মোটাদাগে আরও পুরনোদের প্রতি। ইংরেজি সাহিত্যের নিও-ক্লাসিকদের (১৬৬০-১৭৯৮) কালের সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর প্রধান সখ্য। জন মিল্টন (১৬০৮-৭৪) তাঁর প্রধান পছন্দের কবি। সেদিক থেকে মাইকেল আধুনিক নন মোটেও, অন্তত পশ্চিমা

যে সাহিত্য থেকে মাইকেল নিয়েছেন, তা পশ্চিমের আধুনিক সাহিত্য নয়। আরও পরে মাইকেল যখন ইংল্যান্ড আর ফ্রান্স মিলে বসবাস করেছেন প্রায় আট বছর, তখনও তিনি ইতালির পেত্রার্ক (১৩০৪-৭৪) থেকে নিয়েছেন সনেটের ধারণা। কিন্তু ইউরোপের আধুনিকদের প্রতি আগ্রহ দেখাননি। নিও-ক্লাসিকদের থেকে নিয়ে মহাকাব্য লিখে মাইকেল হলেন বাংলার আধুনিক। এটা সোনার পাথরবাটি মাত্র। তাঁর জন্মের দু'শ বছর পর মাইকেলকে আমরা স্মরণ করছি বাংলা সাহিত্যের ইউরোপীয় ঘরানার আধুনিক হিসেবে। পাশ্চাত্য থেকে তিনি যা নিয়েছেন তা মধ্যযুগের পাশ্চাত্য, আধুনিকের নয়। তাহলে কি আমাদের বলতে হবে পাশ্চাত্যের মধ্যযুগ মানে আমাদের আধুনিক? পাশ্চাত্যের সাহিত্যের ইতিহাস বিভাজনের কায়দায় আমাদের ইতিহাস বিভাজন কোনো কাজের কিছুই নয়।

দুই.

দু'শ বছর পরও বাংলা সাহিত্যে কারও কারও কাছে মাইকেল স্মরণীয়-বরণীয়, আবার কারও কারও কাছে অস্বস্তিত্বজনিত উপেক্ষার শিকার। এর প্রধান কারণ 'আর্য-রামায়ণে'র অর্থ পাল্টে দিয়েছিলেন তিনি। অন্যায় কাপুরুষিত যুদ্ধে লক্ষ্মণের কাছে মেঘনাদকে হারিয়ে রাবণ গর্জে উঠেছিল। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র নবম বা শেষ সর্গে সন্তান হারানো পিতার শোকের মাতমে বীরত্বের জায়গা দখল করে রাবণের অসহায়ত্ব। রাবণ বলে, 'কহ শীঘ্র! প্রাণদান পাইল কি পুনঃ/ কপট-সমরী মূঢ় সৌমিত্রী? কে/ জানে / অনুকূল দেবকুল তাই বা করিল!/ অবিরাম স্রোতে বাঁধিল কৌশলে/ যে রাম; ভাসিল যিলা যার/ মায়াতেজে।' রবীন্দ্রনাথ অনেক উদাহরণ টেনে মাইকেলের এই রাবণকে স্ত্রীসুলভ বলে মত দিয়েছিলেন। আর রামকে 'আর্য-রামায়ণে'র প্রক্ষাতি থেকে সরিয়ে দুর্বল করে অনেকটা ভিলেনসুলভ করে তোলায় রবীন্দ্রনাথের যত আক্ষেপ: 'রামায়ণের নায়ক মহাবীর রাম মেঘনাদবধ কাব্যের কবি তাঁহার এ-কী দুর্দশা করিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রে তিলমাত্র উন্নত-ভাব অর্পিত হয় নাই, এরূপ পরমুখাপেক্ষী ভীরু কোনকালে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় নাই।' রবীন্দ্রনাথের দুটো মূল্যায়নই সীমিত অর্থে যথার্থ। মাইকেল রামকে এমন করেই তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তরুণ রবীন্দ্রনাথের পছন্দ হয়নি এই যা। এ-বিষয়ে এখানে কথা বলার পরিসর কম।

প্রশ্ন হল, রাবণ চরিত্রের এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ধারণা মাইকেল কোথায় পেয়েছিলেন? এটা মাইকেলের স্বকীয় উদ্ভাবন? নিশ্চয়ই নয়। মাইকেল ১৮৪৭ থেকে ১৮৫৬ এ আট বছরের কালপর্বে মাদ্রাস ছিলেন। মাইকেলের রাবণ সেখান থেকে সংগৃহীত হয়েছিল বলে আমাদের ধারণা। ভারতের দক্ষিণের (কর্ণাটক) কবি ও গবেষক এ কে রামানুজন (১৯২৯-৯৩)। তিনি দেখিয়েছেন ভারতের দক্ষিণ অংশে তিনশর মত রামায়ণের ভাষ্য পাওয়া যায়। সেগুলো থেকে তিনি ৫টি রামায়ণ বাছাই করে দেখিয়েছেন গল্পগুলো নানানভাবে বদলে গেছে। যেমন, 'রামায়ণের জৈন গল্প হিন্দু মূল্যবোধ বহন করে না। ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতি রাবণকে অপদস্থ (maligned) করেছে, তাকে ভিলেন বানিয়ে ছেড়েছে'। ২০১১ সালে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় এ. কে. রামানুজনের প্রবন্ধ 'থ্রি হান্ড্রেড রামায়ণস: ফাইভ অ্যাকজাম্পলস অ্যান্ড থ্রি থটস অন ট্রান্সলেশন' প্রবন্ধটি পাঠ্য তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেয়। এ থেকে বোঝা যায় সংস্কৃত রামায়ণের বিপরীতে দক্ষিণের রামায়ণগুলোর অস্তিত্ব এখনও ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির অস্বস্তির কারণ হয়ে আছে। মাইকেল জন্মদ্রোহী একজন মানুষ। এ রামায়ণগুলো থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন বলে মনে করা যায়। স্বাভাবিকভাবে ব্রাহ্মণ্যরামায়ণের প্রবল চাপে মাইকেলও পড়েছেন। বাংলা সাহিত্যের প্রথম 'আধুনিক' তিনি, তাঁর জন্মের ২০০ বছর নীরবে-নিভৃতে পার হয়ে গেল হয়ত এ-কারণেই।

তিন.

মাইকেল সাহিত্যের জন্য যে ভাষা গ্রহণ করেছিলেন তা সেকালের ইংরেজ কর্তৃক প্রচলিত বাংলা নয়। তাঁর আবির্ভাবের আগে বাংলা ভাষার যে নমুনা ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে পাওয়া যায় তা প্রায় পাল্টে যায় পরবর্তী ৭০/৮০ বছরে। ঔপনিবেশিকতার দীর্ঘ ছায়ার নিচে যে বাংলা ভাষা গড়ে ওঠে মাইকেল তা থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিলেন কি? তিনি সেকালের ইউরোপীয় উদারনীতিবাদের সৃষ্টি, এমন করে তাঁকে ভাবা যায় না। কিন্তু ঔপনিবেশিকতার ভেতরে থেকে এর বিরুদ্ধে সহজাত প্রতিরোধ শক্তি মাইকেল অর্জন করেছিলেন এটা বলা যায়। তাঁর রচনাগুলোতে স্থানীয় রক্ষণশীলতা যেমন আক্রান্ত হয়েছে তেমনি ইউরোপীয় আধুনিকতাও আক্রমণের শিকার হয়েছে। কলকাতায় মাইকেলের লেখালেখির সবচেয়ে ফলপ্রদ সময়ের (১৮৫৬-৬২) আগেই বাংলা ভাষার ওপর ঔপনিবেশিক প্রভুর এক প্রস্থ সংস্কার হয়ে গেছে। দু'তরফে এ সংস্কার চলে। একদিকে সাহেবদের হাতে অন্যদিকে সংস্কৃত পণ্ডিতদের হাতে। ফলে বাংলা ভাষার সংস্কৃতায়ন আর ইংরেজায়নের প্রভাবে বাংলা স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। তাঁর কবিতায় বিশেষ করে মহাকাব্যে ঔজস্বিতাসম্পন্ন ভাষা নির্মাণের জন্য তিনি সংস্কৃত শব্দের কাছে হাত পেতেছিলেন। তবে সেকালে আরবি-ফারসির সঙ্গে অর্ধতৎসম-তদ্ভব শব্দ বাদ দিয়ে যে বাংলা লেখা হয়েছে মাইকেলের তাতে কতটা সায় ছিল সন্দেহ থেকে যায়। অন্তত তাঁর নাটকগুলো যেখানে জীবনযাপনের প্রয়োজনে ব্যবহৃত ভাষার বেশি প্রকাশ ঘটেছে সেগুলো পরীক্ষা করলে বিষয়টা বোঝা যায়। 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনে ইংরেজ শাসনে জাতে ওঠার ঔপনিবেশিক-হীনম্মন্যতায় বাংলার হাল কী হয়েছিল তার নমুনা দিয়েছিলেন। নিজবর্গকে তিনি এক্ষেত্রে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বিষয় করেছিলেন। আমরা ছোট একটা উদাহরণ দেব। চৈতন বলছে, 'একটা ট্রাইফ্লীং কথা নিয়ে মিছে ঝগড়া কেন?" জবাবে নব বলছে, "ট্রাইফ্লীং! ও আমাকে লাইয়র বললে- আবার ট্রাইফ্লীং? ও আমাকে বাঙ্গালা করে বল্লে না কেন? ও আমাকে মিথ্যাবাদী বললে না কেন? তাতে কোন শালা রাগতো? কিন্তু লাইয়র- এ কি বরদাস্ত হয়?' এ সংলাপ শুনলেই বোঝা যায় বাংলার ঝাঁঝ যে তলানিতে ঠেকেছিল ইংরেজির বদৌলতে তা আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না।

কিন্তু মাইকেল প্রহসনের মধ্যে কেবল ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেননি, বাংলা ভাষার প্রবহমান বৈশিষ্ট্যটাও তুলে ধরেছিলেন। যেমন, 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁতে হানিফের রাগের ভাষার গুরুত্ব প্রকাশ পেয়েছে এভাবে, 'এমন গরুখোর হারামজাদা কি হেঁদুদের বিচে আর

দুজন আছে? শালা রাইওৎ বেচারীগো জানে মার‍্যে, তাগোর সব লুটে লিয়ে তারপর এই করে। আচ্ছা দেখি, এ কুম্পানি মুলুকে এনছাফ আছে কি না। বেটা কাফেরকে আমি গরু খাওয়ায়ে তবে ছাড়ব। বেটার এতবড় মক্‌দুর। আমি গরিব হলাম বল্যে বয়ে গেল কি? আমার বাপদাদা নওয়াবের সরকারি চাকরি করছে, আর মোর বুন কখনও বারয়ে গিয়ে তো কসবগিরি করেনি।' এখানে সেকালের সাধারণ্যে প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করে মাইকেল সমাজব্যবস্থার ছবিটা তুলে ধরেন। মাইকেলের গদ্যচর্চা আলোচনার বিষয় হয় না, কিন্তু গদ্যেই মাইকেল সেকালের প্রতিষ্ঠিত আমলাতান্ত্রিক ভাষাদর্শ পরিহার করেন। গদ্যের মাইকেল গুরুত্বপূর্ণ এজন্যে যে গদ্যেই আমাদের যাপিত-ভাষার সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটে। অবশ্য কবিতার ভাষায়ও মাইকেল পাল্টে যাচ্ছিলেন দ্রুততার সঙ্গে।

চার.

ইংরেজ রোমান্টিকেরা (শেলি, কিটস) মাইকেলকে আকৃষ্ট করতে পারেনি (বৈশিষ্ট্যগত কারণে বায়রন বাদে), মাইকেল নিয়েছেন প্রধানত মিল্টনদের থেকে। সেকালটা নিও-ক্লাসিকদের কাল পূর্বেই বলেছি। নিও-ক্লাসিকরা যেভাবে তাদের প্রাচীনকালকে ফিরিয়ে এনেছিলেন মাইকেল তেমনি ভারতবর্ষের পুরাণ আর ঐতিহ্যকে বিষয় করে তুলেছিলেন। আদতে পুরাণের ছত্রছায়ায় তিনি আত্মজৈবনিক লিখেছেন। তাঁর বয়সও সরাসরি আত্মজীবনী লেখার মত দীর্ঘ হয়নি। প্রথাগত আত্মজীবনী হয়ত নয়, মাইকেল ঘুরে ফিরে নিজের জীবনকে প্রকাশ করেছেন পৌরাণিক কাহিনির আবরণে। মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণ আদতে মাইকেল নিজেই। মাদ্রাসে তাঁর চেয়ে অযোগ্য সাদা যখন তিনগুণের বেশি বেতন পেয়েছে, কিংবা সকল যোগ্যতা সত্ত্বেও যখন তাঁকে বিবেচনা না করে সাদা খুঁজে জ্যেষ্ঠ পদে বসানোর আয়োজন চলছে তখন মাইকেল পত্রিকায় লিখছেন: 'যাঁরা চামড়ার রঙের পার্থক্যের কাছে নতি স্বীকারের শোচনীয় ক্রোধের আগুন জ্বালানো অব্যাহত রাখেন, সেই অবলুণ্ঠিত মোসাহেবি এবং মানসিক দাসত্বের নিন্দা করার মত কঠোর ভাষা আমাদের জানা নেই।' ভেঙেচুরে যাবার পরও এই মাইকেল রাবণের মুখোশে বলেন, 'জন্মভূমি রক্ষা হেতু কে ডরে মরিতে?' অন্য সাহিত্যগুলোতে আরও স্পষ্ট আরও নিরাবরণ মাইকেলকে পাওয়া যাবে। 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের প্রথম সর্গের শুরুতে দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা যে প্রশ্ন করে তা আদতে রেবেকা ম্যাকটাভিশের প্রশ্ন মাইকেলে প্রতি: 'যদিও তুমি ভুলিয়াছ তারে,/ ভুলিতে তোমারে পারে কি/ অভাগী?" এভাবে বীরাঙ্গনার প্রতিটি সর্গে রেবেকা কিংবা হেনরিয়েটা যেন কথা বলেছে- উদ্দিষ্ট আর কেউ নন, স্বয়ং মাইকেল। একই কাহিনী ঘুরে ফিরে আসে 'শর্মিষ্ঠা'য়। যযাতির দুটো স্ত্রী। এক স্ত্রীকে ফেলে যযাতি অন্য স্ত্রীকে নিয়ে সংসার করে। মাইকেলের জীবনে রেবেকা কোনদিন প্রশ্ন করতে আসেনি, কিন্তু শর্মিষ্ঠা এসেছে। যযাতির প্রশ্নে আত্মদহনে জর্জরিত মাইকেলকে যেন খুঁজে পাওয়া যায়: 'বাড়বানলে পরিতৃপ্ত হলে সাগর যেমন উৎকণ্ঠিত হন, আমিও কি অদ্য সেরূপ হলেম?" শেষ জীবনে প্রবাসে যখন সনেট লেখা শুরু করেছেন তখনও স্মৃতিভারাতুর মাইকেল আত্মজৈবনিকের আশ্রয় নিয়েছেন। 'বঙ্গভাষা' 'কপোতাক্ষনদ', 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত', 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' কবিতাগুলোতে তাঁর আত্মজৈবনিকতার ছায়া পড়ে বারবার। শেষ নাটক 'মায়াকাননে' মাত্র ৪৭ বছর বয়সে মাইকেল জীবনের এক গভীর তাৎপর্যে পৌঁছান। জীবন এক প্রহেলিকা, মায়াকানন মাত্র, রোগ-শোক-অর্থাভাব জর্জরিত মাইকেল মায়াকাননের গোলক ধাঁধাঁয় জীবনটা পার করে দেন। তাঁর রচনায় এভাবে আত্মজৈবনিকতার প্রভাব সেকালের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের প্রকাশ। মাইকেলের কালে উপযোগিতাবাদের প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল শিক্ষিত সমাজে, মাইকেলও এর ব্যতিক্রম নন। তাঁর 'ব্রজাঙ্গনা'র রাধা তাই 'মিসেস', অনেক বেশি শরীরী আবেদনে কাতর।

বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগকে ইংরেজদের রাজনৈতিক ইতিহাসের যুগবিভাগের সঙ্গে মিলিয়ে পড়ার ফলে মাইকেলকে ঠিকভাবে ধারণ করা যাচ্ছে না। বরং ইউরোপীয় রাজনৈতিক ইতিহাসের মত করে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের নামকরণ বাদ দিয়ে আমরা মাইকেলকে দ্রোহ-পর্বের কবি হিসেবে বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক নয়, 'প্রথম বিদ্রোহী' বলতেই পারি। এ বিদ্রোহ তাঁর অনায়াসলব্ধ, সহজাত, জীবনযাপনের। এ বিদ্রোহকে ইংরেজ রোমান্টিকদের সঙ্গে মিলিয়ে পড়া যায় না।

লেখক: : উপাধ্যক্ষ, গুরুদয়াল সরকারি কলেজ, কিশোরগঞ্জ

এই শ্রাবণে ভালোবাসা মরে

মোখলেছা খাতুন

এই শ্রাবণে পড়ছে মনে
স্মৃতির দুয়ার গেছে খুলে
শুকনো ভূমি তেষ্টা মেটায়
ভাঙ্গা হৃদয় উঠছে দুলে
মরাপাতা চোখ মেলেছে
শ্রাবণের অমিয়ধারা পেয়ে
ঠিক দুপুরে শালপাতার নিচে
ডাহুক ডাকে প্রিয়ার খোঁজে
তোমার আমার মন দেয়া
নেয়া চলে বৃষ্টির ছলে
জীবনপাতা উড়ছে শুধু
পাগলা হাওয়ার মাতম পেয়ে
ডাগর দুটি চোখ মেলে
বুকের মাঝে মুখ লুকিয়ে
ভাসছো তুমি চোখের জলে
আবার কবে দেখা হবে
ভালোবাসার ফল্গুধারায়
সিক্ত হবে দুটি হৃদয়
কথা ছিল জীবনসাথী
হবে শহর থেকে ফিরে
হয়নি ফেরা মরছে ধুকে
জীবনচাকায় পিষ্ট হয়ে
ইট-পাথরের শক্ত বুকে
অঝোর ধারায় যাচ্ছে ঝরে
বুকপকেটে চিঠির ভাঁজে
শ্রাবণধারা কেঁদে মরে
বিষাক্ত কীট কদম দলে
নিয়নবাতির জলসা ঘরে
হায় নিয়তি ভালোবাসার ফুলে
বন্যশুকর ঝাঁপিয়ে পড়ে
স্বপ্ন ভাঙ্গে, আশা আছে
যুদ্ধে হেরে ভালোবাসা মরে?
কেমন করে ভুলব তোমারে
শ্রাবণ কেন কেঁদে বলে,
বাসি ফুলে দেবে কি পূঁজা
তুমি, ফিরে এলে।

বৃষ্টি মানেই

শফিকুল ইসলাম বাহার

বৃষ্টি মানেই সেই ছোটবেলা বৃষ্টিতে ভিজে যাওয়া,
বৃষ্টি মানেই বাইরে বেরোনো, মায়ের বকুনি খাওয়া।
বৃষ্টি মানেই দলবেঁধে মাঠে হইচই আর খেলা,
বৃষ্টি মানেই কাজ নেই তবু কাজ যেন আছে মেলা।
বৃষ্টি মানেই জল-ছোঁয়া পেতে জানালায় হাত রাখা,
বৃষ্টি মানেই মনে-মনে যেন প্রিয়-বন্ধুকে ডাকা।
বৃষ্টি মানেই গাছের গোসল দেখতেও লাগে ভালো,
বৃষ্টি মানেই দৃষ্টিতে পাই অনেকটা কম আলো।
বৃষ্টি মানেই কাঁচা রাস্তায় পায়ে লেগে যায় কাদা,
বৃষ্টি মানেই কত-কি ভাবনা, নেই যার কোন বাধা।।
বৃষ্টি মানেই আষাঢ় মাসের বৃষ্টির বন্দনা,
বৃষ্টি মানেই আষাঢ়ে গল্প, শুনতেও মন্দ না।
বৃষ্টি মানেই বর্ষা-ঋতু যে মনের প্রকৃতি জুড়ে,
বৃষ্টি মানেই ঘরে বসে থেকে আমি যেন কত ঘুরে।
বৃষ্টি মানেই খিচুড়ি খাওয়ার ইচ্ছে জাগেতো মনে,
বৃষ্টি মানেই স্মৃতি জমা আছে এই হৃদয়ের কোণে।
বৃষ্টি মানেই কবিতা লেখার প্রহর পান যে কবি,
বৃষ্টি মানেই চোখ বুজে ঠিকই দেখা যায় কত ছবি।
বৃষ্টি মানেই চলার পথটা কখনো হয় যে নদী,
বৃষ্টি মানেই ভাবনার মাঝে তোমাকে পেতাম যদি।
বৃষ্টি মানেই 'বৃষ্টি আসুক, গরমটা যাক কেটে,'
বৃষ্টি মানেই 'বন্ধু চল্ না, আসি না একটু হেঁটে।
বৃষ্টি মানেই ছোটবেলা আর বড়বেলাকার স্মৃতি,
বৃষ্টি মানেই সৃষ্টি-কথার নেই যেন কোন ইতি।
বৃষ্টি মানেই বন্ধুরা মিলে আড্ডায় মেতে ওঠা,
বৃষ্টি মানেই 'দেরি হয়ে গেল,' 'বাড়ির পথেই ছোটা'।
বৃষ্টি মানেই গায়ে পানি পড়া, জ্বরও হতেই পারে,
বৃষ্টি মানেই বন্ধুকে ছাড়া কিছু ভালোলাগে না রে।
বৃষ্টি মানেই মনের ভেতর কেমন-কেমন লাগে,
বৃষ্টি মানেই কথারা সবাই ঘুম ভুলে গিয়ে জাগে।
বৃষ্টি মানেই রিমঝিম-মন শুনতেও চায় গান,
বৃষ্টি মানেই স্মৃতিরা সবাই বুক ধ'রে দেয় টান।
বৃষ্টি মানেই তোমার জন্যে মন যে কেমন করে,
বৃষ্টি মানেই 'আজকে আসি, আসব আবার পরে।

পরিবর্তিত জলবায়ুতে কৃষির অভিযোজন ভাসমান চাষাবাদ

প্রফেসর আবু নোমান ফারুক আহম্মেদ

যশোর জেলার কপোতাক্ষ নদের তীরে অবস্থিত চন্দ্রা গ্রাম। নদ-তীরবর্তী এ অঞ্চলের মানুষের জীবন কাটছিল বেশ সুখে শান্তিতেই। প্রতি বর্ষায় নদের বয়ে আনা পলিমাটিতে ফল-ফসলে ভরে উঠত জমিগুলোতে। এক মৌসুমের আবাদই তাদের সারাবছরের খাদ্যের সংস্থান করত। ১৯৬০ সালে এখানে ত্রুটিপূর্ণভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ স্থাপনের ফলে এখন আর জমিতে পলি পড়ে না- ফলে না সোনালি ফসল। আবার অন্যদিকে পানি নিষ্কাষণ সুবিধা না থাকায় দিন দিন বেড়েই চলেছে জলমগ্ন এলাকা। একসময়ের প্রসিদ্ধ আম, কাঁঠাল, তাল, খেজুর ও নারিকেল গাছ এখন আর চোখে পড়ে না। আর তাই এ এলাকার মানুষেরা জীবিকার প্রয়োজনে বেছে নিয়েছে ভাসমান চাষাবাদ পদ্ধতি। সংগ্রামী মানুষের চোখে বেঁচে থাকার এই রূপালি ঝিলিক আশাপ্রদ করে আমাদেরকে।

গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি, বসতবাড়ি সবই ছিল গাইবান্ধার তারা বেগমের। পর পর সাতবার নদীর ভাঙ্গন নিঃস্ব করে দিয়েছে তাকে। শেষ আশ্রয় হয়েছে সিংরা এলাকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের উপর। ০.২ একরের ছোট্ট একটু জমিও কিনেছে। নদীতীরবর্তী বালুময় জমিতে ফসল ফলানোর নিষ্ফল চেষ্টা চালায় তারা বেগম। শেষে স্থানীয় গণউন্নয়ন কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ নেয় ভাসমান চাষাবাদ পদ্ধতির। ভাসমান বেডে চাষ করে ঢেঁড়স, মিষ্টি কুমড়া, বিভিন্ন ধরনের শাক, পেঁয়াজ প্রভৃতি। মাত্র ৫০০ টাকা খরচ করে এক মৌসুমে আয় করে ৫০০০ টাকা। বর্ষা শেষে বেড থেকে প্রচুর পরিমানে জৈবসার যোগ হয় মাটিতে। রবি ফসলে ভরে উঠে তার জমি। ফোকলা দাঁতে তৃপ্তির হাসি ফুটে ওঠে তারা বেগমের মুখে। বর্ষাকালে গাইবান্ধা জেলার অধিকাংশ জমি জলমগ্ন থাকে। প্রথমদিকে উপহাস করলেও তারা বেগমের পথ ধরে এ এলাকার মানুষের নিকট বিকল্প এই চাষাবাদ পদ্ধতি এখন বেশ জনপ্রিয়।

১৫ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) বাংলাদেশের ভাসমান সবজি চাষকে বিশ্বের ঐতিহ্যবাহী চাষপদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এপর্যন্ত বিশ্বের ১৫টি দেশের ৩৬টি কৃষিব্যবস্থা কৃষি ঐতিহ্য ব্যবস্থার স্বীকৃতি পেয়েছে। এ স্বীকৃতির ফলে বাংলাদেশের নিজস্ব এই প্রযুক্তি সম্পর্কে এখন সারাবিশ্বে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। এর আগে এফএও এর একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশে এসে এ প্রযুক্তিটি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। তাদের মতে জলবায়ুর অভিঘাত মোকাবেলা ও পরিবর্তিত জলবায়ুতে এটি একটি লাগসই কৃষি অভিযোজন পদ্ধতি। বিশ্ব ঐতিহ্যের এই স্বীকৃতি দেওয়ায় প্রক্রিয়ায় জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও ঐতিহ্য বিষয়ক সংস্থা- ইউনেস্কো, জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক তহবিল (জিইএফ) যুক্ত ছিল। উল্লেখ্য,

এসব সংস্থার সমন্বয়ে একটি বোর্ড কোন বছর কোন চাষপদ্ধতিকে স্বীকৃতি দিবে তা নির্ধারণ করে থাকে।

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল এবং উপকূলীয় এলাকা প্রতিবছর বর্ষাকালে প্লাবিত হয়। কয়েক শতাব্দিকাল থেকে এসব এলাকার মানুষেরা এই আবহাওয়ার সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছে। এসব এলাকার মানুষরা প্রধানত কৃষিজীবী। আর তাই জীবিকার তাগিদে তাদের পূর্বপুরুষরা মেধা ও প্রজ্ঞা দিয়ে উদ্ভাবন করেছে ভাসমান চাষাবাদ পদ্ধতি। মূলত বর্ষাকালে সহজলভ্য কচুরিপানা দিয়ে ভাসমান বেড তৈরি করে সেখানেই চলে প্রচলিত এই চাষাবাদ। প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে বেঁচে থাকার জন্য চলে এত সব আয়োজন ।

স্থানীয়ভাবে এই ভাসমান চাষাবাদ পদ্ধতি বায়রা, গেটো বা ধাপ চাষাবাদ নামে সুপরিচিত। গোপালগঞ্জ, বাগেরহাট, খুলনা, নড়াইল, যশোর, বরিশাল, পিরোজপুর, সাতক্ষীরা, ঝালকাঠি জেলা ও উপকূলীয় অন্যান্য এলাকায় বর্ষা মৌসুমে এই ভাসমান চাষাবাদ পদ্ধতি বেশ জনপ্রিয়। সাম্প্রতিক সময়ে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সিলেট, নেত্রকোনা এবং কিশোরগঞ্জ জেলার হাওড়-বাওড় অঞ্চলে লাভজনক ভাসমান চাষাবাদ ছড়িয়ে পড়েছে। এছাড়া রাজশাহী বিভাগের বিল-ঝিল ও বর্ষাকালে সারাদেশের জলাবদ্ধ অঞ্চলগুলোতে এটি একটি বিকল্প চাষাবাদের লাগসই প্রযুক্তি হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বর্তমানে দেশে ২৫০০০ হেক্টর জলাভূমিতে ভাসমান চাষাবাদ করা হচ্ছে। গবেষকদের মতে, শুধু দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে দুই লাখ হেক্টর প্রাকৃতিক ও কৃত্তিম জলাভূমি রয়েছে যার ৫০ হাজার হেক্টর এলাকা সফলভাবে ভাসমান চাষের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব। দেশের নদী-নালা, খাল-বিল, হাওড়-বাওড়, পুকুর-দিঘি প্রভৃতি জলাশয় এবং বর্ষাকালে ও বন্যার সময় জলমগ্ন কৃষিজমিতে সফলভাবে ভাসমান চাষাবাদ করা যায় ।

বায়রা বা বেড তৈরি পদ্ধতি:

ভাসমান চাষাবাদের জন্য প্রধানত কচুরিপানা ব্যবহার করা হয়। তবে হোগলা, সোলা, নলখাগড়া, বিভিন্ন ধরনের জলজ আগাছা, ধানের খড়, নাড়া, তুষ প্রভৃতিও ব্যবহার করা যায়। জমি থেকে ধান কাটার পর গাছের যে অবশিষ্ট অংশ জমিতে থেকে যায় তাকে নাড়া বলে। এসব নাড়া সংগ্রহ করে রাখা হয় বর্ষাকালে বেড তৈরির জন্য। মে-জুন মাসে নিকটবর্তী নদী বা খাল থেকে কচুরিপানা সংগ্রহ করা হয়। প্রথমে কচুরিপানা দিয়ে একটি আস্তর প্রস্তুত করে ৭-১০ দিন রেখে দেওয়া হয়। এরপর আবার নাড়া বা কচুরিপানা দিয়ে আরেকটি আস্তর তৈরি করা হয়। এর উপর অনেক সময় কাদামাটি ও গোবরের একটি আস্তর দেওয়া হয়। পুরো বেড তৈরি করে ফসল লাগাতে ১৮-২০ দিন সময় লাগে। এসব বেডের কোন সুনির্দিষ্ট আকার নেই তবে ছোট আকারের বেডের ব্যবস্থাপনা সহজ হয় এবং ফলনও তুলনামূলকভাবে বেশি পাওয়া যায় স্থানীয় পর্যায়ে ৮-১৫ মিটার লম্বা, ১.৫-২.০ মিটার প্রশস্ত এবং ০.৬-১.০ মিটার গভীর বেড ব্যবহার করা হয়। এসব ভাসমান বেড আবার দুই ধরনের হয়ে থাকে। একটি দ্বীপ পদ্ধতি অন্যটি স্থায়ী ভাসমান পদ্ধতি। সাধারণত স্থির পানিতে দ্বীপ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় যাতে বেডটি মুক্তভাবে পানিতে ভাসতে থাকে। আর প্রবাহমান পানিতে স্থায়ী ভাসমান পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় যাতে বেডটিকে খুটির সাহায্যে বেঁধে রাখা হয়।

ভাসমান চাষাবাদের সুবিধা:

ভাসমান চাষাবাদের মাধ্যমে পতিত জলাবদ্ধ জমির চাষের আওতায় এনে মোট চাষযোগ্য জমির পরিমান বাড়ানো সম্ভব। প্রচলিত চাষের জমি থেকে ভাসমান বেড অনেক বেশি উর্বর তাই ফলনও হয় বেশি। আবার এ

পদ্ধতিতে কোনপ্রকার সার বা সেচের প্রয়োজন হয় না। চাষ শেষে বেডটি জৈবসার হিসাবে রবি মৌসুমে জমিতে প্রয়োগ করা যায়। বর্ষাকালে সবজির দাম বেশি থাকায় কৃষকরা লাভবান হয়। এ চাষপদ্ধতি বর্ষা মৌসুমে বা জলাবদ্ধ অবস্থায় প্রয়োজনীয় সবজির চাহিদা পূরণ করে এবং প্রান্তিক দরিদ্র মানুষের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করে। বন্যার সময় ধান ও সবজির বীজতলা তৈরি করে মৌসুমি উৎপাদন নিশ্চিত করা যায়। এছাড়া বন্যার সময় এসব বেড হাঁস-মুরগির আশ্রয়স্থল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এ পদ্ধতিতে জেলেরা একই সাথে ফসল ও মৎস্য চাষ করতে পারে। এটি একটি পরিবেশবান্ধব চাষাবাদ পদ্ধতি যাতে অর্গানিক ফসল চাষ করা যায়। এর মাধ্যমে ক্ষতিকর জলজ আগাছা কচুরিপানার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। সর্বোপরি দারিদ্র বিমোচনে এটি একটি লাগসই প্রযুক্তি।

চাষোপযোগী ফসলঃ

এসব ভাসমান বেডে মূলত শাক-সবজি চাষ করা হয়। প্রায় ২৩ ধরনের শাক-সবজি ও মসলা চাষ করা যায়। বর্ষাকালে চাষযোগ্য ফসলগুলো হল- ঢেঁড়স, মিষ্টি কুমড়া, শষা, কাকরোল, চিচিংগা, করল্লা, ঝিঙ্গা, লালশাক, পালংশাক, ডাটাশাক, কলমিশাক, কচু, বেগুন প্রভৃতি। আবার শীতকালে শিম, বরবটি, লাউ, আলু, টমেটো, মুলা, গাজর, ফুলকপি, বাঁধাকপি, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, হলুদ, মরিচ প্রভৃতি চাষ করা যায়। কিছু কিছু ফসল সারাবছর ধরেও চাষ করা যায়। মৌসুমি বন্যায় বর্ষাকালীন ফসল চাষের পর শীতকালীন ফসল লাগিয়ে দেওয়া হয়। বর্ষা শেষে পানি শুকিয়ে গেলে বেডটি মাটিতে নেমে আসে এবং বিনাচাষে রবি ফসল ফলানো যায়। বেডটি ভেঙ্গে জমিতে মিশিয়েও দেওয়া যায়, ফলে কোন প্রকার রাসায়নিক সার ছাড়াই রবি মৌসুমে ফসল উৎপাদন করা যায়। এছাড়া আগাম মৌসুমি বন্যায় ভাসমান বেডে আমন ধানের বীজতলা তৈরি করা যায় এবং বন্যার পানি সরে যাবার সাথে সাথে চারা লাগিয়ে ফসল উৎপাদন নিশ্চিত করা যায়।

বেড ব্যবস্থাপনাঃ

একটি ভাসমান বেডে একবছর ফসল চাষ

করা যায়। বেডে সরাসরি বীজ লাগানো যায়। তবে অনেকসময় আরেকটি ভাসমান পিটে (যা স্থানীয়ভাবে টেমা নামে পরিচিত) চারা তৈরি করে পরবর্তীতে পিটটি বেডে স্থানান্তর করা হয়। ভাসমান চাষপদ্ধতিতে কৃষককে কোনপ্রকার সার বা সেচ প্রদান করতে হয় না। তবে অনেকসময় পোকামাকড় ও ইঁদুরের উপদ্রব দেখা যায়। এছাড়া বেডে অতিরিক্ত পানি জমে থাকলে লাগানো বীজ নষ্ট হয়ে যায়। এসব বেডে গাছের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান প্রচুর পরিমানে থাকায় বেশ ঘন করে ফসল লাগানো হয়। গভীর পানিতে বেড তৈরি করলে বেডের আন্তঃপরিচর্যা ও ফসল সংগ্রহের জন্য নৌকার প্রয়োজন হয়।

আয় ব্যয়ের খতিয়ানঃ

সাধারণত ৩০ বর্গমিটারের বেডে এক মৌসুমে সবজি চাষ করতে প্রায় ১০ হাজার টাকা খরচ হয়। আর এই বেড থেকে সবজি বিক্রি করে আয় হয় ৩০ হাজার টাকা। সঠিক ব্যবস্থাপনায় এ ধরনের একটি বেড থেকে এক মৌসুমে প্রায় ২০ হাজার টাকা লাভ করা সম্ভব। ভাসমান বেডে শাকসবজি চাষ বেশ লাভজনক। বর্ষাকালে এমনিতেই শাকসবজির দাম বেশি থাকে। আবার ভাসমান বেডে তৈরি হওয়া জেবসারের কারণে জমিতে প্রচলিত চাষের তুলনায় প্রায় দশগুণ বেশি ফলন পাওয়া যায়। এছাড়া এসব বেডে রবি মৌসুমের জন্য আগাম বীজতলা তৈরি করা যায় ও আগাম ফসল তুলে অধিক মুনাফা পাওয়া যায়।

শেষ কথাঃ

বাংলাদেশে ভাসমান চাষাবাদের ইতিহাস হাজার বছরের পুরোনো। ভাটির অঞ্চলের এই প্লাবনভূমিতে আমাদের সংগ্রামী পূর্বপুরুষেরা জীবিকার প্রয়োজনে তাদের মেধা ও প্রজ্ঞা দিয়ে চাষের এ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। অথচ এ জাতীয় হাইড্রোপনিক চাষাবাদ পদ্ধতি ভবিষ্যতের চাষাবাদ পদ্ধতি হিসাবে এখন বিশ্বব্যাপী আলোচিত হচ্ছে। এটা আমাদের সমৃদ্ধ জাতিসত্তার প্রমাণ বহন করে। বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে কমছে আবাদি জমির পরিমান। বিশেষজ্ঞদের মতে দেশে প্রতিবছর এক শতাংশ হারে আবাদি জমি কমে যাচ্ছে। আবার অন্যদিকে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর কারণে দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে প্রাকৃতিক পরিবেশ। সাম্প্রতিক সময়ে ঘন ঘন সাময়িক ও দীর্ঘস্থায়ী বন্যা, দীর্ঘমেয়াদী বর্ষাকাল, তীব্র বৃষ্টিপাত, উপকূলীয় এলাকার জলাবদ্ধতা প্রভৃতি প্রচলিত কৃষিব্যবস্থার জন্য এক মারাত্মক হুমকি হিসাবে দেখা দিচ্ছে। এ অবস্থায় প্রতিকূল পরিবেশের সাথে চাষাবাদ পদ্ধতিকে অভিযোজিত করা একান্ত প্রয়োজন। ভাসমান চাষাবাদ পদ্ধতির মাধ্যমে খাল-বিল, নদী-নালা, হাওড়-বাওড়, পুকুর-দিঘি এবং উন্মুক্ত জলাশয় মৎস্যচাষের পাশাপাশি ফসলচাষের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব। তাই ফসলচাষের আওতা বৃদ্ধি করা এবং বছর জুড়ে এমনকি প্রতিকূল পরিবেশেও ফসল উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য ভাসমান চাষাবাদ পদ্ধতি নিঃসন্দেহে একটি চমৎকার লাগসই বিকল্প।

লেখক: অধ্যাপক, প্ল্যান্ট প্যাথলজি বিভাগ,
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

তরুপল্লব

শিশু-কিশোর পাতা

মা জননী

মোছাম্মৎ সীমা ইসলাম

মা জননী সবার চেয়ে
বেশি আদর করে,
মায়ের কথা শুনলে সবার
মনটা যায় যে ভরে।

ছেলে-মেয়ের কষ্ট দেখে
মনটা হয় তাঁর কালো,
স্বার্থ ছাড়াই মা জননী
বাসেন অনেক ভালো।

ভালোবাসা আদর দিয়ে
আগলে রাখে মায়ে,
জান্নাতি সুখ খুঁজে পাই যে
মা জননীর পায়ে।

মায়ার সুতাই গাথা আছে
মায়ের আঁচল জুড়ে,
এমন মায়া পাবো কোথায়
সারা জগৎ ঘুরে!

ধরার মাঝে নেই কোন আর
মায়ের মত রতন,
মনটা দিয়ে মা জননীর
করো সবে যতন।

আষাঢ়

রকিবুল ইসলাম

ঘন কালো মেঘ ভাসে আষাঢ়ের আকাশে
কাদা আর বৃষ্টিতে ছবি হয়ে আঁকা সে।
ঝুমঝুম বৃষ্টি তো সারাদিন ঝরছেই
মাঠ-ঘাট-খাল-বিল থইথই ভরছেই।
গোয়ালের গরু ডাকে হাম হাম হাম্বা
বৃষ্টিকে ডেকে বলে, আর কত নামবা!
কৃষকের কাজ নেই ঝিম ঝিম ঝিমানি
খোয়ারের মুরগিটা বসে যায় ডিম আনি।
ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ভিজে মহানন্দে
বাঁশঝাড়ে বক ডাকে কবিতার ছন্দে।
হাঁসগুলো গেলো কই পুকুরের কাছে কি?
কোলাব্যাঙ পানি পেয়ে ধিনধিন নাচে কি?
মা-চাচি ফুল তোলে নকশির কাঁথাতে
গল্পের ঝুলি খোলে অবসর মাতাতে।
দাগ টেনে কেউ খেলে চারগুটি লুডডু
ঘুম থেকে হাই তোলে ছোটবাবু গুডডু।
পাখিসব জড়োসড়ো পেছনের গাছটায়
সব ভুলে মেতে ওঠে ফিঙের নাচটায়।
বিড়ালের মন ভার তাই মেরে ঘাপটি
মুখ তার মেলে ধরে না-খাওয়ার ছাপটি।
চাল-ডাল-গম ভাজা মরিচের ঝাল যে
আহ উহ আহ উহ পুড়ে যায় গাল যে।
ইশকুলে যাওয়া নাই লেখাপড়া ছুটিতে
কদমের ফুল চায় পুরোপুরি ফুটিতে।
নদী-নালা-খাল-বিল সাগরের রূপ পায়
পুকুরের মাছগুলো বারেবারে ডুব যায়।
গাছপালা পানি পেয়ে নাচে ডাল নাড়িয়ে
উড়ে যেতে চায় যেন আসমান ছাড়িয়ে।
নীরবতা চারিদিকে আকাশের গুমোটে
দিন শেষে সন্ধ্যায় মন চায় ঘুমোতে।
রাতভর টিপটিপ গায় গান বৃষ্টি...
আহা কী যে অপরূপ আষাঢ়ের সৃষ্টি!

রাখাল ছেলে

সৈয়দুল ইসলাম

রাখাল ছেলে রাখাল ছেলে
মাঠে তুমি যাও,
আষাঢ় মেঘে ঢাকছে আকাশ
সঙ্গে ছাতা নাও।
দমকা হাওয়া করবে ধাওয়া
কোথায় নেবে ঠাঁই?
বৃষ্টিপাতে সঙ্গী হবে
মাথার ছাতাটাই।
মেঘের ভেলা করছে খেলা
নীল আকাশের বুকে,
রোদ-বৃষ্টি সঙ্গী তোমার
জীবন ভরা দুখে।
গরু মহিষ চরাও মাঠে
আঁধার সাঁঝের বেলা,
ঝড়-বৃষ্টি বজ্রপাতেও
দায়িত্বে নেই হেলা।

তীম ও তরমুজ

মাহমুদুর রহমান খাঁন

কয়েক হাজার বছর পূর্বে রাজা হুন ভুং ভিয়েতনামের শাসক ছিলেন। তার মহৎ ও উদার শাসনব্যবস্থার ফলে প্রজারা তাকে খুব ভালোবাসত। তার শাসনামলে রাজ্যের সকলে সুখে-শান্তিতে বসবাস করছিল। তবে এত সুখের মাঝেও রাজার মনে ছিল খুব দুঃখ। কেননা রাজার কোন পুত্রসন্তান ছিল না। তার ছিল একটিমাত্র মেয়ে। বৃদ্ধ বয়সে রাজ্যের শাসনভার হস্তান্তর করার জন্য তার একজন পুত্রসন্তানের প্রয়োজন ছিল। তাই তিনি একটি পুত্রসন্তান দত্তক নেয়ার পরিকল্পনা করলেন। রাজ্যের দূরবর্তী দ্বীপে বসবাসরত এক গরীব পরিবার থেকে তিনি একটি পুত্রসন্তান দত্তক নিলেন। ছেলেটির নাম রাখা হল এন তীম। রাজা তীমকে ভালোবাসা, আদর ও স্নেহ দিয়ে নিজের সন্তানের মত বড় করে তুললেন। তীম ছিল খুবই বুদ্ধিমান এবং একজন দক্ষ যোদ্ধা। ফলে রাজা এবং রাজ্যের সকলের কাছে সে দ্রুতই খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠল।

একদিন রাজা নিজের কন্যার সাথে তীমের বিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তীমের বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতায় মুগ্ধ হয়ে রাজকুমারী এই বিয়েতে মত দিল। প্রচুর ধুমধাম এবং জাঁকজমকের সাথে তাদের বিয়ে হল। বিয়ের পর রাজ্যের সবচেয়ে সুন্দর প্রাসাদে তারা সুখে ও শান্তিতে বসবাস করতে লাগল। তাদের ঘরে দুটি সন্তানের জন্ম হল। ফলে তাদের প্রতি রাজার ভালোবাসা আগের চেয়ে আরও বহুগুণে বেড়ে গেল।

তীমের প্রতি রাজার এত দয়ামায়া দেখে রাজ্যের কিছু মানুষের মনে হিংসা জন্মাতে শুরু করল। ধীরে ধীরে এই হিংসা ঘৃণায় রূপ নিল। তারা তীমকে একেবারেই সহ্য করতে পারত না। তাই তাকে কিভাবে রাজ্য থেকে সরিয়ে দেয়া যায় এবং রাজার মৃত্যুর পর কী করে ক্ষমতা দখল করা যায় এ নিয়ে তারা ষড়যন্ত্র আরম্ভ করল। তীমকে রাজার চোখে খারাপ বানানোর জন্য তারা বানিয়ে বানিয়ে বিভিন্ন গল্প বলতে লাগল। একদিন রাজ্যের সবার মাঝে একটি গল্প ছড়িয়ে পড়ল যে তীম রাজাকে হত্যা করে রাজ্যের ক্ষমতা দখল করার জন্য ষড়যন্ত্র করছে। রাতারাতি এই ঘটনা রাজার কানে পৌঁছে গেল। রাজা খুব রেগে গেলেন। নিজের রাজ্যকে বাঁচানোর জন্য শাস্তি হিসেবে রাজা তার কন্যা এবং তীমকে তাদের সন্তানসহ অচেনা ও দূরবর্তী এক নির্জন দ্বীপে নির্বাসনে পাঠালেন।

নির্বাসিত হওয়ার ফলে এন তীম ও রাজকুমারীর জীবনে সবচেয়ে কঠিন সময় নেমে এল। আরাম-আয়েশ এবং বিলাসিতার জীবন ত্যাগ করে নির্জন দ্বীপে তারা দুজন টিকে থাকার লড়াইয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। দিনরাত পরিশ্রম করে দুজনে মিলে ছোট্ট একটি কুড়েঘর তৈরি করল। সন্তানদেরকে নিয়ে সেখানে তারা আশ্রয় গ্রহণ করল। জঙ্গলের বিভিন্ন জীবজন্তু শিকার করে তারা খাদ্যের চাহিদা পূরণ করল। পাশাপাশি দ্বীপের চারপাশে নিয়মিত মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করতে লাগল। সন্তানদেরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাদের কঠোর পরিশ্রম চলল।

একদিন সকালে তীম শিকারের উদ্দেশ্যে জঙ্গলের পথে হাঁটছিল। তখন হঠাৎ লক্ষ্য করল একদল পাখি জঙ্গলের ভিতরে কি যেন ঠুকরে খাচ্ছে। কাছে যাওয়ার পর কালো রঙের অদ্ভুত এক ধরনের ছোট ছোট বীজ দেখতে পেল। কৌতূহলী হয়ে তীম সেখান থেকে কিছু বীজ হাতে করে বাড়িতে নিয়ে এল। তারপর ভাবল এগুলোকে রোপণ করলে হয়ত ভালো কোন গাছের চারা গজাতে পারে যা তাদের পরিবারের উপকারে আসতে পারে। এই ভেবে সে বীজগুলোকে তাদের কুঁড়েঘরের চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিল।

সেই সাথে তীম ও তার স্ত্রী নিয়মিত বীজগুলোর পরিচর্যা করছিল। দেখতে দেখতে প্রায় কয়েক সপ্তাহ পার হয়ে গেল। এরপর দেখা গেল বীজগুলো থেকে ছোট ছোট অঙ্কুর বের হচ্ছে। কয়েকদিনের মধ্যেই সবগুলো বীজ থেকে অঙ্কুর বের হল। ধীরে ধীরে গজাল পাতা। তারপর ছোট এক ধরনের গাছে পরিণত হল। আর গাছ থেকে কিছুদিন পর বের হল ফল। ছোট ফলগুলো ধীরে ধীরে বড় হতে লাগল। বড় হতে হতে এটি একটি মানুষের মাথার আকারের থেকেও বড় হয়ে উঠল। ফলটির শরীর খুবই মসৃণ এবং মনোরম সুগন্ধিযুক্ত। এটি কাটার পর দেখা গেল এর ভিতরে লাল রঙের শাঁসযুক্ত সুমিষ্ট কিছু রয়েছে যা খেতে খুবই সুস্বাদু। তীম এর নাম রাখল 'ডিউয়ো ডো'। ক্রমেই এর সুগন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে গেল। ফলে সেখানে প্রচুর পাখির আগমন ঘটল। পাখিরা দল বেঁধে সেখানে এসে সুমিষ্ট ফলটি খেত। আর তাদের খাওয়ার সময় সৃষ্টি হত এক ধরনের করুণ সুরের মত শব্দ। এমন অদ্ভুত দৃশ্য দেখে রাজকুমারীর মনে হত পাখিরা যেন কাঁদছে। তারপর থেকে এর নাম রাখা হল 'ডিউয়ো তাই,' বাংলায় যাকে বলা হয় তরমুজ। এরপর থেকে ফলটিকে এই নামেই ডাকা হয়।

তীম ও তার স্ত্রী নিজেদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে তরমুজ সংরক্ষণ করে রাখল। তরমুজ খাওয়ার পর তারা বীজগুলোকে ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করল। মাসের পর মাস যায়। বছরের পর বছর আসে। ইতোমধ্যে তারা প্রচুর চাষ করে তরমুজ দিয়ে দ্বীপটিকে ভরে ফেলল। নিজেদের চাহিদা পূরণ করে বাড়তি তরমুজগুলো দ্বীপের পাশ দিয়ে যাওয়া জাহাজের নাবিকদের কাছে বিক্রি করতে লাগল। এগুলো বিক্রি করে তারা খাবার, কাপড়-চোপড়, বাচ্চাদের খেলনা এবং অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনল।

এদিকে রাজপ্রাসাদের ভিতরে রাজা ভীষণ একা হয়ে গেলেন। ইদানিং রাজকুমারী এবং তীমের কথা তার খুব মনে পড়ে। তাদের সন্তানদের কথা ভেবেও রাজার খুব মন খারাপ হতে শুরু করল। তারা কোথায় আছে, কেমন আছে কিছুই তিনি জানেন না। এমনকি তারা বেঁচে আছে নাকি মরে গেছে তাও তিনি জানেন না। ফলে কষ্টের প্রহর শুধু বেড়েই চলছিল।

তীম একদিন দ্বীপের পাশের সমুদ্রতীরে অনেকক্ষণ বসেছিল। সেখানে বসে একপর্যায়ে নিজের জীবনে ঘটা নাটকীয় পরিবর্তনগুলো নিয়ে ভাবতে লাগল। অনেক দূরে অবস্থিত রাজপ্রাসাদটি তখনও সেখান থেকে দেখা যাচ্ছিল। তীম রাজপ্রাসাদের জীবনের স্মৃতিগুলো কল্পনা করতে লাগল। অতীতের সুখী দিনগুলোর কথা তার মনে পড়ে গেল। আর মনে মনে ভাবল নিয়তি কতই না অদ্ভুত! এটি কখন মানুষকে কোথায় নিয়ে যায় এবং কোন পরিণতিতে ফেলে তা বোঝা বড়ই মুশকিল। তার পরিবারের সাথে যা ঘটে গেছে তা যেন নিয়তিরই খেলা। তবে তার মনে এ নিয়ে কোন দুঃখ নেই। প্রচণ্ড লড়াই ও সংগ্রামের মাধ্যমে সে এখনও টিকে থাকতে পেরেছে। এসব ভাবতে ভাবতে সে এক পর্যায়ে একটি তরমুজ হাতে নিল। তরমুজটির গায়ে নিজের নাম খোদাই করে লিখল। এরপর সে এটিকে পানিতে ভাসিয়ে দিল। আর ভাবল সমুদ্রের ঢেউ এটাকে নিশ্চয়ই এমন কোন এক জায়গায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে ঠিক যেভাবে নিয়তি তার জীবনকে সময়ের স্রোতে ভাসিয়ে এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। তরমুজটি সমুদ্রের তীব্র স্রোতে ভাসতে থাকল। ভাসতে ভাসতে এক পর্যায়ে এটি সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। সমুদ্রের তীব্র স্রোত এটিকে ভাসিয়ে রাজা ভুন হুংয়ের রাজ্যে নিয়ে গেল। রাজ্যের সমুদ্রতীরে প্রহরীরা খোদাই করা এমন অদ্ভুত একটি জিনিস দেখে অবাক হল এবং এটিকে রাজার কাছে নিয়ে গেল। রাজা এটি হাতে নিয়ে দেখলেন এর মধ্যে এন তীমের নাম লেখা রয়েছে। তিনি বুঝতে পারলেন তারা এখনও বেঁচে আছে। তার চোখে-মুখে হাসির ছাপ ফুটে উঠল। পাশাপাশি তীমের বুদ্ধিমত্তা রাজাকে মুগ্ধ করল। তীম ও রাজকুমারীর দুর্গম ও নির্জন পরিবেশে লড়াই করে বেঁচে থাকার শক্তি দেখে রাজা খুব গর্ববোধ করলেন। সাথে সাথে রাজকুমারী ও এন তীমকে তাদের সন্তানসহ যেখান থেকেই হোক খুঁজে আনার জন্য প্রহরীদেরকে নির্দেশ দিলেন।

প্রহরীরা তাদেরকে রাজ্যের আশেপাশের দুর্গম দ্বীপগুলোতে দিনরাত খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। কয়েকদিন খোঁজার পর অবশেষে তাদের সন্ধান পাওয়া গেল। প্রহরীরা তাদেরকে রাজপ্রাসাদে এনে রাজার সামনে হাজির করল। দীর্ঘদিন পর সন্তান এবং নাতি-নাতনিদের দেখে রাজার মন খুশিতে ভরে উঠল। তারা রাজার জন্য উপহারস্বরূপ প্রচুর পরিমাণে তরমুজ সাথে করে নিয়ে এসেছে। তরমুজ চাষ এবং এর নামকরণ করার ঘটনা তীম সংক্ষেপে রাজাকে জানাল। সেই সাথে বর্ণনা করল নির্জন দ্বীপে লড়াই করে টিকে থাকার সংগ্রামী ইতিহাস। এসব শুনে রাজা প্রচণ্ড খুশি হলেন এবং গর্ববোধ করলেন। তীমের রাজ্য চালানোর ক্ষমতা সম্পর্কে তিনি অনুধাবন করতে পারলেন। তিনি বুঝতে পারলেন তীম রাজ্য পরিচালনায় তার থেকেও অধিক মেধা ও যোগ্যতার অধিকারী। তাই বৃদ্ধ রাজা সকলের সামনে এন তীমের মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিলেন। তীমকে রাজ্য পরিচালনার সকল দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে রাজা স্বেচ্ছায় ক্ষমতা থেকে অবসর গ্রহণ করলেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তীম বুদ্ধিমত্তার সাথে তার রাজ্য শাসন করেছিল।

(ভিয়েতনামের লোককাহিনি থেকে)

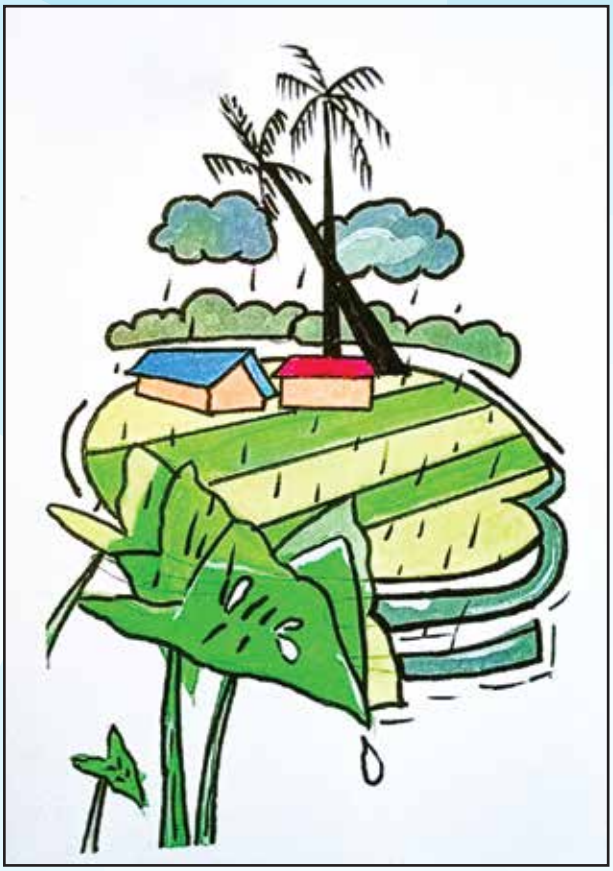

ছবি: রুহানিকা রুহি, কদমতলা, পিরোজপুর

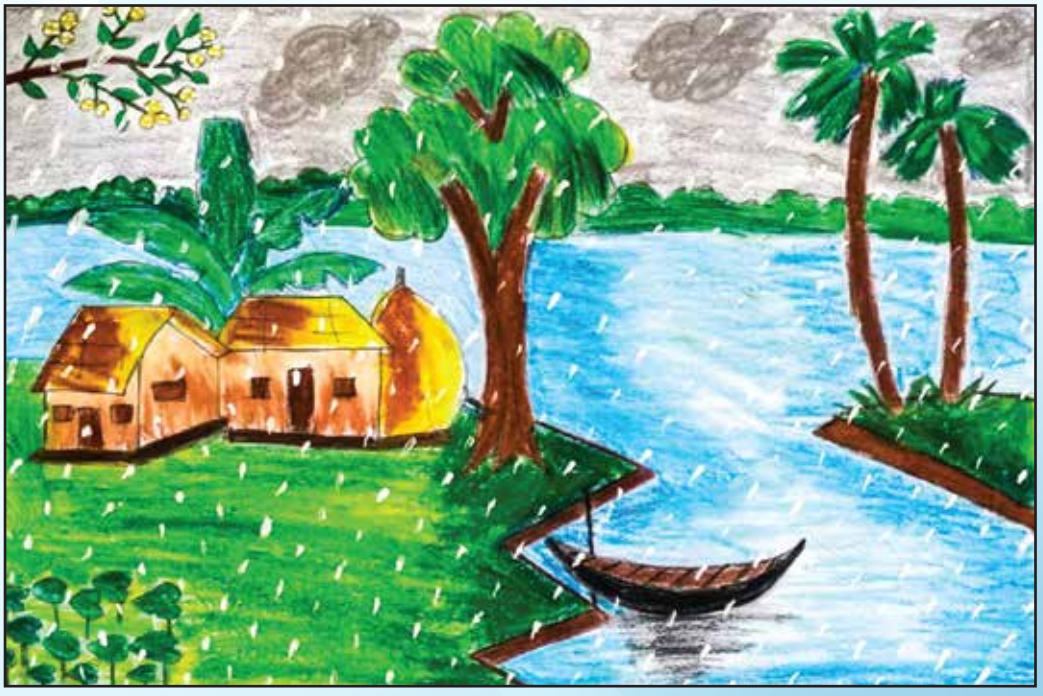

ছবি: আহনাফ মাশরুক, ২য় শ্রেণি, ১৬নং কদমতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পিরোজপুর

পবিত্র ইদ-উল আজহা উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা

৩ আষাঢ় ১৪৩১ বঙ্গাব্দ ● ১৭ জুন ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

নিশুতি অধিবেশন

ঢাকা-খ: মধ্যম তরঙ্গ ৮১৯ কিলোহার্জ ও এফএম ১০০ মেগাহার্জ ও এফএম ১০২ মেগাহার্জ

রাত

১২-১০ ইদের গান

১২-১৫ অস্তরাগের স্বপ্নছোঁয়া: নিশুতির নাটক
রচনা ও প্রযোজনা:
ড. জেসমিন আরা সুলতানা সাথী

২-০০ ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর:
বিশেষ গীতিনকশা
গ্রন্থনা ও গীত রচনা:
ফেরদৌস হোসেন ভূঁইয়া
সুরসংযোজনা ও সংগীত পরিচালনা:
শেখ সাদী খান
প্রযোজনা: রাকিবা কবির ও
মোঃ মনিরুজ্জামান

ঢাকা-ক ও খ: মধ্যম তরঙ্গ ৬৯৩ কিলোহার্জ ও ৮১৯ কিলোহার্জ এবং এফ এম ১০৬ মেগাহার্জ

সকাল

৬-২৫ ইদের গান

৬-৩৫ ইদের গান

ঢাকা-ক: মধ্যম তরঙ্গ ৬৯৩ কিলোহার্জ এবং এফএম ১০৬ মেগাহার্জ

সকাল

১০-০০ ইদের গান

১০-১০ ইদের গান

১০-৩০ ত্যাগের মহিমায় খুশির ইদ:
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে
বিশেষ গীতিনকশা
গ্রন্থনা ও গীত রচনা:
নুরুল ইসলাম মানিক
সুর সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনা:
আলমগীর হায়াত রুমন
উপস্থাপনা:
মারজুকা বিনতে নাহিয়ান বিভা ও
খোন্দকার তালাল
প্রযোজনা: তৃপ্তি কণা বসু

বেলা

১১-০৫ প্রজন্মকণ্ঠ: নতুন প্রজন্মের
অংশগ্রহণে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
প্রাসঙ্গিক কথা: গ্রন্থনাকারী
ক. কবিতা:
কোরবানি:
সাদিউর রহমান সাদি
খ. প্রজন্ম ভাবনা:
ত্যাগেই প্রকৃত সুখ এ বিষয় সম্পর্কে
তরুণ প্রজন্মের ভাবনা নিয়ে ভঙ্গপ
গ. তথ্যের সন্ধানে: ইদের নানা
আয়োজন নিয়ে খবরাখবর
ঘ. ইদ আড্ডা: কোরবানির শিক্ষা
ঙ. ইদের গান
গ্রন্থনা: মোঃ আরিফুল হক
উপস্থাপনা: মোঃ আরিফুল হক ও
আয়েশা সিদ্দিকা মনি
প্রযোজনা:
ড. সায়লা আকতার

দুপুর

১২-১০ ইদের গান

১২-৩০ নারীকণ্ঠ:
নারীদের জন্য ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. ইদ আড্ডা: পারিবারিক পরিসরে
ইদের একাল-সেকাল
গ. আপন ভুবনে নারী:
ইদের দিনের সাজ-পোশাক
ঘ. জীবনের জন্য জানা:
ইদের দিনের খাওয়া-দাওয়া
ঙ. ইদের গান

গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
শামীমা চৌধুরী এলিস
প্রযোজনা: আঞ্জুমানারা বেগম

বেলা

১-০৫ ইদের গান
১-৫০ ইদের গান
২-০৫ ইদের গান
২-৩০ ছন্দে আনন্দে ত্যাগের বারতা:
বিশেষ গীতিনকশা
গবেষণা, গ্রন্থনা ও গীত রচনা:
মো. জালাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী
সুর সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনা:
আশরাফ বাবু
প্রযোজনা: রাকিবা কবির ও
মো. মনিরুজ্জামান
৩-০৫ ইদ বিনোদন কিছুক্ষণ (১ম পর্ব):
চলচ্চিত্রের গান নিয়ে
বিনোদনধর্মী অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা, পরিকল্পনা ও
প্রযোজনা: মো. মোস্তাফিজুর রহমান

বিকাল

৪.৪৫ ইদের গান
৫-৩০ শ্রেষ্ঠ সর্মপণ:
স্বরচিত কবিতা পাঠের
বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
রুবিনা শাহনাজ
প্রযোজনা: নাদিয়া ফেরদৌস
৫-৫০ ইদের গান

রাত

৯-০০ উত্তরণ: বেতার ম্যাগাজিন
ক. প্রাসঙ্গিক কথা
খ. চলতি বিশ্ব: বিভিন্ন দেশে
ইদ-পালন সংক্রান্ত ভিন্নমাত্রার খবর
সংকলন ও পর্যালোচনা:
মাসুদ করিম
গ. ইদ আড্ডা
ঘ. কথিকা:
কুরবানির বর্জ্য অপসারণ:
ড. আব্দুল কাদির
ঙ. ইদের গান
গ্রন্থনা: আমান চপল
উপস্থাপনা:
আজহারুল ইসলাম ও
আসফিয়া তাসনিম
প্রযোজনা: নাদিয়া ফেরদৌস
৯-৪৫ বেতার বিবরণী:
বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা: ইমরুল হাসান চৌধুরী
ধারাবর্ণনা: শামীম আহমেদ
প্রযোজনা:
মোঃ দুলাল হোসাইন
১০-০০ ইদের গান
১০-০৫ নববিবির রসুইঘর:
বিশেষ নাটক
রচনা: আনজীর লিটন
প্রযোজনা: তরু মোস্তফা

বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম

সকাল

৬-২৫ ইদ উল আজহার গান:
কোরবান কোরবান
খুলে দাও মনপ্রাণ: সমবেত কণ্ঠে
৬-৩৫ ইদের গান:
ক. ইদ এলোরে কোরবানির ইদ
খ. আল্লাহ তুমি কি শুনতে পাও
১০-০৫ সকলের তরে সকলে আমরা:
বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
নিজাম হায়দার সিদ্দিকী
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা:
সংকলন ও পাঠ- নাজনীন হক
খ. আজকের চট্টগ্রাম:
সংকলন ও পাঠ:
মো. জোবাইর মঞ্জুর
গ. পত্রপত্রিকার শিরোনাম:
মো. জোবাইর মঞ্জুর
ঘ. ইদের গান
ঙ. ত্যাগের শিক্ষার উন্মেষ ঘটাতে
পবিত্র ইদুল আজহার তাৎপর্য:
মুহাম্মদ নোমান
চ. কবিতা আবৃত্তি:
এ বি এম রাশেদুল হাসান
ছ. বঙ্গবন্ধুর অমর কথা:
কারাগারের
রোজনামচা গ্রন্থ হতে পাঠ
প্রযোজনা: মোঃ নাঈম সিদ্দিকী
১০-৩৫ ইদ উল আযহার গান:
১০-৪৫ উৎসর্গ: কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
নাসরিন ইসলাম
প্রযোজনা: শাহীন আকতার

বেলা

১১-০৫ ইদ এলো রে:
শিশু কিশোরদের জন্য
বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা, গবেষণা ও পরিচালনা:
বেগম কামরুন্নাহার
শিশু উপস্থাপক: ইসাবা সামিহ
ক. ইদুল আজহার শিক্ষা নিয়ে
শিশুতোষ আলোচনা
খ. ইদের গান: মাইশা ফারিয়া ও
ফেন্সী রহমান মীম
গ. ইদের কবিতা আবৃত্তি:
মাশিয়াত মোর্শেদ ও তাহিয়া যারীন
ঘ. প্রামাণ্য অনুষ্ঠান:
ঘরে ঘরে ইদ আনন্দ
বহিঃধারণ: দিলরুবা খানম
প্রযোজনা: শাহীন আকতার
১১-৩০ ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর:
বিশেষ গ্রন্থনাবদ্ধ গানের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: নাজনীন আক্তার রেখা
উপস্থাপনা: উম্মে কুলসুম
প্রযোজনা: মোঃ নাঈম সিদ্দিকী
২-২৫ পবিত্র ইদুল আজহার গান:
খোদার আরশ থেকে
এলো মধুর আহবান
২-৩০ বারাকাহ ই ইদুল আজহা:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: শাহীন আক্তার
সুর সংযোজনা ও পরিচালনা:
আলাউদ্দিন তাহের
উপস্থাপনা:
ইকবাল হোসেন সিদ্দিকী
ও নাসরিন ইসলাম
প্রযোজনা: মোঃ নাঈম সিদ্দিকী
৩-৩০ গাহি সাম্যের গান:
যুবগোষ্ঠীদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
সৈয়দা তানজিলা ইসলাম মীম
উপস্থাপনা: তাসনুভা প্রকৃতি
ক. তারুণ্যের মিলনমেলা:
পবিত্র ইদ-উল-আজহা
উদযাপন নিয়ে তরুণ ভাবনা
খ. ইদের গান: সৈয়দা হুজ্জাতুন নূর
গ. দেশে দেশে পবিত্র ইদ উল
আজহা পালন
সংগ্রহ ও পাঠ:
উম্মে রাশেদা খাতুন তাসিন
ঘ. ইদের কবিতা আবৃত্তি:
সুমাইয়া শাহরীন
ঙ. ইদের গান:
ইশরাত জাহান মিশু
প্রযোজনা: শুভাশীষ বড়ুয়া

বিকাল

৫-১০ বিলিয়ে দে আজ সবার তরে:
গানের অনুষ্ঠান

রাত

৯-১০ বিশেষ বেতার বিবরণী: চট্টগ্রামের

বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত ইদ জামাতের উপর ভিত্তি করে বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: জামিল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী
প্রযোজনা: এ এস এম নাজমুল হাছান

১০-০০ ছন্দে আনন্দে: ছায়াছবির বিশেষ গানের অনুষ্ঠান

১০-৩০ এক বিরাট গরুর হাট: বিশেষ নাটক
রচনা: জাহিদুল হক
প্রযোজনা: মোঃ মঈন উদ্দিন

বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

সকাল

৬-২৫ পবিত্র ইদ-উল-আজহার
মাসলা মাসায়েল:
মুফতি রফিকুল ইসলাম

৬-৪০ ত্যাগের আনন্দ:
গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
উম্মে হাবিবা আশা
প্রযোজনা: ফারজানা ইয়াসমিন

১০-০০ ইদ স্পেশাল ট্রেন: বিশেষ নাটক
রচনা: দেওয়ান হামিদুজ্জামান বাচ্চু
প্রযোজনা: রবিউল করিম মন্টু

বেলা

১১-৪৫ দিবসভিত্তিক জারিগান:
আব্দুল আলিম ফকির ও তাঁর সঙ্গীরা

দুপুর

১২-১৫ খোদার রাহে দাও কোরবানি:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: জোনাব আলী
সুর সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনা:
রেজওয়ানুল হুদা খন্দকার
ধারাবর্ণনা: রুখসানা আক্তার লাকী
প্রযোজনা: ফারজানা ইয়াসমিন

বেলা

২-৩০ তারুণ্যের ইদ: তরুণদের ইদ আড্ডা
সঞ্চালনা: ফাতেমাতুজ্জোহরা
প্রযোজনা: সবুজ কুমার দাস

৩-০৫ আলোকিত ইদ: শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
শিরিন আখতার নীনা
ক. কোরবানির আদর্শে জীবন গড়ি (শিশুতোষ আলোচনা)
খ. ত্যাগের আনন্দ; গীতিনকশা:
রচনা: গোলাম আজম হিরা
সুর সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনা:
আব্দুল খালেক ছানা
ধারাবর্ণনা: তাহসিন সাফিয়া রায়তা
গ. কবিতা আবৃত্তি
প্রযোজনা: সবুজ কুমার দাস

৩-৩৫ রংবেরং: কৌতুক, কবিতা ও ইদ শুভেচ্ছা নিয়ে অনুষ্ঠান
উপস্থাপনা: মো. কলিমউদ্দিন
প্রযোজনা: মো. মাসুম পারভেজ

বিকাল

৪-১০ শুভমুক্তি: ইদে মুক্তিপ্রাপ্ত ছায়াছবির গান ও অংশবিশেষ নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
লতিফা তাহেরা খাতুন ইতি
প্রযোজনা: তনুশ্রী সান্যাল

৫-৫০ ইদের গান

রাত

১০-০০ যতসব ভূতুরে কাণ্ড: নাটক
রচনা: দেওয়ান হামিদুজ্জামান বাচ্চু
প্রযোজনা: জুলফিকার আলী

বাংলাদেশ বেতার, খুলনা

সকাল

৬-৩৫ ত্যাগের সওগাত:
ইদের গানের গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: মোঃ রেজাউল করিম
ধারাবর্ণনা: মোঃ আজমল হাসান
প্রযোজনা: মোঃ মামুন আকতার

১০-০৫ ত্যাগের মহিমায়: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: মোঃ সাইদুর রহমান সাইদ
সংগীত পরিচালনা:
শেখ আলী আহম্মেদ
ধারাবর্ণনা: কাজী বেলাল সাইদ ও আতিয়া রব
প্রযোজনা: মোঃ মামুন আকতার

১০-৩৫ রূপালি ফিতা: কালজয়ী গানের সঙ্কলনে বিশেষ সংগীতানুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
নাজমুল হক লাকী
প্রযোজনা: মোঃ মামুন আকতার

বেলা

১১-০৫ আনন্দে উৎসবে:
ছোটদের বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
এরশাদ সুলতানা মালা
ক. ইদ-উল-আজহার শিক্ষা
খ. ইদের গান:
তাসফিয়া জামান ধরিত্রী
গ. ইদের কবিতা আবৃত্তি (কোরবানি):
এস.এম. মাসুম বিল্লাহ্ সিয়াম
ঘ. একক অভিনয়: জায়ান খান
ঙ. হামদ/নাত:
নাজিফাহ নুসরাত রুহী
চ. ইদের ছড়াগান:
তাকিয়া তাওহিদা তানহা
প্রযোজনা: জান্নাতুল ফেরদৌস

১১-৩৫ ছায়াছন্দ:
জনপ্রিয় ছায়াছবির গানের অনুষ্ঠান

দুপুর

১২-১৫ ইদের গান

বেলা

২-৩০ কোরবানি দেই আল্লাহর রাহে:
খুলনা কেন্দ্র হতে বিভিন্ন সময়ে প্রচারিত ইদের গীতিনকশা থেকে নির্বাচিত গানের গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: কাজল ইসলাম
প্রযোজনা: মোঃ মামুন আকতার

৩-০৫ বাউলিয়ানা: লোকসংগীতের অনুষ্ঠান

৩-৩০ মহিমান্বিত কোরবানি:
গোষ্ঠীভিত্তিক সংগীতানুষ্ঠান
পরিবেশনা: জেলা শিল্পকলা একাডেমি, যশোর
প্রযোজনা: মোঃ মামুন আকতার

বিকাল

৪-১০ ঝংকার: ব্যান্ডসংগীতের অনুষ্ঠান

৫-১০ উৎসর্গের আনন্দ উৎসব:
কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
উম্মে কুলসুম পলি
প্রযোজনা: শায়লা শারমিন স্নিগ্ধা

রাত

৯-০৫ কোরবানির পংক্তিমালা: গান ও কবিতা সমন্বয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: ইমরুল কায়েস
ধারাবর্ণনা: মাকসুদুল হাসান ও ফাতেমাতুজ যোহরা আনিকা
প্রযোজনা: মোঃ মামুন আকতার

১০-০০ পুরস্কার: বিশেষ নাটক
রচনা: দেলোয়ার হোসেন দুলাল
প্রযোজনা: মো: ইলিয়াস হোসেন সরদার

বাংলাদেশ বেতার, রংপুর

সকাল

৬-৩৫ পবিত্র ইদ-উল-আজহা উপলক্ষ্যে দিবসভিত্তিক গান
১০-০৫ ইদের গান
১০-৩০ ত্যাগের আনন্দ: শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ গীতিনকশা
উপস্থাপনা: নুয়াইসাহ তুরিন
গ্রন্থনা: এমাদ উদ্দিন আহমেদ
সুর ও সংগীত পরিচালনা: মোঃ সোলায়মান
প্রযোজনা: মোছাঃ ফরহানা আর্জুমান বানু

দুপুর

১২-১৫ ইদের গান

বেলা

২-১০ ইদ আড্ডা: কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মুনিরা শাহনাজ চৌধুরী কেয়া ও মোঃ রায়হানুল ইসলাম
প্রযোজনা: মোছাঃ ফারহানা আর্জুমান বানু
৩-২০ ত্যাগের মহিমায়: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: মোঃ ইকবাল হাসান
উপস্থাপনা: কে এম লুৎফুল কবীর, পান্না ও নাসিমা চৌধুরী লিপি
সুর ও সংগীত: জিয়াউল হক লিপু
প্রযোজনা: মৃন্ময় মণ্ডল তুষার

বিকাল

৫-১০ শ্রোতাদের ইদ আড্ডা: শ্রোতাদের সাথে টেলিফোনে ইদ শুভেচ্ছা বিনিময়
উপস্থাপনা: এস এম আরিফউজ্জামান ও নাসরিন সুলতানা
প্রযোজনা: শাম্মী হক

সন্ধ্যা

৬-৪০ ইদের জারিগান: রমজান আলী ও তাঁর দল

রাত

৯-১০ বেতার বিচিত্রা: পবিত্র ইদ-উল-আযহা উপলক্ষ্যে রংপুর ও এর আশে-পাশের অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মোঃ সিরাজুল ইসলাম
প্রযোজনা: মৃন্ময় মণ্ডল তুষার
১০-০০ নাটক: রমিজ মিয়ার ইদ আনন্দ
রচনা: সিরাজুল ইসলাম সিরাজ
প্রযোজনা: মিজানুর রহমান তালুকদার

বাংলাদেশ বেতার, সিলেট

সকাল

৬-২০ ইদগাহে আজ খুশির ঝলক: পবিত্র ইদুল আজহার গান: সমবেত কণ্ঠে
৬-৩০ পবিত্র ইদ-উল-আজহা মাসলা-মাসায়েল: মাওলানা শাহ আলম
৬-৩৫ কুরবানির পশুর চামড়া ছাড়ানো, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কৌশল: ডা. মাহবুব আলম
এলোরে ইদুল আজহা: পবিত্র ইদুল আজহার গান
৬-৫৫ সিলেট ও এর আশে-পাশে ইদুল আজহার নামাজের সময়সূচি: সংকলন: এম রহমান ফারুক
১০-০০ ইদ-উল-আজহার গান
১০-২০ ইদের গান
১০-৩০ ত্যাগের আনন্দ প্রাণে: শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. কুরবানির ইতিহাস ও তাৎপর্য: শিশুতোষ আলোচনা
খ. দিবসভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি: লুবাবা মুহতাসিন চৌধুরী
গ. ইদুজ্জোহার চাঁদ হাসে: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: মোঃ এনায়েত হাসান মানিক
ধারাবর্ণনা: মৌমিতা মজুমদার
গ্রন্থনা: লতিফা বেগম
উপস্থাপনা: সামিহা সালসাবিন খান ইকরা
সুর-সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনা: মোঃ ওয়াসিম
প্রযোজনা: মোঃ দেলওয়ার হোসেন

বেলা

১১-১০ সিনেতরঙ্গ: ছায়াছবির গানের গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: ফারহান মাসউদ ভূইয়া
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস
১-৩০ দিন যায় কথা থাকে: হারানো দিনের গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: কুমকুম হাজেরা
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস
২-০৫ ধুপছায়া: বাংলা ব্যান্ডসংগীতের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মাধব কর্মকার
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস
৩-০৫ ইদ বিনোদন কিছুক্ষণ: তরুণ-তরুণীদের নিয়ে অনুষ্ঠান
প্রসঙ্গকথা: উপস্থাপক
ক. কুরবানির শিক্ষা: অংশগ্রহণমূলক আলোচনা
খ. ইদ-উল-আজহার গান
গ. ইদ-উল-আজহার কবিতা: শাহী তাসনোভা ফাইরোজ
ঘ. তরুণদের ইদ আনন্দ
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: ফাহমিদা আতিয়া
প্রযোজনা: মোঃ দেলওয়ার হোসেন
৩-৩০ আল্লাহ মেহেরবান তার কুদরতেরই শান: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: শামসুল আলম সেলিম
সুর সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনা: মোঃ কুতুব উদ্দিন
ধারাবর্ণনা: রোহেনা সুলতানা
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

বিকাল

৪-০৫ অনন্যাদের ইদ: মহিলাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান
প্রসঙ্গকথা: উপস্থাপক
ক. ইদের দিনের সাজসজ্জা: কুমকুম হাজেরা
খ. ইদের গান
গ. কুরবানির মাংস দিয়ে মজাদার রান্না: ফারজানা আক্তার
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: নাজমা পারভীন
প্রযোজনা: মোঃ দেলওয়ার হোসেন
৪-৩৫ পবিত্র ইদ-উল-আজহার গান
৫-১০ পবিত্র ইদুল আজহা তাৎপর্য,

শিক্ষা ও করণীয়:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ:
প্রফেসর মাহমুদুল হাসান
মাওলানা মোজাম্মিল হোসাইন
অধ্যাপক জেবা আমাতুল হান্না
সঞ্চালনা:
মাওলানা শাহ মোঃ নজরুল ইসলাম
প্রযোজনা: পবিত্র কুমার দাশ

রাত

৯-০৫ বিলিয়ে দেবার উৎসবে:
কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস
১০-০০ বুমেরাং: বিশেষ নাটক
রচনা ও নির্দেশনা:
মু. আনোয়ার হোসেন
প্রযোজনা: পবিত্র কুমার দাশ

বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

সকাল
৬.৩০ ইদের জামায়াতের সময়সূচি:
সংকলনে: মোঃ লতিফুর রহমান
৬-৩৫ ইদের খুশি: ইদের গানের অনুষ্ঠান
৬-৪৫ কোরবানির মাসলা-মাসায়েল ও
নিয়ম কানুন:
ড.এ.কে.এম সালাহউদ্দিন

বেলা

২-৩০ ইদের খুশি রাশি রাশি:
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে
গীতিনকশা (শুধুমাত্র এফ এম)
রচনা: মাহাবুবা হুসাইন চৌধুরী
সুর ও সংগীত পরিচালনা:
মীর সাব্বির হোসেন শামীম
বর্ণনা: মুনিয়া রহমান রচি
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ
৩-০৫ কোরবানির ইতিহাস,
তাৎপর্য ও শিক্ষা:
আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: মোহাম্মদ আবদুল জব্বার
অংশগ্রহণ: মোহাম্মদ আবদুর রব
মাও. ড. মো. আবুবকর ছিদ্দিক ও
মুহা: জাকির হোসাইন
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ
৩-৩০ জারিগান:
পবিত্র ইদ-উল আযহা উপলক্ষ্যে
৩-৪০ কোরবানি দাও কোরবানি দাও:
ইদের গানের অনুষ্ঠান

বিকাল

৪-০৫ আত্মত্যাগের মহান দিন:
গীতিনকশা
রচনা: শেখ কামরুন নাহার কাদির
সুর ও সংগীত পরিচালনা:
আহসান হাবীব দুলাল
বর্ণনা: ফেরদৌসি খান
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ
৪-৩৫ ইদ মোবারক:
কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
পাপিয়া জেসমিন
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ
৫-১৫ ইদ আনন্দ: নারীদের অংশগ্রহণে
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ডা. শিরিন সাবিহা তন্বী
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা:
উপস্থাপক
খ. ইদের মাংসের রকমারি রান্না:
জেসমিন নাহার ও
তাসলিমা আক্তার শিমুল
গ. ইদের গান
ঘ. ইদে ঘর সাজানো ও
অতিথি আপ্যায়ন:
শওকত আরা নাজনীন
প্রযোজনা:
হাসনাইন ইমতিয়াজ
৫-৪০ ঈদের গান
৫-৪৫ ইদ মেলবন্ধন: ই-মেইল ও ডাকে
পাঠানো শ্রোতাদের ইদ নিয়ে
অনুভূতি ও ভাবনা বিষয়ক অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
জান্নাতুল ফেরদৌস
জবাবদান: মুঃ আনসার উদ্দিন
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

রাত

১০.৩০ বেতার বিবরণী:
সাধারণ মানুষের ইদের অনুভূতি
নিয়ে প্রামাণ্য অনুষ্ঠান
বহিঃধারণ ও উপস্থাপনা:
মোঃ শহীদুল হক
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ
১০-৪৫ ইদের গান

বাংলাদেশ বেতার, ঠাকুরগাঁও

সকাল

৬-৩০ ইদের গান
৭-৩০ আজ বিলিয়ে দেবার দিন:
বিশেষ গানের অনুষ্ঠান

বিকাল

৪-৩৫ মহিলাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান:
অপরাজিতার ইদ
গ্রন্থনা ও পরিচালনা:
আতিয়া আমান হক আশা
ক. কোরবানি ইদে নারীর ব্যস্ততা
খ. কোরবানির বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও
মাংস সংরক্ষণ
গ. ইদের গান
ঘ. ইদের সাজসজ্জা
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার
৫-১০ বিশেষ গীতিনকশা:
ত্যাগের মহিমা
রচনা: আনোয়ারুল ইসলাম
ধারাবর্ণনা: জহুরা খাতুন ও
হাসান রায়হান
সুর ও সংগীত: আহসান হাবীব
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার
৫-৪০ ইদের গান

সন্ধ্যা

৬-১০ শ্রোতাদের অংশগ্রহণে
বিশেষ ইদ আড্ডা
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মোস্তাক আহমদ ও
আতিকা ইসলাম রিতু
ক. প্রসঙ্গ কথা:
ইদের শুভেচ্ছা
খ. আঞ্চলিক পরিচালকের
শুভেচ্ছা বাণী
গ. চিঠি, ইমেইল ও ফেসবুকে
পাঠানো শ্রোতাদের ইদের
শুভেচ্ছা বার্তা পাঠ
ঘ. কৌতুক ও গানে ইদ আড্ডা
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

এফ.এম. তরঙ্গ ৯২.০ মেগাহার্জ

সন্ধ্যা

৭-৩০ ইদের গান
৭-৪০ সংবাদ তরঙ্গ:
ঠাকুরগাঁও এবং এর আশেপাশে ইদ
উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিভিন্ন
অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে
বেতার বিবরণী

রাত

৮-৩৫ ইদের গান

বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার

সকাল

৮-০৫ কবুল কর আমার কোরবানি:
গ্রন্থনাবদ্ধ সংগীতানুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মো. সাহেদ
প্রযোজনা:
কাজী মো. নুরুল ইসলাম

৯-৩০ এলো ইদের খুশি: শিশু-কিশোরদের
অংশগ্রহণে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
আবতাহি মো. আল জাওয়াদ
ক. দিবসভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি:
মোছতাহিনা তাজিন সোবাহ
খ. ইদের পরিবেশন:
মেহরিন রাহবাত ইপশিতা
গ. ইদ উল আজহার গুরুত্ব সম্পর্কিত
ঘ. শিশুতোষ আলোচনা:
মাওলানা মো. তাহের সাইদ
প্রযোজনা:
আহমদ মুনতাসির মুয়ীয চৌধুরী

১০-৩০ সকলের তরে মোরা সবাই:
যুবকদের অংশগ্রহণে
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মারুফুল আলম শায়েল
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. পবিত্র কোরআন ও
হাদিসের আলোকে
কোরবানির উৎস ও মর্যাদা:
মো. আরিফ উল্লাহ
গ. ইদের গান: আজম খান
ঘ. দিবসভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি:
সানজিদা খান সায়মা
প্রযোজনা:
আহমদ মুনতাসির মুয়ীয চৌধুরী

বেলা

১১-৪০ বেগুনরলাই দুয়ার খোলা:
আঞ্চলিক ভাষায় গীতিনকশা
রচনা: এরশাদুল হক
সুর সংযোজনা ও
সংগীত পরিচালনা: বশিরুল ইসলাম

১-০৫ এসো কোরবানি দেই:
সংগীতের অনুষ্ঠান

১-৩৫ মুসলিম জাহান আজ একতায়:
কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
সিরাজুল হক সিরাজ
প্রযোজনা:
আহমদ মুনতাসির মুয়ীয চৌধুরী

২-৩০ ধনী গরীবের মেলবন্ধন:
বিশেষ নাটক
রচনা: আমিনুর রহমান প্রমানিক
নির্দেশনা: জসিম উদ্দিন বকুল
প্রযোজনা: কাজী মো. নুরুল করিম

৩-০৫ ভাইয়ের সাথে মিলবে ভাই:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: মো. ওবায়দুল্লাহ
সুর সংযোজনা ও
সংগীত পরিচালনা: বাবুল ইসলাম
প্রযোজনা: কাজী মো. নুরুল করিম

৩.৩৫ দুঃখিনীর মুখে সুখের হাসি:
মহিলাদের অংশগ্রহণে
বিশেষ অনুষ্ঠান
উপস্থাপনা: জ্যোসনা ইয়াছমিন
ক. বিষয়ভিত্তিক আলোচনা
খ. ইদ আড্ডা
গ. রান্না রেসিপি
ঘ. ইদের গান
প্রযোজনা:
আহমদ মুনতাসির মুয়ীয চৌধুরী

বাংলাদেশ বেতার, রাঙামাটি

সকাল

৭-৩০ ইদের গান: এলো ইদ-উল-আজহা

৮-১০ খোদার প্রেমে কোরবানি আজ:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: দুলাল চৌধুরী
ধারাবর্ণনা: মোঃ কাওসার ও
রুখসানা আক্তার
সুর ও সংগীত পরিচালনা:
আলী হোসেন চৌধুরী
প্রযোজনা: মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

৮-৪০ ইদুজ্জোহার পঙক্তিমালা:
স্বরচিত গল্প, প্রবন্ধ ও
কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মোঃ মহিউদ্দিন
প্রযোজনা: মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

৯-২০ ত্যাগের মহিমায় ইদুল আজহা:
আলোচনা অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ইয়াছিন রানা সোহেল
অংশগ্রহণ: ইকবাল বাহার চৌধুরী
তাছাদ্দিক হোসেন কবির
মাও: মোঃ ইসমাইল
প্রযোজনা: মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

বেলা

২-৩৫ আগামী:
শিশু-কিশোরদের জন্য অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: মোঃ ফখরুজ্জামান
সংগীত পরিচালনা:
আলী হোসেন চৌধুরী
উপস্থাপনা: মুক্তা আক্তার
ক. ইদের গান
খ. ইদের কবিতা আবৃত্তি
গ. ইদুজ্জোহার শিক্ষা ও করণীয়:
সাঈদা ফারহানা
ঘ. ইদের কবিতা আবৃত্তি
ঙ. সমবেত কণ্ঠে ইদের গান
প্রযোজনা: মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

৩-১৫ তারুণ্যের ইদ: যুবসমাজের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
নুরে নাজিবা নুহা
প্রযোজনা: মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

৩-৩৫ সুরভী:
মহিলাদের অংশগ্রহণে
বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ইফফাত জাহান জুলি
অংশগ্রহণ: শাহনাজ নাসরিন
রোকেয়া আক্তার,
শামীম আরা বেগম
প্রযোজনা: মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

৩-৫০ বেতার বিবরণী:
রাঙামাটি অঞ্চলে আয়োজিত
বিভিন্ন অনুষ্ঠানের
উপর ভিত্তি করে বেতার প্রতিবেদন
প্রতিবেদন সংগ্রহ: মোঃ তারেক

বিকাল

৪-২৫ গিরিসম্ভার: তথ্য, বিনোদন ও
প্রচারণামূলক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
দিবসভিত্তিক প্রসঙ্গকথা:
কর্তব্যরত উপস্থাপক
ক. ইদের গান
খ. ইদুজ্জোহার শিক্ষা ও
আমাদের করণীয়:
মাও. মো. জসিম উদ্দিন
প্রযোজনা: মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান

সকাল

৭-৪০ বিশেষ সংগীতানুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: হালিমা আক্তার
প্রযোজনা: মোঃ মামুনুর রহমান

৮-৫০ ত্যাগের মহিমা:
কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মোঃ ইয়াকুব
প্রযোজনা: মোঃ মামুনুর রহমান

বেলা

২-৩৫ নারীর ইদ:
মহিলাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. প্রাসঙ্গিক কথা
খ. ইদ আড্ডা: ইদে মেহমানদারি ও প্রতিবেশীদের জন্য করণীয়
গ. ইদের গান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
হোসনে আরা শিরিন
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

২-৪৫ শ্রোতাদের ইদ: চিঠি, এসএমএস, মেইল ও ফেইসবুকে শ্রোতাদের পাঠানো ইদ শুভেচ্ছা, কৌতুক, কবিতা ও গান নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: তাহিয়া রহমান
প্রযোজনা:
এ বি এম রফিকুল ইসলাম

৩-২৫ বেতারকর্মীর ইদ আড্ডা:
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান কেন্দ্রের কর্মকর্তা, কর্মচারী, ঘোষক/ঘোষিকা, নাট্য ও সংগীতশিল্পীদের নিয়ে বিশেষ আড্ডানুষ্ঠান
গ্রন্থনা: বীণা পানি চক্রবর্তী
উপস্থাপনা: মোঃ নাজিম উদ্দিন ও বীণা পানি চক্রবর্তী
প্রযোজনা:
মোঃ মামুনুর রহমান

বিকাল

৪-১০ দাও কোরবানি আল্লাহর রাহে:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: খোরশেদুল আনোয়ার
সুর সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনা:
মোঃ আবদুর রহিম
ধারাবর্ণনা:
লিমা আক্তার ও রিব্বানুল কবির
প্রযোজনা: মোঃ মামুনুর রহমান

৪-৩৫ ইদের খুশি রাশি রাশি:
তরুণ প্রজন্মের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. প্রাসঙ্গিক কথা
খ. কবিতা, গান ও কৌতুক নিয়ে তরুণদের ইদ আড্ডা
গ্রন্থনা: মোঃ শওকত আযম
উপস্থাপনা:
জোসিকা হিলারী পাত্রা
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

৫-১০ চলো যাই ইদগাহে:
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: আনিসুর রহমান
সুর ও সংগীত পরিচালনা:
মোঃ আব্দুর রহীম
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মোবারক হোসেন
প্রযোজনা: মোঃ মামুনুর রহমান

৫-৩০ ইদ বিকালের গান:
নির্বাচিত আধুনিক গানের অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ বেতার, কুমিল্লা

বেলা

২-৩০ পবিত্র ইদ-উল আজহার তাৎপর্য ও শিক্ষা: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা:
মাওলানা শাহজালাল সিরাজী
প্রযোজনা:
এ এইচ এম মেহেদি হাছান

৩-০৫ আনন্দ আয়োজনে:
বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: সাজিয়া ইয়াসমীন
উপস্থাপনা: সুমন চক্রবর্তী ও চৈতী দেবনাথ বৃষ্টি
ক. কুরবানির শিক্ষা:
নাছিমা আক্তার
খ. ইদের গান: শিউলি রায়
গ. ইদ ভাবনা: বিভিন্ন পেশার মানুষের সাক্ষাৎকারভিত্তিক প্রামাণ্য:
মাহতাব সোহেল
ঘ. ইদের কবিতা আবৃত্তি:
খন্দকার সারওয়ার নাঈম
ঙ. সংবাদপত্রে ইদ উৎসব:
অশোক কুমার বড়ুয়া
প্রযোজনা:
এ. এইচ. এম মেহেদি হাছান

৩-৩০ সিনে সুরে ইদ আনন্দ:
নতুন মুক্তিপ্রাপ্ত ছায়াছবির গানের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মোঃ খায়রুল বাশার বাঁধন
প্রযোজনা:
এ এইচ এম মেহেদি হাছান

বিকাল

৪-০৫ ইদের মহিমা: বিশেষ নাটক
রচনা: আবদুল হাই দূর্বার
প্রযোজনা:
সৈয়দ মোঃ বিলাল উদ্দিন

৪-৩৫ হৃদয়ে ইদের দোলা:
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
নাজমুম নাহার পূর্ণি
ক. ইদের গান: সমবেত কণ্ঠে
খ. পবিত্র ইদুল আজহার শিক্ষা:
রুমানা রুমি
গ. ইদের গান: স্বর্ণা চক্রবর্তী
ঘ. ইদের কবিতা থেকে পাঠ:
প্রজ্ঞা চক্রবর্তী
ঙ. লালনগীতি:
কাজী ফারজিদা ইসলাম
চ. ইদের ছড়া গান: সমবেত কণ্ঠে
প্রযোজনা:
এ এইচ এম মেহেদি হাছান

৫-৩৫ আমাদের ইদ উৎসব: নারীসমাজের অংশগ্রহণে বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: অধ্যাপিকা সেলিনা রহমান
উপস্থাপনা: স্নিগ্ধা চক্রবর্তী
ক. ইদের সাজসজ্জা:
তাছলিমা আক্তার
খ. ইদের গান: পাপিয়া আক্তার
গ. মাংস রান্নার বিভিন্ন রেসিপি:
হাছিনা আক্তার
ঘ. ইদের কবিতা:
সোহানা শারমিন রাকা
প্রযোজনা:
এ এইচ এম মেহেদি হাছান

সন্ধ্যা

৬-০৫ উৎসর্গে মহিয়ান:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: আহমেদ উল্লাহ
সুর ও সংগীত পরিচালনা:
এম এ কাইউম খান
প্রযোজনা:
এ এইচ এম মেহেদি হাছান

৬-৩০ গোষ্ঠীভিত্তিক জারি গান:
মোঃ শাহআলম ও তাঁর দল

বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ

সকাল

৯-২০ পবিত্র ইদ-উল-আজহার গান

৯-৩৫ ত্যাগের মহিমা:
গ্রন্থনাবদ্ধ গানের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
সিফাত বিনতে জামান রাকা
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

১০-৫০ পবিত্র ইদ-উল-আজহার গান

বেলা

১১-০৫ আনন্দের ঝর্ণাধারা:
বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
রবিউল ওহাব
ক. মানবিক সমাজ গঠনে
ইদ-উল-আজহার শিক্ষা:
নিশানা আতিয়ার
খ. স্বাস্থ্য তথ্য:
ইদের খাওয়া দাওয়া:
ডাঃ ফারহানা আহমেদ
গ. ইদের বিশেষ রান্নার টিপস:
আফিয়াত আলমগীর
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

১১-৩৫ খুশির হাওয়ায় মাতোয়ারা:
ব্যান্ডসংগীতের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
আবুল আহসান
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

৩-০৫ পবিত্র ইদ-উল-আজহার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও শিক্ষা:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা:
মাওলানা মোঃ রুহুল আমীন
অংশগ্রহণ:
আবু অবায়দা মোঃ মাসউদুল হক
মোঃ রাজিউদ্দিন খান ও
ড. আবু সাইদ মোঃ আবদুল্লাহ
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

৩-৩৫ ছন্দে ছন্দে ইদ আনন্দ:
জনপ্রিয় ছায়াছবির গানের
গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
শরিফা রহমান
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

বিকাল

৫-৪০ ইদ-উল-আজহার গান

সন্ধ্যা

৬-০৫ বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা ও ধারাবর্ণনা:
মোজাম্মেল হোসেন মুন্না
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ

সকাল

৮-২০ পূর্বাশা: প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. কথিকা: পবিত্র ইদ-উল-আজহার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য
খ. ইদ-উল-আজহার গান:
কুরবানি দে তোরা
গ. কবিতা আবৃত্তি: কুরবানি
ঘ. ইদ-উল-আজহার গান
গ্রন্থনা: শাহানা বেগম
প্রযোজনা: মোঃ জাকিরুল ইসলাম

৮-৪০ ইদের খুশি ঘরে ঘরে:
আধুনিক গানের গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
আঁখি আকবর রনি
প্রযোজনা: মোঃ জাকিরুল ইসলাম

৯-১৫ আনন্দে মেতেছি আজি:
পল্লিগীতির গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: কামরুল হক
প্রযোজনা: মোঃ জাকিরুল ইসলাম

৯-৪০ ইদ এলো এলোরে:
শিশুদের অংশগ্রহণে বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
রাফিয়া ইসলাম ভাবনা
প্রযোজনা: মোঃ জাকিরুল ইসলাম

১০-১০ মনপাখি:
পল্লীগীতির গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
হাফসা তাসনিম
প্রযোজনা:
মোঃ জাকিরুল ইসলাম

১০-২০ এক আকাশের তারা:
ব্যান্ডের গানের অনুষ্ঠান

১০-৩০ ছন্দে আনন্দে:
ছায়াছবির গানের অনুষ্ঠান

বেলা

২-৩০ সোনালি সুর:
হারানো দিনের গানের অনুষ্ঠান

৩-০৫ প্রিয় সুর:
একই শিল্পীর গানের অনুষ্ঠান
আজকের শিল্পী: এস আই টুটুল

৩-৩৫ আধুনিক গান: আধুনিক গানের অনুষ্ঠান

বিকাল

৪-৩০ সুখের নিলয়: জনসংখ্যা স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক অনুষ্ঠান
ক. প্রসঙ্গকথা
খ. ইদ-উল-আজহায় স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সচেতনতা: ড. আলতাফ উন নাহার
গ্রন্থনা: মোঃ আমিরুল ইসলাম
প্রযোজনা: মোঃ জাকিরুল ইসলাম

৫-৪০ মহুয়া:
ময়মনসিংহ অঞ্চলের গানের অনুষ্ঠান

জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল

সকাল

১০-২০ সুখের ঠিকানা
ক. প্রসঙ্গকথা
খ. ইদের গান: বশির আহমেদ ও সাবিনা ইয়াসমিন
গ. প্রশ্নোত্তরে আলোচনা:
ইদের সময় উচ্চ রক্তচাপ
রোগীদের খাদ্য ব্যবস্থাপনা
সাক্ষাৎকার প্রদান: সামিয়া তাসনিম
সাক্ষাৎকার গ্রহণ: লাল্টু হোসাইন
প্রযোজনা: সাহিদা মঞ্জুরী

বেলা

১১-৩০ স্বাস্থ্যই সুখের মূল
ক. প্রসঙ্গকথা
খ. ইদ আড্ডা: সঞ্চালনা:

তনিমা করিম
অংশগ্রহণ: ফজলুর রহমান বাবু ও
জিয়াউল হাসান কিসলু
গ. ইদের গান: মুখলেছুর রহমান
ঘ. সাক্ষাৎকারমূলক আলোচনা:
কোরবানি-পরবর্তী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
সাক্ষাৎকার প্রদান:
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
জোবায়দুর রহমান
সাক্ষাৎকার গ্রহণ:
মামুন উর রশিদ

গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
শাহনাজ পারভীন
প্রযোজনা:
মোহাম্মদ ইফফাতুর রহমান

বিকাল

৪-০৫ এসো গড়ি ছোট পরিবার
ক. প্রসঙ্গকথা
খ. ইদ আড্ডা:
সঞ্চালনা: তামান্না সিদ্দিকী
গ. ইদের গান: আঞ্জুমান আরা
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:

মোঃ আমিনুল ইসলাম মঞ্জু
প্রযোজনা: তোফাজ্জল হোসেন

রাত

৮-১০ সুখী সংসার
ক. প্রসঙ্গকথা
খ. ইদের গান:
সাবিনা ইয়াসমিন ও
আব্দুর রউফ
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
জান্নাতুল ফেরদৌসী লিজা
প্রযোজনা: সাহিদা মঞ্জুরী

কৃষি সার্ভিস দপ্তর

সকাল

৬-৫০ কৃষি সমাচার:
কৃষি ও পরিবেশভিত্তিক অনুষ্ঠান
প্রাসঙ্গিক কথা
ক. কোরবানির বর্জ্য ব্যবস্থাপনা:
মহুয়া ইয়াসমিন
খ. ইদের গান:
ও ভাই কোরবানি দাও
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
জান্নাতুল ফেরদৌস তমা
প্রযোজনা: নুসরাত হারুন

সন্ধ্যা

৬-০৫ সোনালি ফসল:
আঞ্চলিক অনুষ্ঠান

প্রাসঙ্গিক কথা:
আসরের পরিচালক ও শিল্পীবৃন্দ
ক. বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান:
ত্যাগের শিক্ষায় মহীয়ান এদিন
খ. ইদের গান:
গানে গানে ইদ আনন্দ
গ. কবিতা: কোরবানি
ঘ. স্পট ড্রামা: পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা
অনুষ্ঠান পরিচালনা:
মো: নজরুল ইসলাম
প্রযোজনা: নুসরাত হারুন

৭-০৫ দেশ আমার মাটি আমার:
জাতীয় অনুষ্ঠান
প্রাসঙ্গিক কথা:
আসরের পরিচালক ও শিল্পীবৃন্দ
ক. পবিত্র ইদ-উল আযহা
উপলক্ষ্যে নাটক: রংয়ের লড়াই
রচনা: জাহিদ হোসেন বাবুল
প্রযোজনা:
মোঃ মোশাররফ হোসেন
খ. সঠিক নিয়মে কোরবানির গরুর
চামড়া ছাড়ানো ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা:
ড. হোসেন মো. সেলিম
গ. ছায়াছবির গান:
যদি বৌ সাজো গো
আসর পরিচালনা:
আব্দুস সুবর খান চৌধুরী
প্রযোজনা: নুসরাত হারুন

বাণিজ্যিক কার্যক্রম

সকাল

৯-৩০ ত্যাগের আনন্দ প্রাণে প্রাণে:
বিশেষ গীতিনকশা
গবেষণা, গ্রন্থনা ও গান রচনা:
ড. পিয়ার মোহাম্মদ
সুর ও সংগীত পরিচালনা:
মিল্টন খন্দকার
উপস্থাপনা: তানিয়া সুলতানা ও
মো. আহসান হাবীব
প্রযোজনা: শায়লা শারমিন স্নিগ্ধা

১০-০০ গানের ডালি:
বিশেষ অনুরোধের আসর
গবেষণা ও গ্রন্থনা:
আবু বকর সিদ্দিক
উপস্থাপনা: সালমা সুলতানা ও
আবু বকর সিদ্দিক
প্রযোজনা: শায়লা শারমিন স্নিগ্ধা

বেলা

২-০০ ইদ আড্ডা:
সেলিব্রেটিদের নিয়ে বিশেষ আড্ডা
সঞ্চালনা: ফারহানা চৌধুরী
প্রযোজনা: মোঃ দেলোয়ার হোসেন

৩-০০ সিনেরঙ: বাংলাদেশি চলচ্চিত্র শিল্পী,
কলাকুশলীদের বিভিন্ন তথ্য, সংলাপ
ও গান নিয়ে ইদের বিশেষ পর্ব
গবেষণা ও গ্রন্থনা:
মাজহারুল ইসলাম
উপস্থাপনা: ফারহানা চৌধুরী ও
মাজহারুল ইসলাম
প্রযোজনা: শায়লা শারমিন স্নিগ্ধা

বিকাল

৪-০০ স্বপ্নের ঘোর দৌড়:
৩ পর্বের বিশেষ নাটক (প্রথম পর্ব)
রচনা: জার্জীস আহমেদ
প্রযোজনা: খালেদা পারভীন

৫-০০ ঝংকার: ব্যান্ড ও অ্যালবামের গান
নিয়ে ইদের বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা ও গ্রন্থনা:
জি এম তারিক
উপস্থাপনা: আমেনা বেগম লাবনী ও
জি এম তারিক
প্রযোজনা: শায়লা শারমিন স্নিগ্ধা

সন্ধ্যা

৬-০০ সুর ছন্দে সিনে আনন্দ:
সিনেমার গান নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
(পর্ব-১)
গবেষণা ও গ্রন্থনা:
জান্নাতুল ফেরদৌসী লিজা
উপস্থাপনা: সজীব দত্ত ও
জান্নাতুল ফেরদৌসী লিজা
প্রযোজনা: শায়লা শারমিন স্নিগ্ধা

বহির্বিশ্ব কার্যক্রম

External service

রাত ১০.৩০-১১.৩০মি: (মধ্যপ্রাচ্য)
রাত ১.১৫-২.০০ মি: (ইউরোপ)
ত্যাগ ও আনন্দের ইদ:
বিশেষ অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ:
সাবেরা বেগম, পারুল আক্তার,
ফেরদৌস আহমেদ
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
লিনা লিসা
প্রযোজনা: উম্মে রুম্মান

Time of Broadcast:
Between 6:30 PM & 7:00 PM
English 1st Transmission
Between 11:45 PM & 1:00 AM
English 2nd Transmission
Duration: 15 min
Eid ul-Azha:
Festival Of Self-Purification
a. Intro on Holy Eid-ul-Azha
b. Song: Biliye Debar Din Aj
(বিলিয়ে দেবার দিন আজ)
Singer: Chorus.
c. Talk: Celebration of Eid-Ul-Azha Around the World
By: Dr. Abu Khaled Mohammad Khademul Haque

d. Recitation: Bakrid (বকরীদ)
Poet: Kazi Nazrul Islam
Recited By: Daliya Ahmed
Research and Compilation: Md Ashikuzzaman
Presented by: Shamim Khan
Produced by: Hafsa Akter Sonia

Arabic, Hindi, Nepali Service

Special Talk on the Occasion of Holy Eid-ul-Azha--2024
Written By: Dr. Waliur Rahman Khan
Translate & Read By:
Scheduled Artist of Arabic, Hindi and Nepali Service.

ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস

বেলা
১-০৫ ইদের গান
১-৩০ সাম্যের জয়গান:
ইদের গান নিয়ে বিশেষ গীতিনকশা
গীত রচনা ও গ্রন্থনা: শাফাত খৈয়াম
সুর সংযোজনা:
কাজী দেলোয়ার হোসেন
উপস্থাপনা: ফারজানা তিথি ও ফয়সাল আহমেদ
প্রযোজনা: ইয়াসমিন আক্তার
২-০০ শুনি ত্যাগের ধ্বনি:
বিশেষ কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: লাল্টু হোসাইন
প্রযোজনা: মোঃ সারোয়ার মোর্শেদ
২-২৫ ইদের গান
২-৪০ বিশেষ নাটক:
ত্যাগের উৎসব (১ম পর্ব)
প্রযোজনা: নাসিমা বেগম

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম

সকাল
১০-০৫ ত্যাগের খুশি প্রাণে প্রাণে:
চলচ্চিত্রের গান নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা ও গ্রন্থনা: ইকবাল খোরশেদ
উপস্থাপনা: তানিয়া সুলতানা ও লাল্টু হোসাইন
প্রযোজনা:
উম্মে ফারহানা হোসেন শিমু

পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা (যন্ত্রবিহীন)

১৭ জুলাই, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ ● ১০ মহররম ১৪৪৬ হিজরি

বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

নিশুতি অধিবেশন

ঢাকা-খ: মধ্যম তরংগ ৮১৯ কিলোহার্জ
(এফ এম ১০২ মেগাহার্জ)

রাত

১২-১৫ ফোরাত কূলে কারবালাতে:
নিশুতির নাটক
রচনা: নাসরীন মুস্তফা
প্রযোজনা: আব্দুল হাই দূর্বার

২-০০ ফোরাতের কূল কাঁদে:
বিশেষ গীতিনকশা
গীতরচনা ও গ্রন্থনা:
আয়েত হোসেন উজ্জ্বল
সুর সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনা:
টিপু সুলতান বাবর
প্রযোজনা: রাকিবা কবির ও
মোঃ মনিরুজ্জামান

ঢাকা-ক: মধ্যম তরংগ ৬৯৩ কিলোহার্জ
(এফ এম ১০৬ মেগাহার্জ)

সকাল

৮-৩০ দর্পণ: জাতীয় ইতিহাস,
ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান পবিত্র আশুরা
উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
ক. উৎসবে বাংলাদেশ:
তাজিয়া মিছিল নিয়ে নিবন্ধ
খ. আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে
আশুরার শিক্ষা নিয়ে নিবন্ধ
গ. ইসলামী গান (মর্শিয়া)
গ্রন্থনা: তাপসী মুনির
উপস্থাপনা: আহসান হাবীব বাপ্পী ও
তামান্না সিদ্দিকী
পান্ডুলিপি পাঠে:
এস এম উপমা শিরিন
প্রযোজনা: মোঃ দুলাল হোসাইন

৯-৩০ ত্যাগের মহিমা:
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
প্রাসঙ্গিক কথা: উপস্থাপক
ক. মর্সিয়া: মা ফাতেমার নয়নমণি
খ. পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে
আসরভিত্তিক আলোচনা
গ. মর্সিয়া:
আশুরার এই শোকের দিনে
ঘ. বিষাদ সিন্ধু গ্রন্থ থেকে পাঠ
ঙ. কবিতা: মহররম
গ্রন্থনা: শাকিলা হাসিন
উপস্থাপনা: খোন্দকার তালাল ও
মারজুকা বিনতে নাহিয়ান বিভা
পরিচালনা: কাজী সাকেরা বানু
(কাজী ডেইজী)
প্রযোজনা: তৃপ্তি কণা বসু

১০-০৫ পবিত্র আশুরার তাৎপর্য ও শিক্ষা: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ:
মাওলানা
মোঃ নুরুল আমিন আমজাদী,
মাওলানা মোঃ সানাউল্লাহ
সঞ্চালন:
মাওলানা মোঃ এহসানুল হক
প্রযোজনা: মোঃ দুলাল হোসাইন

১০-৩০ অশ্রুসজল কারবালা:
বিশেষ গীতিনকশা
গীতরচনা ও গ্রন্থনা:
মহম্মদ সাজিদ মাহমুদ (প্রামানিক)
সুর সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনা:
আবু বকর সিদ্দিক
প্রযোজনা: রাকিবা কবির ও
মোঃ মনিরুজ্জামান

বেলা

৩-০৫ ফোরাতের তীরে: বিশেষ নাটক
রচনা: ফজলুল করিম
প্রযোজনা: এবিএম মাহবুবুর রহমান

বিকাল

৫-৩০ প্রজন্মকণ্ঠ: নতুন প্রজন্মের অংশগ্রহণে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান প্রাসঙ্গিক কথা
ক. কবিতা: মহররম
খ. মহররমের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট:
মোঃ আরিফুল হক
গ. ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর জীবনী: মোঃ আলমগীর ইসলাম
ঘ. মীর মোশাররফ হোসেন এর বিষাদ সিন্ধু গ্রন্থ থেকে পাঠ
ঙ. ইসলামি গান (মর্সিয়া)
গ্রন্থনা: আয়েশা সিদ্দিকা মনি
উপস্থাপনা: আয়েশা সিদ্দিকা মনি ও সাদিউর রহমান সাদি
প্রযোজনা: ড. সায়লা আকতার

রাত

৯-০০ উত্তরণ: শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমসাময়িক প্রসংগ নিয়ে সাজানো ম্যাগাজিন
ক. পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. স্বরচিত কবিতা:
কবি নাসির আহমেদ
গ. চলতি বিশ্ব: চলতি বিশ্বে ঘটে যাওয়া প্রাত্যহিক ঘটনাবলি, সংকলন ও পর্যালোচনা:
মাসুদ করিম
ঘ. পবিত্র আশুরা এক তাৎপর্যময় দিন:
মাওলানা ড. মোঃ আব্দুল কাদির
ঙ. বিহঙ্গ: শ্রোতাদের পাঠানো চিঠি ও ই-মেইলের জবাবের আসর:
নাদিয়া ফেরদৌস
চ. মর্সিয়া
গ্রন্থনা:
জোবায়েদ হোসেন পলাশ
উপস্থাপনা:
জোবায়েদ হোসেন পলাশ ও সুরাইয়া সুলতানা মনিরা
পাণ্ডুলিপি পাঠে:
যায়েদ জুলফিকার
প্রযোজনা:
নাদিয়া ফেরদৌস

৯-৪৫ বেতার বিবরণী:
বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা: ইমরুল হাসান চৌধুরী
ধারাবর্ণনা: শামীম আহমেদ
প্রযোজনা:
মো: দুলাল হোসাইন

১০-০৫ বিশেষ দোয়া মাহফিল
পরিচালনা:
মাওলানা মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
প্রযোজনা: মোঃ দুলাল হোসাইন

ঢাকা-খ: মধ্যম তরংগ ৮১৯ কিলোহার্জ (এফ এম ১০২ মেগাহার্জ)

সকাল

৭-৩০ মহানগর: ঢাকা মহানগর কেন্দ্রিক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. পবিত্র আশুরার গুরুত্ব ও তাৎপর্য
গ. মর্সিয়া: মা ফাতেমার নয়নমণি
ঘ. এই ঢাকা: ঢাকার ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে তথ্য প্রতিবেদন:
হোসেনি দালান
রচনা: ফরিদা ইয়াসমিন
ঙ. মর্সিয়া:
বহিছে সাহারায় শোকের লু-হাওয়া
গ্রন্থনা: লিয়াকত আলী খান
উপস্থাপনা: লিয়াকত আলী খান ও রফিকা বিনতে জাহেদ
প্রযোজনা: তৃপ্তি কণা বসু

দুপুর

১২-০০ ফোরাত কূলে কারবালাতে:
বিশেষ নাটক
রচনা: নাসরীন মুস্তফা
প্রযোজনা:
আব্দুল হাই দূর্বার

বেলা

১-০৫ শোকের আবহে মহররম:
গীতিনকশা
গীত রচনা ও গ্রন্থনা:
খন্দকার আব্দুল মোতালেব
সুর সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনা:
লোকমান হাকিম
প্রযোজনা: রাকিবা কবির ও
মোঃ মনিরুজ্জামান

বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম

সকাল

৭-৪৫ ফোরাতের তীরে:
স্বরচিত কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও পরিচালনা:
সাইদুল আরেফিন
প্রযোজনা: শাহীন আকতার

৮-১৫ আলোকপাত:
প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
নিজাম হায়দার সিদ্দিকী
ক. পুস্তক পর্যালোচনা: বিষাদ সিন্ধু,
মীর মশাররফ হোসেন
পর্যালোচনা: হাফিজুর রহমান
খ. মহররমের গান:
হায় হোসেন হায় হোসেন
গ. মুসলিম জাতির ইতিহাসে আশুরার মাহাত্ম্য:
ড. মো. আনোয়ার হোসেন
প্রযোজনা:
মো. নাঈম সিদ্দিকী

বেলা

১-৩০ মহররমের শিক্ষা: শিশু কিশোরদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও পরিচালনা:
আয়েশা খাতুন
শিশু উপস্থাপক: আয়মান যাহিন
ক. মহররমের শিক্ষা নিয়ে আলোচনা
খ. মহররমের গান
গ. সদা সত্য কথা বিষয়ক আলোচনা
ঘ. মহররমের কবিতা আবৃত্তি
প্রযোজনা: শাহীন আকতার

২-৩০ মহিমান্বিত দিন:
বিশেষ গীতিনকশা

রচনা: জসিম উদ্দিন খান
সুর সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনা:
মো. মোস্তফা কামাল
উপস্থাপনা:
আবদুল্লাহ আল মামুন ও তাসলিমা আক্তার
প্রযোজনা:
মো. নাঈম সিদ্দিকী

বিকাল

৫-২০ কারবালার তরে কাঁদি:
বিশেষ গ্রন্থনাবদ্ধ গানের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: কোহিনুর আক্তার শাকি
উপস্থাপনা: নাসরিন ইসলাম
প্রযোজনা: মো. নাঈম সিদ্দিকী

রাত

১০-৩০ পবিত্র আশুরার বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল
পরিচালনা:
ড. দেলোয়ার হোসেন আনসারি
ক. পবিত্র আশুরার বিভিন্ন ঘটনার তাৎপর্য ও শিক্ষা:
মাওলানা এরশাদুল হক
খ. দোয়া মাহফিল
প্রযোজনা:
ড. মোহাম্মদ সাঈদুর রহমান

বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

সকাল

৭-৩০ স্পন্দন: প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গবেষণা ও গ্রন্থনা: জিহাদ জনি
পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে
প্রাসঙ্গিক কথা
ক. আশুরার তাৎপর্য ও আমাদের শিক্ষা
খ. মর্শিয়া
প্রযোজনা: মো. মাসুম পারভেজ

৮-১৫ শোকাতুর কারবালা:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: বাসেত হোসেন প্রামানিক
সুর-সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা: আব্দুস সালাম
ধারাবর্ণনা: শিখা খাতুন
প্রযোজনা: ফারজানা ইয়াসমিন

৯-০৫ মরুর বুকে শোকের মাতম:
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ড. শিরিন আখতার
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. হামদ: ওয়াফা আহমেদ প্রাপ্তি
গ. পবিত্র আশুরার ইতিহাস গল্পাকারে আলোচনা
ঘ. নাত এ রসুল (স:)
ঙ. কবিতা আবৃত্তি (আশুরা উপলক্ষ্যে)
চ. হামদ
প্রযোজনা: সবুজ কুমার দাস

দুপুর

১২-১৫ রক্তাক্ত কারবালা: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: আবুল কালাম আজাদ মোল্লা
ধারাবর্ণনা: বিলকিস বেগম
সুর সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা: মো. আলাউদ্দিন
প্রযোজনা: ফারজানা ইয়াসমিন

১২-৪৫ মর্সিয়া: ফওজিয়া নাহিদ

বেলা

১-০৫ মরুর বিষাদগাঁথা:
কারবালার বিষাদকাহিনী বর্ণনা
পরিবেশনা: মহাতাব সরকার ও তাঁর সঙ্গীরা
প্রযোজনা: ফারজানা ইয়াসমিন

৩-০৫ কারবালার আর্তনাদ:
বিশেষ নাটক
মূল কাহিনি: মীর মোশাররফ হোসেন
বেতার নাট্যরূপ ও প্রযোজনা:
মুহা: আমজাদ আলী

বিকাল

৫-১৫ আশুরার তাৎপর্য ও শিক্ষা:
আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনায়: আতোয়ার রহমান
অংশগ্রহণ:
ড. মো. মাহবুবুর রহমান ও
মাওলানা মো. জহুরুল ইসলাম
প্রযোজনা: এস এম নাদিম সুলতান

বাংলাদেশ বেতার, খুলনা

সকাল

৬-৩০ পবিত্র আশুরার শিক্ষা
৬-৩৫ ফোরাতের পাড়ে শোকের মাতম:
গ্রন্থিত বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: রেজাউল করিম
ধারাবর্ণনা:
মোঃ আজমল হাসান
প্রযোজনা:
মোঃ মামুন আকতার

৮-৩০ কারবালার মাতম:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা, সুর ও সঙ্গীত পরিচালনা:
এস কে সাহিদুর রহমান সাঈদ
ধারাবর্ণনা: নাসিরুজ্জামান
প্রযোজনা:
মো. মামুন আকতার

বেলা

১-০৫ মহররমের চাঁদ এলো ঐ:
বাংলাদেশ বেতার খুলনা কেন্দ্রে প্রচারিত গীতিনকশা থেকে নির্বাচিত মর্সিয়ার গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও ধারাবর্ণনা:
সানজানা খান
প্রযোজনা:
মো. মামুন আকতার

২-০৫ মহররমের আকুল বেদনায়:
কবিতা আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
উম্মে কুলসুম পলি
প্রযোজনা:
মোঃ আশিকুর রহমান

৩-৩০ ফোরাতের কূলে: হামদ, নাত ও মর্সিয়া সমন্বয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও ধারাবর্ণনা:
মামুনুর রশিদ
প্রযোজনা: মো. মামুন আকতার

বিকাল

৫-১০ আশুরার শিক্ষা ও তাৎপর্য:
আলোচনা ও দোয়া মাহফিল
পরিচালনা: মুফতি আব্দুল কুদ্দুস
প্রযোজনা: মো. মামুন আকতার

৯-০৫ মহররম মাহিনা:
বিষাদ সিন্ধু থেকে
সংকলিত অংশ নিয়ে পাঠ
পাঠে: নাসিরুজ্জামান
সংকলন: নাজমুল হক লাকি
প্রযোজনা:
মো. মামুন আকতার

বাংলাদেশ বেতার, রংপুর

সকাল

৭-৪৫ হামদ/নাত

৯-৩০ ফোরাতের কূলে: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: এ কে এম শহিদুর রহমান
ধারাবর্ণনা: জিন্নাতুন নাহার ও
ইফতেখারুল আলম রাজ
প্রযোজনা:
মুহাম্মদ মইন উদ্দিন

দুপুর

১২-১৫ মহররমের পুঁথি পাঠ:
এম এ সোবহান

২-১০ পবিত্র আশুরার ঐতিহাসিক
প্রেক্ষাপট, গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে
আলোচানা অনুষ্ঠান ও
দোয়া মাহফিল
পরিচালনা:
মাওলানা বায়েজিদ হোসাইন
ক. তেলাওয়াত এ কালামেপাক ও
তরজমা
খ. পবিত্র মুহাররমের গুরুত্ব ও
তাৎপর্য
গ. আশুরায় করণীয়,
বর্জনীয় ও ইবাদত
ঘ. কিয়াম পরিচালনা ও মোনাজাত
প্রযোজনা:
মোছাঃ ফারহানা আর্জুমান বানু

৩-০৫ নাটক: কারবালার কান্না
রচনা: আব্দুল হাই দুর্বার
প্রযোজনা:
এস এম সরোয়ার হোসেন

বাংলাদেশ বেতার, সিলেট

সকাল

৬-৩০ ফোরাত কান্দে আজো:
বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: আব্দুল হামিদ মানিক
প্রযোজনা:
প্রদীপ চন্দ্র দাস

৭-৩০ করুন সুরের মূর্ছনা:
গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: আব্দুস সবুর মাখন
উপস্থাপনা: রিফাত আরা
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

৮-২০ মর্সিয়া: আব্দুল লতিফ

৮-৩০ বিচিত্রা: প্রভাতি ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. প্রসঙ্গ কথা: (দিবসভিত্তিক)
খ. পবিত্র আশুরার প্রেক্ষাপট:
মাওলানা আশরাফুল করিম
গ. বিষাদ সিন্ধু থেকে পাঠ
(মহররম পর্ব): জিল্লুর রহমান জয়
ঘ. পবিত্র আশুরার ঐতিহাসিক
তাৎপর্য্য ও এর শিক্ষা:
মাওলানা মাহমুদুল হাসান
ঙ. মুহাররম কবিতা থেকে আবৃত্তি
চ. মর্সিয়া
গ্রন্থনা: এম এ হোসেন
প্রযোজনা: মো. দেলওয়ার হোসেন

৯-০৫ মর্সিয়া: উজির মিয়া

৯-২০ শহিদ-ই-কারবালা:
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান
প্রসঙ্গ কথা: উপস্থাপক
ক. পবিত্র আশুরার ইতিহাস ও শিক্ষা
নিয়ে শিশুতোষ আলোচনা:
অধ্যাপক কাজী আতাউর রহমান
খ. দিবসভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি:
লুবাবা মুহতাসীন চৌধুরী
গ. ত্যাগ চাই মর্সিয়া ক্রন্দন চাইনা:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: হীরা শামীম
সুর ও সঙ্গীত পরিচালনা:
মো. কুতুব উদ্দিন
ধারাবর্ণনা: মৌমিতা মজুমদার
গ্রন্থনা: লতিফা বেগম
উপস্থাপনা:
সিদরাতুল মুনতাহা লামিয়া
প্রযোজনা: মো. দেলওয়ার হোসেন

দুপুর

১২-১০ মর্সিয়া

বেলা

২-৩০ বেদনাময় দিন:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: সদরুজ্জামান চৌধুরী
সুর: মো: কুতুব উদ্দিন
ধারাবর্ণনায়: রিফাত আরা
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

৩-০৫ অশ্রুসজল কারবালা:
গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: আ ফ ম সাঈদ
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

৩-৩০ ক্রন্দসী কারবালা:
কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
পরিচালনা: নাজমা পারভীন
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

বিকাল

৪-৪৫ মর্সিয়া: মো: শামীম আহমদ

৫-১০ ইসলামের ইতিহাসে ঘটনাবহুল দিন
পবিত্র আশুরা: আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণে: মাওলানা শাহ আলম,
প্রফেসর জেবা আমাতুল হান্না,
মাওলানা শাহ নজরুল ইসলাম
সঞ্চালনা:
আনোয়ার হোসেন রনি
প্রযোজনা: পবিত্র কুমার দাশ

রাত

১০-০০ দোয়া মাহফিল:
ক. পবিত্র কোরআন থেকে
তেলওয়াত ও তর্জমা:
মাওলানা ক্বারী শফিকুর রহমান
খ. পবিত্র আশুরার
ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট:
মাওলানা আলমগীর হোসাইন
গ. পবিত্র আশুরার দিনে
করণীয় ও বর্জনীয়:
মাওলানা হাবিব আহমদ শিহাব
ঘ. দোয়া মাহফিলে অংশগ্রহণ
দোয়া পরিচালনা:
মাওলানা মোজাম্মিল হোসাইন
পরিচালনা: মাওলানা মুতিউর রহমান
প্রযোজনা: মো: দেলওয়ার হোসেন

বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

সকাল

৬-৪৫ কাঁদে ফোরাত কাঁদে কারবালা:
মর্সিয়া

৯-০৫ শোকগাথা কারবালা: গীতিনকশা
রচনা: এস এম নাসির উদ্দিন
সুর ও সঙ্গীত পরিচালনা:
সজীব আহমেদ
বর্ণনা: জান্নাতুল ফেরদৌস
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

১০-০৫ আশুরার শিক্ষা ও তাৎপর্য:
আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনায়:

প্রফেসর মোহাম্মদ আবদুর রব
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ
১০-৩০ পুঁথি পাঠ: পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে
বেলা
৩-০৫ ফোরাতের কূলে: শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে গীতিনকশা
রচনা: মাহাবুবা হুসাইন চৌধুরী
সুর ও সংগীত পরিচালনা:
মীর সাব্বির হোসেন শামীম
বর্ণনা: আজমেরী রহমান নুহা
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ
৩-৩৫ হোসাইন বিনে কান্দে ফোরাত: মর্সিয়া
বিকাল
৫-১৫ কারবালার প্রান্তরে:
বিশেষ গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: জাহিদ হোসেন
ক. দিবস ভিত্তিক আলোচনা:
উপস্থাপক
খ. পবিত্র আশুরার ঐতিহাসিক ঘটনাবলী: নূর মোহাম্মদ
গ. মর্সিয়া
ঘ. বিষাদ সিন্ধু গ্রন্থ থেকে পাঠ:
নেজারুল ইসলাম বাবু
ঙ. নাতে রাসূল (সা.)
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ
৬-৩০ মহররমের চাঁদ এলো ঐ:
কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মোঃ হাফিজুর রহমান
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ
১০-২০ মর্সিয়া

বাংলাদেশ বেতার, ঠাকুরগাঁও

সকাল
১০-২০ বিষাদ সিন্ধু থেকে পাঠ
১০-৩০ ফোরাতের কান্না: গীতিনকশা
রচনা: আনোয়ারুল ইসলাম
সুর ও সংগীত পরিচালনা:
কায়ছার আলী রুবেল
ধারাবর্ণনা: তাসমি আল বারী ও
জহুরা খাতুন
প্রয়োজনা: অভিজিত সরকার
বিকাল
৪-৩৫ পবিত্র আশুরার ঐতিহাসিক ঘটনা ও তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল
পরিচালনা:
মাওলানা মো. নূরে আলম
প্রয়োজনা: মো. জহুরুল আলম
৫-১০ রক্তাক্ত খঞ্জর: বিশেষ নাটক
বেতার নাট্যরূপ:
মাশরেকুল আরেফিন
প্রযোজনা:
মো. জহুরুল আলম

বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার

সকাল
১০-০৫ শোকগাথা কারবালা:
শিশু কিশোরদের অংশগ্রহণে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
আব্দুল্লাহ আবরার হাকিম
ক. দিবসভিত্তিক কবিতা আবৃতি:
নাবিহা মামুন
খ. হামদ
গ. কারবালার ইতিহাস নিয়ে শিশুতোষ আলোচনা
প্রযোজনা:
আহমদ মুনতাসির মুয়ীয চৌধুরী
বেলা
১১-১০ কাঁদে কোন ক্রন্দসি:
কবিতা আবৃতির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
সিরাজুল হক সিরাজ
প্রযোজনা:
আহমদ মুনতাসির মুয়ীয চৌধুরী
১১-৩০ এলো রে মহররম:
যুবকদের অংশগ্রহণে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মারুফুল আলম শায়েল
ক. হা'মদ
খ. দিবসভিত্তিক কবিতা আবৃতি:
সানজিদা খান সায়মা
গ. কারবালার কাহিনী নিয়ে যুব সমাজের শিক্ষা
প্রযোজনা:
আহমদ মুনতাসির মুয়ীয চৌধুরী
১-০৫ শোকে ছাওয়া কারবালা:
পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে কবিতা, প্রবন্ধ, গান, উদ্ধৃতি নিয়ে গ্রন্থনাবদ্ধ বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: নাজমা পারভীন
প্রযোজনা: কাজী মো. নুরুল করিম
৩-৩৫ মাঠ লাল আজ রক্তের আবীরে:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: এরশাদুল হক
সংগীত পরিচালনা:
বশিরুল ইসলাম
প্রযোজনা: কাজী মো. নুরুল করিম
বিকাল
৪-০০ পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে বিশেষ দোয়া মাহফিল
পরিচালনা:
মাওলানা মোঃ কামাল উদ্দিন
প্রযোজনা:
কাজী মো. নুরুল করিম

বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান

সকাল
৭-৩০ মর্সিয়া: পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে
৮-১৫ কথিকা: সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় পবিত্র আশুরার তাৎপর্য-কথক:
মাওলানা মো. আব্দুল আওয়াল
৮-৪০ শোকে ছাওয়া কারবালা:
বিশেষ কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
তাহিয়া রহমান
প্রযোজনা:
এ বি এম রফিকুল ইসলাম
৯-১৫ এলাহি আল আমিন:
বিশেষ আলোচনা, দোয়া ও মিলাদ মাহফিল
পরিচালনা:
মাওলানা মো: মোবাশ্বেরুল হক
প্রযোজনা: মো. মামুনুর রহমান
বেলা
২-০৫ থামছে না আজ কান্নার রোল:
বিশেষ গীতিনক্সা

রচনা: মো: ওবায়দুল্লাহ
সুর সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা: সৈয়দুল হক
প্রযোজনা: মো. মামুনুর রহমান

২-৩৫ বিষাদ সিন্ধু গ্রন্থ থেকে অংশ বিশেষ পাঠ

২-৪০ মাতম আজ কারবালাতে: কারবালার ঘটনা নিয়ে রচিত গান, কবিতা, মর্সিয়া, হামদ, নাত-এ-রসূল, নাট্যাংশ সমন্বয়ে বিশেষ গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গবেষণা ও গ্রন্থনা: মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
উপস্থাপনা: হোসনে আরা শিরিন ও মোবারক হোসেন
প্রযোজনা: মো. মামুনুর রহমান

৩-২০ মহররমের পুঁথি পাঠ: আব্দুল আজিজ

৩-৩০ অশ্রুজলে ফোরাত কূলে: গীতিনক্শা
রচনা: আমিনুর রহমান প্রামাণিক
সুর সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনা: মো. আব্দুর রহিম
ধারাবর্ণনায়: লিমা আক্তার এবং মাহমুদুল হাসান
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

বিকাল

৪-১০ বিষাদ সিন্ধু গ্রন্থ থেকে পাঠ

৪-২০ মহররমের জারি: আরিফ দেওয়ান ও সঙ্গীরা

৮-৩৫ রক্তে রাঙা ফোরাত নদী: দলীয় পরিবেশনা
পরিবেশনায়: ওয়াহিদুল আলম স্মৃতি একাডেমি
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

বাংলাদেশ বেতার, রাঙামাটি

সকাল

৭-৩৫ নীল সিয়া আসমান: গীতিনকশা
রচনা: দুলাল চৌধুরী
সুর ও সঙ্গীত পরিচালনা: পাপিয়া আহমেদ
প্রযোজনা: মো. জাকারিয়া সিদ্দিকী

৮-৩০ ত্যাগ চাই, মার্সিয়া ক্রন্দন চাহিনা: স্বরচিত গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মো. মহিউদ্দিন
প্রযোজনা: মো. জাকারিয়া সিদ্দিকী

বেলা

২-৩৫ ফোরাতের কূলে: শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গবেষণা ও গ্রন্থনা: হাসান মাহমুদ মনজু
সুর ও সঙ্গীত পরিচালনা: আলী হোসেন চৌধুরী
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মুক্তা আক্তার
ক. মহররমের গান
খ. কবিতা আবৃত্তি
গ. কারবালার ঘটনা থেকে শিশুদের শিক্ষা: আরিফা আক্তার
ঘ. সমবেত কণ্ঠে মহররমের গান
ঙ. কবিতা আবৃত্তি
প্রযোজনা: মো. জাকারিয়া সিদ্দিকী

৩-৪০ অগ্রপথিক: যুব সমাজের জন্য অনুষ্ঠান
উপস্থাপক: সাদিয়া রহমান মুমু
প্রযোজনা: মো. জাকারিয়া সিদ্দিকী

বিকাল

৪-২৫ গিরিসম্ভার: তথ্য, বিনোদন ও প্রচারণামূলক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
দিবসভিত্তিক প্রসঙ্গকথা
ক. মার্সিয়া
খ. মহররমে প্রেক্ষাপট ও আমাদের শিক্ষা
গ. মহররমের কবিতা আবৃত্তি
ঘ. রূপালি ও ক্রীড়া জগৎ: শাহিনা আক্তার
প্রযোজনা: মো. জাকারিয়া সিদ্দিকী

৫-২০ চিরভাস্বর কারবালা: সকল শহিদের মাগফিরাত কামনা ও আশুরার তাৎপর্য বিষয়ে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল
গবেষণা, গ্রন্থনা ও পরিচালনা: মাও মো. ছদর উদ্দিন
প্রযোজনা: মো. সেলিম

৫-৪০ দুলদুল ফেরে ঐ মদিনায়: গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মো. ফখরুজ্জামান

বাংলাদেশ বেতার, কুমিল্লা

সকাল

৯-০৫ পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে পুঁথি পাঠ: মো. মকবুল হোসেন

৯-৩৫ আশুরার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: নুর মোহাম্মদ রাজু
প্রযোজনা: মো. ইমরান হোসেন

বিকাল

৩-০৫ তুমি যে নুরের রবি: শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপন: নাজমুন নাহার পূর্ণি
ক. বিষাদ সিন্ধু থেকে পাঠ
খ. কবিতা আবৃত্তি
গ. পবিত্র আশুরার শিক্ষা
প্রযোজনা: মো. ইমরান হোসেন

৪-০৫ নাটক: ফোরাতের কান্না
রচনা: আবদুল হাই দূর্বার
প্রযোজনা: সৈয়দ মো: বিলাল উদ্দিন

৪-৪০ পবিত্র আশুরার গুরুত্ব ও তাৎপর্য: মাওলানা ইব্রাহিম মাহমুদী
প্রযোজনা: এ এইচ এম মেহেদি হাছান

৪-৫০ পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে পুঁথি পাঠ: মো. মকবুল হোসেন

৫-১০ কারবালার শিক্ষা: বিশেষ আলোচনা ও দোয়া মাহফিল
পরিচালনা: মাওলানা আব্দুল মতিন
প্রযোজনা: এ এইচ এম মেহেদি হাছান

৫-৩৫ মহররমের চাঁদ এলো ঐ: কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: উত্তম বহ্নি সেন
প্রযোজনা: এ এইচ এম মেহেদি হাছান

৬-০৫ রক্তে রাঙ্গা ফোরাত নদী: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: আহমেদ উল্লাহ
সুর ও সঙ্গীত পরিচালনা: এম এ কাইউম খান
ধারাবর্ণনা: সোহানা শারমিন ও খায়রুল বাসার বাঁধন
প্রযোজনা: এ এইচ এম মেহেদি হাছান

বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ

সকাল

৮-১৫ মর্সিয়া
৮-৩৫ কাঁদে ফোরাত কাঁদে কারবালা:
মর্সিয়া, হামদ ও নাত-ই-রাসুল (স:)
সমন্বয়ে বিশেষ গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গবেষণা ও গ্রন্থনা:
সিফাত বিনতে জামান রাকা
উপস্থাপনা:
সিফাত বিনতে জামান রাকা ও
আবুল আহসান
প্রযোজনা:
হুমায়ুন কবির
৯-০৫ সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় আশুরার
শিক্ষা ও তাৎপর্য:
আলোচনা ও দোয়া মাহফিল
সঞ্চালনা:
মাওলানা মো. রুহুল আমীন
অংশগ্রহণে: আবু অবায়দা
মোহাম্মদ মাস-উ-দুল হক
ড. আবু সাঈদ মো: আবদুল্লাহ
হাফেজ মাওলানা মুফতি ওয়ালিউল্লাহ
প্রযোজনা:
হুমায়ুন কবির

বেলা

৩-০৫ পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে পুঁথি পাঠ:
আবু বকর সিদ্দিকী

বিকাল

৪-০৫ রক্তে ভেজা কারবালা:
কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থণা ও উপস্থাপনা:
রবিউল ওহাব
প্রযোজনা: ফয়সাল মাহমুদ
৪-২০ আজও কাঁদে ফোরাত:
বিশেষ গীতিনকশা
(খুলনা কেন্দ্র থেকে সংগৃহীত)
রচনা: মো: রেজাউল করিম
সুর ও সঙ্গীত পরিচালনা:
শেখ আলী আহমদ
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ

সকাল

৮-২০ পূর্বাশা: প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. প্রসঙ্গকথা (মহররম)
খ. পবিত্র আশুরার ইতিহাস,
গুরুত্ব ও ফজিলত:
মো. এনামুল হক তালুকদার
গ. কবিতা আবৃত্তি:
মহররম: এনায়েত কবির
ঘ. গান:
আশুরা নয় শুধু শোকের মাতম:
খালিদ হোসেন
গ্রন্থনা: মাহমুদা বেগম
প্রযোজনা: মোঃ জাকিরুল ইসলাম
৮-৪০ রক্তে রাঙা ফোরাত:
বিশেষ মরমী গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
আঁখি আকবর রনি
প্রযোজনা: মোঃ জাকিরুল ইসলাম
৯-১৫ পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে
হামদ ও নাত
৯-৪০ মরুর দুলাল:
ভক্তিমূলক নজরুল সঙ্গীত
১০-১০ পরশপাথর: হামদ ও নাত
১০-২০ বিষাদ সিন্ধু: বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. বিষাদ সিন্ধু থেকে
নির্বাচিত অংশ পাঠ:
শিহাব সাকিব ঈশান
খ. ভক্তিমূলক গান:
আল্লাহ তোমার প্রেমে পাগল:
মো আলতাফ হোসেন
১০-৩০ নূরের রবি:
পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে হামদ ও নাত

বেলা

২-৩০ সুমধুর ধ্বনি:
পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে হামদ ও নাত
৩-০৫ পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে বিশেষ
ভক্তিমূলক গান
৩-৩৫ বিষাদ সিন্ধু থেকে নির্বাচিত
অংশ পাঠ: রাফিয়া ইসলাম ভাবনা
পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে হামদ ও নাত

বিকাল

৪-০৫ মরুর হাওয়া:
ভক্তিমূলক নজরুল সঙ্গীত
৪-১৫ আকাশ কান্দে বাতাস কান্দে:
বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. বিষাদ সিন্ধু থেকে পাঠ
খ. মর্সিয়া:
কোথায় আছো হানিফ চাচা:
শেখ বদি রহমান
গ. কাওয়ালী: শোন আল্লাহর প্রিয় বান্দা:
কাদির কাওয়াল
৪-৪০ নয়ন মনি:
পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে হামদ ও নাত
৫-১০ পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে হামদ ও নাত
৫-৪০ পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে হামদ ও নাত

সন্ধ্যা

৬-০৫ আলোর পথে:
ভক্তিমূলক নজরুল সঙ্গীত
৬-৩০ মদিনার চাঁদ:
পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে হামদ ও নাত

জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল

সকাল

৭-২০ সুখের ঠিকানা
প্রসঙ্গকথা: উপস্থাপক
প্রযোজনা: সাহিদা মঞ্জুরী

বেলা

১১-৩০ স্বাস্থ্যই সুখের মূল
ক. প্রসঙ্গকথা: উপস্থাপক
খ. নাতে রাসুল: নিখিল ভুবন
গ. পুঁথি পাঠ: ফজলুর রহমান বাবু
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
শাহনাজ পারভীন
প্রযোজনা: মোহাম্মদ ইফফাতুর রহমান

বিকাল

৪-০৫ এসো গড়ি ছোট পরিবার
ক. প্রসঙ্গকথা: উপস্থাপক
খ. নাতে রাসূল: নবি দিনের রাসূল
রচনা: দেলোয়ার হোসেন দুলাল
প্রযোজনা: বাহরাম সিদ্দিকী
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: জীনাত আক্তার
প্রযোজনা: তোফাজ্জল হোসেন

রাত

৮-১০ সুখী সংসার
ক. প্রসঙ্গকথা: উপস্থাপক
খ. নাতে রাসূল: হে খোদা দয়াময়
রচনা: তারিক মনজুর
প্রযোজনা:
সৈয়দা ফরিদা ফেরদৌসী যাত্রি
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মো: শাহীনুর রহমান
প্রযোজনা: তোফাজ্জল হোসেন

বহির্বিশ্ব কার্যক্রম

রাত ১০.৩০-১০.৫০ টা (মধ্যপ্রাচ্য)
রাত ০১.৩০-০১.৫০ টা (ইউরোপ)
রক্তে রাঙা ফোরাত
বিশেষ অনুষ্ঠান (যন্ত্রবিহীন)
ক. পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে
প্রাসঙ্গিক কথা
খ. মর্সিয়া: মা ফাতেমার বুকের মানিক
গ. পবিত্র আশুরার ঐতিহাসিক
প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য
ঘ. কবিতা: মহররম
ঙ. মর্সিয়া: রক্তে রাঙা ফোরাত নদী
গবেষণা ও গ্রন্থনা: মোঃ তাজুল ইসলাম
উপস্থাপনা: মোঃ তাজুল ইসলাম ও
জিনাত আক্তার দীপা
প্রযোজনা: উম্মে রুম্মান

ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস

বেলা
১-২৫ মহররমের জারি: ফোরাতের কোলেতে
সুরকার ও শিল্পী: খালিদ হোসেন
কথা: আব্দুল হাই আল হাদী
১-৩০ মহররমের চাঁদ এলো:
বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. গান: শোকগাথা কারবালা
খ. আশুরার গুরুত্ব ও ফজিলত
গ. কবিতা: মহররম
ঘ. মহররমের পুঁথি:
কারবালা ময়দানে যবে হোসেন
গ্রন্থনা: সুরাইয়া সুলতানা মনিরা
উপস্থাপনা: সুরাইয়া সুলতানা মনিরা
ও আহসান হাবিব বাপ্পি
প্রযোজনা: মোঃ সারোয়ার মোর্শেদ

কৃষি সার্ভিস দপ্তর

সকাল
৬-৫০ কৃষি সমাচার: কৃষি ও পরিবেশ
ভিত্তিক অনুষ্ঠান
প্রাসঙ্গিক আলোচনা
মর্সিয়া: মনে পড়ে মহরম
প্রযোজনা: নুসরাত হারুন
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
পারভীন আহসান মিলি
১০-৩০ শস্য শ্যামল: পরিবেশ বিষয়ক
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান প্রাসঙ্গিক আলোচনা
মর্সিয়া: আশুরার দিন আহ
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
শফিকুল ইসলাম বাহার
উপস্থাপনা: সুরাইয়া সুলতানা মনিরা
প্রযোজনা: নুসরাত হারুন

বিকাল
৫-৫০ সবুজ প্রান্তর:
পরিবেশ বিষয়ক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. প্রাসঙ্গিক আলোচনা
খ. মর্সিয়া:
এলো ফিরে এলো ফিরে মহররম
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: ইফতেখার আলম
প্রযোজনা: নুসরাত হারুন
সন্ধ্যা
৬-০৫ সোনালি ফসল: আঞ্চলিক অনুষ্ঠান
কিষাণবধূ
(গ্রামীণ মহিলাদের জন্য অনুষ্ঠান)
প্রাসঙ্গিক কথা
ক. পবিত্র আশুরার গুরুত্ব ও
তাৎপর্য নিয়ে বিশেষ কথিকা
খ. মর্সিয়া: পেয়ারা হোসাইন লাগি
কাদে মরমিয়া দুনিয়া
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
কামরুন নাহার হেলেন
প্রযোজনা: নুসরাত হারুন
৭-০৫ দেশ আমার মাটি আমার:
জাতীয় অনুষ্ঠান
প্রাসঙ্গিক আলোচনা
ক. পবিত্র আশুরার গুরুত্ব ও
তাৎপর্য নিয়ে বিশেষ কথিকা
খ. মর্সিয়া:
এলো ফিরে এলো ফিরে মহরম
আসর পরিচালনা:
মো: লিয়াকত আলী খান
প্রযোজনা: নুসরাত হারুন

বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল এর জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা

২১ শ্রাবণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ ● ৫ আগস্ট ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

সকাল

৮-৩০ দর্পণ: জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. প্রাসঙ্গিক কথা
খ. এই দিনে: এই দিনে ঘটে যাওয়া ঐতিহাসিক ঘটনার তথ্য সংকলন: গ্রন্থনাকারী
গ. 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থ থেকে অংশবিশেষ পাঠ
ঘ. শেখ কামালকে নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এম.পি. এর স্মৃতিচারণ
ঙ. শেখ কামাল প্রতিষ্ঠিত ঢাকা আবাহনী লিমিটেডের উপর প্রামাণ্য প্রতিবেদন
চ. কবিতা আবৃত্তি: অগ্নিসেনানী দামাল কামাল
গ্রন্থনা: তাপসী মুনির
উপস্থাপনা: মোঃ শাহিনুর রহমান ও রওনক জাহান
প্রযোজনা: মোঃ দুলাল হোসাইন

৯-০৫ তরুণ প্রজন্মের আর্দশ শেখ কামাল: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: রেজাউল করিম সিদ্দিকী
প্রযোজনা: মাহফুজুল ইসলাম

৯-৩০ প্রেরণায় শেখ কামাল: তরুণদের অংশগ্রহণে বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. প্রাসঙ্গিক কথা: গ্রন্থনাকারী
খ. শেখ কামালকে নিবেদিত গান: নম্র ভদ্র বিনয়ী একটি ছেলে
গ. মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রসমাজকে সংগঠিত করতে শেখ কামালের ভূমিকা নিয়ে আসরভিত্তিক আলোচনা: পরিচালনা: কাজী সাকেরা বানু (কাজী ডেইজী)
ঘ. শেখ কামালকে নিবেদিত গান
ঙ. আব্দুল গাফফার চৌধুরীর 'শেখ কামাল আজ যদি বেঁচে

থাকতেন' বই থেকে অংশবিশেষ পাঠ
চ. শেখ কামালকে নিবেদিত কবিতা
গ্রন্থনা: আনজির লিটন
উপস্থাপনা: ফারবিন সুলতানা আঁচল ও খোন্দকার তালাল
প্রযোজনা: তৃপ্তি কণা বসু

বেলা

৩-০৫ স্বপ্নের আরেক কারিগর:
শেখ কামালকে নিবেদিত গান নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা:
শফিকুল ইসলাম বাহার
উপস্থাপনা: মাহবুব সোবহান ও সুরাইয়া সুলতানা মুনিরা
প্রযোজনা:
মোঃ মনিরুজ্জামান

বিকাল

৪-৪৫ স্মৃতিতে শেখ কামাল:
স্মৃতিচারণমূলক অনুষ্ঠান
প্রামাণ্য ধারণ: মামুন উর রশিদ
প্রযোজনা:
মোঃ আতিকুর রহমান

রাত

৯-০০ উত্তরণ: বেতার ম্যাগাজিন
ক. প্রাসঙ্গিক কথা: গ্রন্থনাকারী
খ. বিশ্বের বিস্ময়কর খবর ও সমসাময়িক বিষয় নিয়ে
প্রাসঙ্গিক কথা: গ্রন্থনাকারী
গ. শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালকে নিয়ে
স্বরচিত কবিতা পাঠ:
কবি নাসির আহমেদ
ঘ. প্রামাণ্য প্রতিবেদন:
ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের অবদান
ধারণ ও উপস্থাপনা:
সজীব দত্ত
গ্রন্থনা:
জোবায়েদ হোসেন পলাশ
উপস্থাপনা: আজহারুল ইসলাম ও আসফিয়া তাসনিম
পান্ডুলিপি পাঠ:
মৌমিতা তাহসিন
প্রযোজনা:
নাদিয়া ফেরদৌস

৯-৪৫ বেতার বিবরণী:
বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা: ইমরুল হাসান চৌধুরী
ধারাবর্ণনা: শামীম আহমেদ
প্রযোজনা:
মোঃ দুলাল হোসাইন

সকাল

৭-৩০ মহানগর: ঢাকা মহানগর কেন্দ্রিক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. স্মৃতিচারণ: শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালকে নিয়ে
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্মৃতিচারণ
খ. কথিকা:
প্রতিভাবান সংগঠক শেখ কামাল
গ্রন্থনা: তনিমা করিম
উপস্থাপনা: খান নজম ই এলাহী ও জান্নাতুল ফেরদৌস লিজা
প্রযোজনা: তৃপ্তি কণা বসু

বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম

দুপুর

২-৩০ তারুণ্যের অহংকার:
যুবদের অংশগ্রহণে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
সৈয়দা তানজিলা ইসলাম মীম
উপস্থাপনা: স্বাগতা বড়ুয়া নদী
ক. তরুণ প্রজন্মের চোখে শেখ কামাল
খ. তারুণ্যের মিলনমেলা:
ক্রীড়াক্ষেত্রের উন্নয়নে শেখ কামালের অবদান
প্রযোজনা: শুভাশীষ বড়ুয়া

১০-৩০ ক্রীড়া সংগঠক শেখ কামাল:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
পরিচালনা:
অধ্যাপক ড. মোঃ সহিদ উল্লাহ
প্রযোজনা: শুভাশীষ বড়ুয়া

বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

সকাল

৭-৩০ স্পন্দন: প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গবেষণা ও গ্রন্থনা:
জিহাদ জনি
প্রাসঙ্গিক কথা
ক. মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল:
ড. সুলতান মাহমুদ
খ. শেখ কামালকে নিবেদিত গান
প্রযোজনা:
মো. মাসুম পারভেজ

বেলা

২-৩০ শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল-যুব সমাজের অহংকার:
যুবদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
রাজীব হুমায়ুন খান
ক. শেখ কামাল তরুণদের অনুপ্রেরণার উৎস:
মোঃ রনি আলী
খ. শেখ কামালকে নিবেদিত কবিতা আবৃত্তি
গ. শেখ কামালের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা:
মো. রনি হাসান
ঘ. শেখ কামালকে নিবেদিত গান
প্রযোজনা:
সবুজ কুমার দাস

৩-০৫ শেখ কামালের সৃজনশীলতা:
আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা:
আকবারুল হাসান মিল্লাত
অংশগ্রহণে:
প্রফেসর ড. আনন্দ কুমার সাহা ও প্রফেসর ড. অলিউল আলম
প্রযোজনা:
এস এম নাদিম সুলতান

বাংলাদেশ বেতার, খুলনা

দুপুর

১২-১৫ শুভ জন্মদিন শেখ কামাল:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: মোকলেসুর রহমান বাবলু
সুর ও সঙ্গীত পরিচালনা:
অপূর্ব রায়
ধারাবর্ণনা: আতিয়া রব ও
নাসিরুজ্জামান
প্রযোজনা: মো. মামুন আকতার

২-৩০ অনন্য শেখ কামাল:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: গৌরাঙ্গ নন্দী

বাংলাদেশ বেতার, রংপুর

সকাল

৬-৩৫ দামাল ছেলে শেখ কামাল:
বিশেষ সঙ্গীতানুষ্ঠান
গ্রন্থনা:
মোঃ আনওয়ারুল ইসলাম রাজু
উপস্থাপনা:
মুনিরা শাহানাজ চৌধুরী কেয়া
প্রযোজনা:
মৃন্ময় মন্ডল তুষার

৫-১০ শেখ কামাল: একটি তারুণ্যদ্দীপ্ত নাম
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও পরিচালনা:
আতাহার আলী খান
প্রযোজনা:
মোছা. ফারহানা আর্জুমান বানু

বাংলাদেশ বেতার, সিলেট

সকাল

৭-৩০ জন্ম আমার ধন্য হলো মাগো:
দেশাত্মবোধক গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা উপস্থাপনা:
রোহেনা সুলতানা
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

৯-২০ তারুণ্যের প্রতীক শেখ কামাল:
শিশু কিশোরদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান
ক. শেখ কামালের ছেলেবেলা:
শিশুতোষ আলোচনা
খ. ক্রীড়া সংগঠক বীর মুক্তিযোদ্ধা
শেখ কামাল
গ্রন্থনা: লতিফা বেগম
উপস্থাপনা: ঐশি বাড়ৈ
প্রযোজনা:
মো. দেলোয়ার হোসেন

বেলা

৩-১০ আলোর প্রদীপ হয়ে তুমি:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: ডি কে জয়ন্ত
সুর সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা:
দেবাশীষ বন্দোপাধ্যায়
ধারাবর্ণনা: মিথুন চন্দ্র দাস
প্রযোজনা:
প্রদীপ চন্দ্র দাস

৫-৩০ শেখ কামালের সাংগঠনিক প্রতিভা:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণে:
বীর মুক্তিযোদ্ধা
মাসুক উদ্দিন আহমদ
প্রফেসর ড. জামাল উদ্দিন ভূঁইয়া,
মাহি উদ্দিন আহমদ
সঞ্চালনা: রজত কান্তি গুপ্ত
প্রযোজনা: পবিত্র কুমার দাশ

১০-০০ তুমি আমার স্বপ্ন: দেশাত্মবোধক
গানের গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
সুমন্ত গুপ্ত
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

সকাল

৬-৩০ তারুণ্যের অগ্রদূত শেখ কামাল:
শহিদ ক্যাপ্টেন
শেখ কামাল স্মরণে গান

৮-৩০ শেখ কামালের দেশপ্রেম:
সাক্ষাৎকারভিত্তিক অনুষ্ঠান
সাক্ষাৎকার প্রদান: অধ্যাপক ড.
মোঃ বদরুজ্জামান ভূইয়া
সাক্ষাৎকার গ্রহণ:
মোহাম্মদ তানভীর কায়ছার
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

১০-০৫ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সংগঠক
শেখ কামাল: আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা:
ড. মোঃ শামীম আহসান
প্রযোজনা:
হাসনাইন ইমতিয়াজ

বিকাল

৩-০৫ প্রেরণার এক নাম শেখ কামাল:
আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: কে এম মনিরুল আলম
প্রযোজনা:
হাসনাইন ইমতিয়াজ

৬-৩০ তুমি ছিলে এক পরশ পাথর:
গানের অনুষ্ঠান

রাত

১০-৩০ বেতার বিবরণী: বরিশালে অনুষ্ঠিত
বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে
প্রামাণ্য অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা, উপস্থাপনা ও বহিঃধারণ:
মোঃ শহীদুল হক
প্রযোজনা:
হাসনাইন ইমতিয়াজ

বাংলাদেশ বেতার, ঠাকুরগাঁও

সকাল

৯-২০ প্রেরণার উৎস শেখ কামাল: শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: দিলীপ কুমার সাহা
উপস্থাপনা: শর্মিলী রায় সিমি
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

বিকাল

৪-৩৫ তরুণ প্রজন্মের আদর্শ শেখ কামাল: তরুণদের অংশগ্রহণে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: লাইলী বেগম
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

৫-১০ সংগঠক শেখ কামাল: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও পরিচালনা: মোস্তাফিজুর রহমান রিপন
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার

সকাল

১০-৩০ তারুণ্যের আদর্শ শেখ কামাল: যুবকদের অংশগ্রহণে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মারুফুল আলম শায়েল
ক্যাপ্টেন শহিদ শেখ কামাল এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে যুবসমাজের ভাবনা
প্রযোজনা: আহমদ মুনতাসির মুয়ীয চৌধুরী

বেলা

১-৩৫ এক কিংবদন্তীর কথা: কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সিরাজুল হক সিরাজ
প্রযোজনা: আহমদ মুনতাসির মুয়ীয চৌধুরী

৩-০৫ তোমারেই খুঁজছি: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: মো. ওবায়দুল্লাহ
সুর সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনা: বাবুল ইসলাম
প্রযোজনা কাজী মো. নুরুল করিম

৩-৩৫ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সংগঠক শেখ কামাল: বিশেষ আলোচনা
পরিচালনা: জসিম উদ্দিন বকুল
প্রযোজনা: কাজী মো. নুরুল করিম

বাংলাদেশ বেতার, রাঙামাটি

সকাল

৮-১০ ক্রীড়াঙ্গনের উজ্জ্বল নক্ষত্র শেখ কামাল: আলোচনা অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: লিটন দেব
অংশগ্রহণ: ফিরোজা বেগম চিনু
ক্রীড়াবিদ বরুন বিকাশ দেওয়ান, তাছাদ্দিক হোসেন কবির
প্রযোজনা: মো: সেলিম

৩-১৫ তারুণ্যের আদর্শ শেখ কামাল: বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মো. ফখরুজ্জামান
ক. কথিকা: শেখ কামালের জীবন ও কর্ম থেকে শিক্ষা
খ. শেখ কামালকে নিবেদিত স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি
গ. শেখ কামালকে নিবেদিত গান
প্রযোজনা: মো. জাকারিয়া সিদ্দিকী

বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান

সকাল

৯-৩০ অপরূপা বান্দরবান: বেতার ম্যাগাজিন
ক. প্রসঙ্গ কথা: উপস্থাপক
খ. শেখ কামাল স্মৃতি: আবাহনী ক্লাব ও শেখ কামাল
গ. শেখ কামালকে নিবেদিত স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি
ঘ. শেখ কামালের স্মরণে গান
গ্রন্থনা: আমিনুর রহমান প্রামাণিক
উপস্থাপনা: হোসনে আরা খানম ও এ এস আহসানুল আলম
প্রযোজনা: এ বি এম রফিকুল ইসলাম

বেলা

৩-২০ প্রেরণার এক নাম শেখ কামাল: তরুণ প্রজন্মের অংশগ্রহণে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: জেসিকা হিলারী পাত্রা
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

বিকাল

৪-১০ সফল ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সংগঠক বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামাল: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: কৌশিক দাশ গুপ্ত
প্রযোজনা: মো. মামুনুর রহমান

৪-৫০ বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল-এর জীবন ও কর্ম: কথিকা

বাংলাদেশ বেতার, কুমিল্লা

সকাল

৯-০৫ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে শেখ কামাল:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: মাহতাব সোহেল
প্রযোজনা: মোঃ ইমরান হোসেন

বেলা

৩-০৫ ক্রীড়াঙ্গনে শেখ কামাল:
বিশেষ সাক্ষাৎকারমূলক অনুষ্ঠান
সাক্ষাৎকার প্রদান:
এ্যাড. রাশেদা রহমান
সাক্ষাৎকার গ্রহণ:
আবুল হাসানাত বাবুল
প্রযোজনা:
এ এইচ এম মেহেদি হাছান

বিকাল

৪-৩৫ তারুণ্যের প্রতীক শেখ কামাল:
বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: চৈতি দেবনাথ বৃষ্টি
উপস্থাপনা: সুমন চক্রবর্তী ও
চৈতি দেবনাথ বৃষ্টি
ক. শেখ কামালকে নিবেদিত গান
খ. মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামাল:
বীর মুক্তিযোদ্ধা বশির উল আনোয়ার
গ. শেখ কামালকে নিবেদিত
কবিতা আবৃত্তি
ঘ. তরুণ প্রজন্মের আদর্শ
শেখ কামাল
প্রযোজনা: এ এইচ এম মেহেদি হাছান

৬-০৫ বিশেষ বেতার বিবরণী
অনুষ্ঠান ধারণ, গবেষণা ও গ্রন্থনা:
মোহসিন মিজি
প্রযোজনা: মো. ইমরান হোসেন

বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ

সকাল

৮-৩৫ তারুণ্যের প্রদীপ্ত শিখা:
গ্রন্থনাবদ্ধ গানের অনুষ্ঠান
গবেষণা ও গ্রন্থনা: নুসরাত জাহান
উপস্থাপনা: আবুল আহসান ও
নুসরাত জাহান
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

বেলা

৩-০৫ দৃপ্ত সংগঠক:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: মাহমুদ আলী খন্দকার
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

৩-৪৫ তারুণ্যের অহংকার:
কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: রবিউল ওহাব
প্রযোজনা: ফয়সাল মাহমুদ

বিকাল

৫-৪০ প্রেরণার উৎস শেখ কামাল:
বিশেষ প্রামাণ্য অনুষ্ঠান
বহিঃধারণ, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
জীবানন্দ ঠাকুর
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

সন্ধ্যা

৬-০৫ বিশেষ বেতার বিবরণী
বহিঃধারণ, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মোজাম্মেল হোসেন মুন্না
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ

সকাল

১০-১০ তারুণ্যের অহংকার শেখ কামাল:
তরুণদের অংশগ্রহণে
বিশেষ অনুষ্ঠান
প্রযোজনা:
মোঃ জাকিরুল ইসলাম

বিকাল

৩-০৫ মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামাল:
বীর মুক্তিযোদ্ধার অংশগ্রহণে একান্ত
আলাপচারিতামূলক অনুষ্ঠান
উপস্থাপনা:
ইমরান সাদেক নাহিদ
প্রযোজনা:
মোঃ জাকিরুল ইসলাম

জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল

সকাল

৭-২০ সুখের ঠিকানা
প্রসঙ্গকথা: উপস্থাপক
প্রযোজনা: সাহিদা মঞ্জুরী

বেলা

১১-৩০ স্বাস্থ্যই সুখের মূল
প্রসঙ্গকথা: উপস্থাপক
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: জি এম তারিক
প্রযোজনা:
মোহাম্মদ ইফফাতুর রহমান

বিকাল

৪-০৫ এসো গড়ি ছোট পরিবার
প্রসঙ্গকথা: উপস্থাপক
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: শাহীনুর রহমান
প্রযোজনা: তোফাজ্জল হোসেন

রাত

৮-১০ সুখী সংসার
প্রসঙ্গকথা: উপস্থাপক
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
তানিয়া পারভীন
প্রযোজনা: সাহিদা মঞ্জুরী

বহির্বিশ্ব কার্যক্রম

বাংলা সার্ভিস
রাত ১০.৩০-১১.৩০মি:(মধ্যপ্রাচ্য)
রাত ১.১৫-২.০০ মি: (ইউরোপ)

সৃষ্টিশীল তারুণ্য:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা:
ড মুহাম্মদ বদরুল হাসান
প্রযোজনা: উম্মে রুম্মান

English Service

Between 6:30 PM & 7:00 PM
(English 1st Transmission)
Between 11:45 PM & 1:00 AM
(English 2nd Transmission)
Subject: Sheikh Kamal:

You are in our Heart
Special Discussion Program
Directed by:
S M Mustafa Sarwar
Produced by
A Z M Riad Ali

কৃষি সার্ভিস দপ্তর

সকাল

৬-৫০ কৃষি সমাচার:
কৃষি ও পরিবেশভিত্তিক অনুষ্ঠান
প্রাসঙ্গিক আলোচনা
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
জোবায়েদ হোসেন পলাশ
প্রযোজনা:
নুসরাত হারুন

সন্ধ্যা

৬-০৫ সোনালি ফসল: আঞ্চলিক অনুষ্ঠান
প্রাসঙ্গিক আলোচনা
আসর পরিচালনা:
মো. নজরুল ইসলাম
প্রযোজনা: নুসরাত হারুন

৭-০৫ দেশ আমার মাটি আমার:
জাতীয় অনুষ্ঠান
প্রাসঙ্গিক আলোচনা
আসর পরিচালনা:
আব্দুস সবুর খান চৌধুরী
প্রযোজনা:
নুসরাত হারুন

বাণিজ্যিক কার্যক্রম

বেলা

৩-৩০ ক্রীড়াক্ষেত্রে
শেখ কামালের অবদান:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা:
মোঃ মাহফুজুল আলম ভূইয়া
প্রযোজনা শায়লা শারমিন স্নিগ্ধা

ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস

বেলা

১-৩০ শেখ কামাল, ক্ষণজন্মা এক প্রতিভা:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
প্রযোজনা: ফারজানা

১-৫০ শেখ কামালের জন্মদিন
উপলক্ষ্যে গান

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম

সকাল

১০-০৫ তারুণ্যের আদর্শ শেখ কামাল:
বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা ও গ্রন্থনা:
ইকবাল খোরশেদ
উপস্থাপনা: সজীব দত্ত ও
লায়লা আরিয়ানি হোসেন
প্রযোজনা:
উম্মে ফারহানা হোসেন শিমু

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা

৬ই আগস্ট, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ ● ২২শে শ্রাবণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

ঢাকা-খ: মধ্যম তরংগ ৮১৯ কিলোহার্জ
(এফ এম ১০২ মেগাহার্জ)

রাত

১২-১৫ উইল বৃত্তান্ত (রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা গল্প অবলম্বনে):
নিশুতির নাটক
মূল রচনা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বেতার নাট্যরূপ: মো. আল জাবির
প্রযোজনা: আলেয়া ফেরদৌসী

২-০০ তবু মনে রেখো:
বিশেষ গীতিআলেখ্য
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
সাগরিকা জামালী
সংগীত পরিচালনা:
অশোক কুমার সরকার
প্রযোজনা: রাকিবা কবির ও
মোঃ মনিরুজ্জামান

ঢাকা-ক: মধ্যম তরঙ্গ ৬৯৩ কিলোহার্জ
(এফ এম ১০৬ মেগাহার্জ)

সকাল

৮-৩০ দর্পণ: জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
প্রাসঙ্গিক কথা: উপস্থাপক
ক. এই দিনে: এই দিনে ঘটে যাওয়া ঐতিহাসিক ঘটনার তথ্য সংকলন
খ. বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের স্মৃতি, বিশেষ ঘটনা ও অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থ থেকে অংশবিশেষ পাঠ:
গ. বাংলাদেশে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিচিহ্নসমূহ নিয়ে প্রতিবেদন:
সাক্ষাৎকার গ্রহণ:
শুভাশিষ ভৌমিক
ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষের কবিতা থেকে পাঠ
ঙ. বাংলা সাহিত্যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্ট কর্ম নিয়ে কথিকা
চ. রবীন্দ্র সংগীত:
পুরানো সেই দিনের কথা
গ্রন্থনা: লালটু হোসাইন
উপস্থাপনা: লালটু হোসাইন ও তাহমিদা হান্নান
প্রযোজনা: মোঃ দুলাল হোসাইন

৯-০৫ রবির আলোয়: শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. প্রাসঙ্গিক কথা
খ. রবীন্দ্র সংগীত: ঐ আসনতলে মাটির পরে লুটিয়ে রব
গ. আসরভিত্তিক আলোচনা: শিশুতোষ গল্প ও ছড়ায় রবীন্দ্রনাথ
পরিচালনা: কাজী সাকেরা বানু (কাজী ডেইজি)
ঘ. রবীন্দ্র সংগীত: আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে
ঙ. গল্প বলা: ছুটি গল্পের অংশবিশেষ পাঠ
চ. রবীন্দ্র সংগীত: তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী
ছ. কবিতা: হারাধন, আবৃত্তিতে: সমৃদ্ধি সূচনা
গ্রন্থনা: আনজির লিটন
উপস্থাপনা: ফারবিন সুলতানা আঁচল ও মারজুকা বিনতে নাহিয়ান বিভা
প্রযোজনা: তৃপ্তি কণা বসু

১০-০৫ রবীন্দ্র সাহিত্য ও জীবন : বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: ড. তারিক মঞ্জুর
প্রযোজনা: মাহফুজুল ইসলাম

১০-৩০ রয়েছ নয়নে নয়নে: গীতিআলেখ্য
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: ড. অনুপম কুমার পাল
সংগীত পরিচালনা: শিমু রানী দে
প্রযোজনা: রাকিবা কবির ও মোঃ মনিরুজ্জামান

বেলা

১১-০৫ প্রজন্মকণ্ঠ: নতুন প্রজন্মের অংশগ্রহণে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
প্রাসঙ্গিক কথা
ক. কবিতা: ১৪০০ সাল
খ. বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত শিলাইদহ কুঠিবাড়ি: ইসহাক আলী
গ. তথ্যের সন্ধানে: কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নানা আয়োজন নিয়ে খবরাখবর
ঘ. কথিকা: রবীন্দ্র সাহিত্যে আধুনিকতা
ঙ. রবীন্দ্র সংগীত
গ্রন্থনা: সাদিয়া ইসলাম লিজা
উপস্থাপনা: সাদিয়া ইসলাম লিজা ও তাসনিম হোসাইন
প্রযোজনা: ড. সায়লা আকতার

৩-০৫ বাসন্তী বর্ষণ: (শেষ বর্ষণ ও বসন্ত গীতিনাট্যের যুগল বেতার নাট্যরূপ): মূল রচনা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বেতার নাট্যরূপ ও প্রযোজনা: আব্দুল হাই দূর্বার

বিকাল

৫-১০ তোমার সৃষ্টির পথ: কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: ইকবাল খোরশেদ
প্রযোজনা: নাদিয়া ফেরদৌস

৫-৩০ লেট আস স্পিক ইংলিশ: ইংরেজি ভাষা শিক্ষার আসর
বিষয়: 'Poem of Rabindranath Tagore'
পরিচালনা: সানজিদ কাইয়ুম
প্রযোজনা: সেরিনা আকতার

রাত

৯-০০ উত্তরণ: শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমসাময়িক প্রসঙ্গ নিয়ে সাজানো ম্যাগাজিন
ক. প্রাসঙ্গিক কথা
খ. বিশ্ববিচিত্রা: রবীন্দ্রনাথের জীবনের না জানা কথা: মো. মাহবুব হাসান
গ. চলতি বিশ্ব: চলতি বিশ্বে ঘটে যাওয়া প্রাত্যহিক ঘটনাবলি সংগ্রহ ও পর্যালোচনা: মাসুদ করিম
ঘ. গানই কবিতা, কবিতাই গান: কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে কবিতা পরবর্তীতে গান হয়েছে তার আবৃত্তি ও গান নিয়ে পর্ব
ঙ. কবিতা: বর্ষার দিনে
চ. কথিকা: রবীন্দ্র কাব্যে প্রেম ও বিরহ
ছ. গান: আছে মৃত্যু আছে দুঃখ
গ্রন্থনা: শফিকুল ইসলাম বাহার
উপস্থাপনা: শফিকুল ইসলাম বাহার ও সুরাইয়া সুলতানা মনিরা
প্রযোজনা: নাদিয়া ফেরদৌস

৯-৪৫ সংবাদ প্রবাহ:
গ্রন্থনা: মাহফুজুর রহমান
ধারাবর্ণনা: নাসরিন রহমান
প্রযোজনা: মো. দুলাল হোসাইন

ঢাকা- খ: মধ্যম তরঙ্গ ৮১৯ কিলোহার্জ (এফ এম ১০২ মেগাহার্জ)

সকাল

৭-৩০ মহানগর: ঢাকা মহানগর কেন্দ্রিক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. প্রাসঙ্গিক কথা
খ. আলাপচারিতা: কথায় সুরে রবীন্দ্রনাথ
গ. কবিতা: মৃত্যুর পরে
ঘ. কথিকা: পত্রসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, রচনা ও পাঠে: নিরঞ্জন অধিকারী
ঙ. রবীন্দ্র সংগীত: ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা
গ্রন্থনা: তামান্না সিদ্দিকী
উপস্থাপনা: মোঃ মহসিন মিয়া ও শিউলী রানী বালা
প্রযোজনা: তৃপ্তি কণা বসু

সন্ধ্যা

৭-০৫ রবির আলোয়: শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. প্রাসঙ্গিক কথা
খ. রবীন্দ্র সংগীত: ঐ আসনতলে মাটির পরে লুটিয়ে রব
গ. আসরভিত্তিক আলোচনা: শিশুতোষ গল্প ও ছড়ায় রবীন্দ্রনাথ
পরিচালনা: কাজী সাকেরা বানু (কাজী ডেইজি)
ঘ. রবীন্দ্র সংগীত: আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে
ঙ. গল্প বলা: ছুটি গল্পের অংশবিশেষ পাঠ
চ. রবীন্দ্র সংগীত: তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী
ছ. কবিতা: হারাধন, আবৃত্তিতে: সমৃদ্ধি সূচনা
গ্রন্থনা: আনজির লিটন
উপস্থাপনা: ফারবিন সুলতানা আঁচল ও মারজুকা বিনতে নাহিয়ান বিভা
প্রযোজনা: তৃপ্তি কণা বসু

৭-৪০ তোমার সৃষ্টির পথ: কবিতা আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: ইকবাল খোরশেদ
প্রযোজনা: নাদিয়া ফেরদৌস

রাত

৮-০০ বাসন্তী বর্ষণ: (শেষ বর্ষণ ও বসন্ত গীতিনাট্যের যুগল বেতার নাট্যরূপ): মূল রচনা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বেতার নাট্যরূপ ও প্রযোজনা: আব্দুল হাই দূর্বার

৯-০০ রবীন্দ্র সাহিত্য ও জীবন: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনে: ড. তারিক মঞ্জুর
প্রযোজনা: মাহফুজুল ইসলাম

৯-৩০ রয়েছ নয়নে নয়নে: বিশেষ গীতিআলেখ্য
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: ড. অনুপম কুমার পাল
সংগীত পরিচালনা: শিমু রানী দে
প্রযোজনা: রাকিবা কবির ও মোঃ মনিরুজ্জামান

বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম

সকাল

৯-১০ আমাদের বিশ্বকবি:
শিশুদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও পরিচালনা:
মিশকাতুল মমতাজ মুমু
শিশু-উপস্থাপক: লুবাবা ইলমিয়াত
ক. রবীন্দ্রনাথের ছোটবেলা নিয়ে
শিশুতোষ আলোচনা
খ. রবীন্দ্র সংগীত
গ. কবিতা আবৃত্তি
ঘ. শাহজাদপুর: রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি
বিজড়িত স্থান পরিচিতি
প্রযোজনা: শাহীন আকতার

বেলা

৩-৩০ মনে রবে কি না রবে আমারে:
গ্রন্থনাবদ্ধ বিশেষ সংগীতানুষ্ঠান
গ্রন্থনা: রত্না বণিক
উপস্থাপনা: ইমরান মাহমুদ ফয়সাল
প্রযোজনা: মোঃ নাঈম সিদ্দিকী

বিকাল

৫-৪০ সোনার তরী: আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
আয়েশা হক শিমু
প্রযোজনা: শাহীন আকতার

রাত

৯-১০ সংবাদ তরঙ্গ: বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ
ঠাকুরের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে
চট্টগ্রামে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উপর
ভিত্তি করে বিশেষ বেতার বিবরণী
বহিঃধারণ ও সম্পাদনা:
সুনপ তালুকদার
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
জামিল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী
প্রযোজনা:
এ এস এম নাজমুল হাছান
১০-০০ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে
সমাজ ভাবনা:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
পরিচালনা: রাশেদ রউফ
অংশগ্রহণ:
গাজী গোলাম মওলা ও
আবদুল আলীম
প্রযোজনা: শুভাশীষ বড়ুয়া
১০-৩০ ব্যবধান: বিশেষ নাটক
মূলগল্প: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বেতার নাট্যরূপ:
মিরন মহিউদ্দিন চৌধুরী
প্রযোজনা: মোঃ মঈন উদ্দিন

বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

সকাল

৬-৩০ আজ আকাশের মনের কথা:
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা
চিঠি ও গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
শিখা খাতুন
পাঠে: গোলাম মর্তুজা হেনা
প্রযোজনা: ফারজানা ইয়াসমিন
৯-০৫ রবিরশ্মি: শিশু-কিশোরদের
জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ফাতেমা নুসরাত জাহান বাবলী
ক. রবীন্দ্রনাথের শিশুতোষ
কবিতায় শিশুর মনস্তত্ত্ব
খ. রবীন্দ্র সংগীত
গ. কবিতা আবৃত্তি
ঘ. দেশাত্মবোধক রবীন্দ্র সংগীত
ঙ. রবীন্দ্র সংগীতের সুরে গিটার
প্রযোজনা:
সবুজ কুমার দাস
৯-৪৫ সঁপিতে চাই আপনারে:
কবিতার গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
নুর সালমা খাতুন
প্রযোজনা:
দেওয়ান আবুল বাশার

দুপুর

১২-১৫ আছ আপন মহিমা লয়ে:
গীতিআলেখ্য
গ্রন্থনা:
ড. সাইফুদ্দিন চৌধুরী
সংগীত পরিচালনা:
মোঃ শহীদ হোসেন
প্রযোজনা:
ফারজানা ইয়াসমিন

বিকাল

৫-১০ রবীন্দ্র সাহিত্যে সমাজ দর্শন:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা:
ড. তানিয়া তহমিনা সরকার
প্রযোজনা:
এস এম নাদিম সুলতান

বাংলাদেশ বেতার, খুলনা

সকাল

৬-৩০ শুধু মনে রেখ:
বিশেষ গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
(রবি ঠাকুরের স্বকণ্ঠে গানসহ)
গ্রন্থনা: দীপঙ্কর ঘোষ
ধারাবর্ণনা: প্রীতিলতা গাইন
প্রযোজনা: মোঃ মামুন আকতার
৯-০৫ আমরা সবাই রাজা:
ছোটদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান
পরিচালনা: নাসরিন আখতার
ক. রবীন্দ্রনাথের ছোটবেলা:
অধ্যাপক আব্দুল মান্নান
খ. রবীন্দ্র সংগীত: ঐশ্বর্য রানী সাহা
গ. কবিতা আবৃত্তি: তনুশ্রী মণ্ডল
ঘ. একক অভিনয়: হৃদিতা বালা
ঙ. দলীয় পরিবেশনা:
দীপালয় ইয়ুথ ক্লাব, খুলনা
প্রযোজনা: মোঃ আশিকুর রহমান

দুপুর

১২-১৫ তুমি রবে নীরবে: বিশেষ গীতিআলেখ্য
ধারাবর্ণনা ও সংগীত পরিচালনা:
অধ্যাপক সাধন ঘোষ
প্রযোজনা: মোঃ মামুন আকতার

বেলা

৩-৩০ হৃদয়ে রয়েছ গোপনে:
বিশেষ কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: পার্থ প্রতিম দাশ
প্রযোজনা: মোঃ আশিকুর রহমান

বিকাল

৫-১০ রবীন্দ্র রচনায় জীবন-দর্শন:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
পরিচালনা: রোকসানা রহমান
প্রযোজনা: মোঃ মামুন আকতার

রাত

১০-০০ ত্যাগ: বিশেষ নাটক
কাহিনি: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বেতার নাট্যরূপ:
দেলোয়ার হোসেন দুলাল
প্রযোজনা: শেখ সিরাজুল ইসলাম

বাংলাদেশ বেতার, রংপুর

সকাল

৬-৩৫ রবীন্দ্র সংগীত

দুপুর

১২-১৫ রবীন্দ্র সংগীত

বেলা

৩-০৫ তোমার অসীমে:
কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান:
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
আনোয়ারুল ইসলাম রাজু
প্রযোজনা:
মোছা: ফারহানা আর্জুমান বানু

৩-৩০ রবীন্দ্র রচনায় বাংলার প্রকৃতি:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও পরিচালনা:
অধ্যাপক ড. তুহিন ওয়াদুদ
অংশগ্রহণ:
অধ্যাপক আতাহার আলী খান,
ড. শাশ্বত ভট্টাচার্য ও
ড. নাসিমা আক্তার
প্রযোজনা:
মোছা: ফারহানা আর্জুমান বানু

বিকাল

৫-১০ শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে:
বিশেষ গীতি আলেখ্য
গ্রন্থনা: মিলন কুমার ভট্টাচার্য
ধারাবর্ণনা: নুরফা তানিয়া কুমু ও
সুমন চন্দ্র সরকার
প্রযোজনা: মৃন্ময় মণ্ডল তুষার

রাত

৯-১০ রংপুর অঞ্চলে আয়োজিত অনুষ্ঠানের
উপর ভিত্তি করে বিশেষ
বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা ও প্রামাণ্য সংগ্রহ:
মোঃ সিরাজুল ইসলাম
প্রযোজনা: মৃন্ময় মণ্ডল তুষার

১০-৩০ রবীন্দ্র সংগীত

বাংলাদেশ বেতার, সিলেট

সকাল

৬-৩০ যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন:
রবীন্দ্র সংগীতের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: মোঃ এনায়েত হাসান মানিক
উপস্থাপনা: অনিমা দে তন্বী
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

৮-৩০ বিচিত্রা: প্রভাতি ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. প্রসঙ্গ কথা: উপস্থাপক
খ. রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুভাবনা:
প্রফেসর রসময় চন্দ্র মোহান্ত
গ. রবীন্দ্র সংগীত:
যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন
ঘ. রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রেম ও
মানবতাবোধ:
ড. আবুল ফতেহ ফাত্তাহ
ঙ. কবিতা: হঠাৎ দেখা: আবৃত্তি:
সুকান্ত গুপ্ত
চ. রবীন্দ্র সংগীত: পাপিয়া সারোয়ার
গ্রন্থনা: এম এ হোসেন
উপস্থাপনা:
রিফাত আরা ও মিথুন চন্দ্র দাস
প্রযোজনা: মোঃ দেলওয়ার হোসেন

৯-২০ রবির কিরণ: শিশু-কিশোরদের
অংশগ্রহণে বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা:
শিশুতোষ আলোচনা
খ. কবিতা আবৃত্তি:
যখন হব বাবার মতো বড়:
স্বচ্ছ রায়
গ. সমবেত রবীন্দ্র সংগীত
ঘ. রবীন্দ্র সাহিত্যে প্রকৃতি
ঙ. রবীন্দ্র সংগীত:
গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙ্গা মাটির পথ
গ্রন্থনা: আনোয়ারা বেগম
উপস্থাপনা: মৌমিতা মজুমদার
প্রযোজনা: মোঃ দেলওয়ার হোসেন

দুপুর

১২-৫৫ রবীন্দ্র সংগীত:
আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে:
সাদী মহম্মদ

বেলা

১-৩০ নবকল্লোল:
তরুণ সমাজের জন্য অনুষ্ঠান
ক. রবীন্দ্র ভাবনায় তারুণ্য:
অংশগ্রহণমূলক আলোচনা:
গায়ত্রী রাণী রায় ও পার্থ রায়
খ. রবীন্দ্র সংগীত: প্রমা বিশ্বাস,
চিত্রা কর্মকার, তাসপিয়া
তাসনিম তুলি
গ. 'মৃত্যুঞ্জয়' কবিতা আবৃত্তি:
সাবর্ণী গোস্বামী শুচি
ঘ. রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশ:
সিদরাতুল মুনতাহা
ঙ. দেশাত্মবোধক রবীন্দ্র সংগীত
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ফাহমিদা আতিয়া
প্রযোজনা: মোঃ দেলওয়ার হোসেন

২-০৫ আজি তার তরে:
কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
পরিচালনা: মোকাদ্দেস বাবুল
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

৩-১০ বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি:
বিশেষ গীতিআলেখ্য
গ্রন্থনা: তুষার কর
ধারাবর্ণনা:
অদিতি মহারত্ন ও রুহিত আচার্য্য
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

বিকাল

৫-৩০ বাঙালির মননে রবীন্দ্রনাথ:
আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: অসিত বরন দাসগুপ্ত
প্রযোজনা: পবিত্র কুমার দাশ

রাত

৯-০৫ মনে রবে কি না রবে আমারে:
সংগীতের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সুকান্ত গুপ্ত
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

১০-০০ পোস্টমাস্টার: বিশেষ নাটক
বেতার নাট্যরূপ: সুদীপ চৌধুরী
নির্দেশনা: আমিনুল ইসলাম চৌধুরী
প্রযোজনা: পবিত্র কুমার দাশ

বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

সকাল

৬-৩৫ গানের সুরের আসনখানি:
রবীন্দ্র সংগীতের অনুষ্ঠান

৮-৩০ আমরা সবাই রাজা: শিশু-কিশোরদের
অংশগ্রহণে আলেখ্যানুষ্ঠান
গ্রন্থনা: মাহবুবা হুসাইন চৌধুরী
বর্ণনা: অর্পিতা দাস
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

১০-০৫ রবীন্দ্র সাহিত্যে জীবন দর্শন:
আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: প্রফেসর দেবাশীষ হালদার
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

বেলা

৩-০৫ নাটক: অধ্যাপক
মূলগল্প: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বেতার নাট্যরূপ:
অচিন্ত কুমার ভৌমিক
প্রযোজনা: এস.এম. সরোয়ার

বিকাল

৪-২০ যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন:
বিশেষ গীতিআলেখ্য
গবেষণা ও গ্রন্থনা: পার্থ সারথী
সংগীত পরিচালনা: বিমল চক্রবর্তী
বর্ণনা: ফেরদৌসি খান
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

৫-১৫ রবিকাব্য:
কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
সঞ্জয় কুমার সরকার
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

বাংলাদেশ বেতার, ঠাকুরগাঁও

সকাল

১০-০৫ কোন গগনের তারা:
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে
বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: স্বপ্না শর্মা
উপস্থাপনা: শর্মিলী রায় সিমি
ক. প্রসঙ্গ কথা:
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য প্রতিভা
খ. রবীন্দ্র সংগীত
গ. অভিনয়: রবীন্দ্র রচনা থেকে পাঠ
ঘ. কবিতা আবৃত্তি
ঙ. রবীন্দ্র সংগীত
সংগীত পরিচালনা: ঠাণ্ডা রাম বর্মন
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

১০-৩০ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুচিন্তা:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও পরিচালনা:
মোস্তাক আহমদ
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

বিকাল

৪-৩৫ আমার দিনের শেষ ছায়াটুকু:
কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
প্রশান্ত কুমার বসাক
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

৫-১০ গল্প গানে কিছুক্ষণ:
বিশেষ সংগীতানুষ্ঠান
উপস্থাপনা:
মেহদুল ইসলাম মেহেদী
ও আতিয়া আমান হক আশা
সংগীত পরিচালনা:
মো. আহসান হাবিব
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার

সকাল

৭-০৫ সঞ্চয়িতা: রবীন্দ্র সংগীতের অনুষ্ঠান
১০-০৫ তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান:
কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
সিরাজুল হক সিরাজ
প্রযোজনা: কাজী মোঃ নুরুল করিম

বেলা

১-৩৫ রবীন্দ্র কাব্যে দেশপ্রেম:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: শহিদুল ইসলাম ও
জাহাঙ্গীর আলম
সঞ্চালনা: নীলোৎপল বড়ুয়া
প্রযোজনা: কাজী মোঃ নুরুল করিম

২-৩০ আমরা চঞ্চল আমরা অদ্ভুত:
শিশু-কিশোরদের জন্য বিশেষ
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
তাফান্নুম শুহরাত
ক. প্রাসঙ্গিক আলোচনা
খ. ছোটগল্প 'দেনা পাওনা'
নিয়ে আলোচনা:
নাজমা পারভীন উর্মি
গ. ছুটি কবিতা থেকে আবৃত্তি
ঘ. রবীন্দ্র সংগীত: ঋষিক দেবনাথ
প্রযোজনা:
আহমদ মুনতাসির মুয়ীয চৌধুরী

৩-০৫ চিত্রাঙ্গদা: বিশেষ নাটক
নির্দেশনা: স্বপন ভট্টাচার্য্য
প্রযোজনা:
কাজী মোঃ নুরুল করিম

বিকাল

৪-০০ আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু:
বিশেষ গীতিআলেখ্য
গ্রন্থনা: নীলোৎপল বড়ুয়া
ধারাবর্ণনা: বুলবুল আকতার চৌধুরী
সংগীত পরিচালনা:
বশিরুল ইসলাম
প্রযোজনা: কাজী মোঃ নুরুল করিম

বাংলাদেশ বেতার, রাঙামাটি

সকাল

৮-১০ সমাজ সংস্কারক রবীন্দ্রনাথ:
আলোচনা অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মোঃ মহিউদ্দিন
প্রযোজনা: মোঃ সেলিম

৮-৪০ আলোকের এই ঝর্ণাধারায়:
কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ফখরুজ্জামান
প্রযোজনা: মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

৯-২০ তুমি রবে নীরবে:
বিশেষ গীতিআলেখ্য
গবেষণা ও গ্রন্থনা: দুলাল চৌধুরী
উপস্থাপনা:
পম্পি বড়ুয়া ও তারেক আহমেদ
প্রযোজনা: মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

বেলা

২-৩৫ সুরভী: মহিলাদের জন্য অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: যশস্বী চাকমা
প্রযোজনা: মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

৩-১০ আগামী:
শিশু-কিশোরদের জন্য অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: কথা চাকমা
ক. রবীন্দ্র সংগীত
খ. রবীন্দ্রনাথের সংগীতে শিশু:
সুপর্না তংচংঙ্যা
গ. দ্বৈতকণ্ঠে রবীন্দ্র সংগীত
ঘ. দেশাত্মবোধক রবীন্দ্র সংগীত
ঙ. তোমাদের আসর
প্রযোজনা: মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

৩-৪০ অগ্রপথিক: যুবসমাজের জন্য অনুষ্ঠান
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা:
নুরে নাজিবা নুহা
খ. পরিবেশবাদী রবীন্দ্রনাথ:
মাজিয়া রহমান মুমু
গ. দিবসভিত্তিক গান
ঘ. দিবসভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি
প্রযোজনা: মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান

সকাল

৭-৩০ তবু মনে রেখ: গানের অনুষ্ঠান

৮-১০ জুতা আবিস্কার:
শিশু-কিশোরদের জন্য অনুষ্ঠান
পরিবেশনা: বান্দরবান ক্যান্ট. পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ
প্রযোজনা:
মোঃ মামুনুর রহমান

৮-৪০ পথের শেষে:
কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মোঃ শওকত আযম
প্রযোজনা:
এ বি এম রফিকুল ইসলাম

৯-১৫ সুরঞ্জনা:
মহিলাদের জন্য ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক প্রাসঙ্গিক কথা: উপস্থাপক
খ. রবীন্দ্র সাহিত্যে নারীর মূল্যায়ন:
তানজিনা খানম
গ. কবিতা আবৃত্তি
ঘ. রবীন্দ্র সংগীত: সকরুণ বেনু বাজায়ে: রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
তাহিয়া রহমান
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

৯-৩০ অপরূপা বান্দরবান:
বেতার ম্যাগাজিন
ক. প্রাসঙ্গিক কথা: উপস্থাপক
খ. রবীন্দ্র স্মৃতি:
রবীন্দ্রনাথের বাংলাদেশের স্মৃতি বিজড়িত স্থান নিয়ে গবেষণামূলক নিবন্ধ:
বুদ্ধজ্যোতি চাকমা
গ. শেষ জীবনের রবীন্দ্রনাথ:
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের শেষ দিনগুলো নিয়ে নিবন্ধ:
আফসানা শাহীন
ঘ. কবির স্বকণ্ঠে আবৃত্তি
ঙ. রবীন্দ্র সংগীত:
আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে
চ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'অধ্যাপক' নাটকের অংশবিশেষ
ছ. রবীন্দ্রনাথের চিঠি থেকে পাঠ:
উপস্থাপক
গ্রন্থনা:
এ জেড এম আরফান হাবীব
উপস্থাপনা: আল্পনা প্রভা তঞ্চঙ্গ্যা ও মাহমুদুল হাসান
প্রযোজনা:
এ বি এম রফিকুল ইসলাম

বেলা

২-৩৫ আমি সুদূরের পিয়াসী:
বিশেষ গীতিআলেখ্য
গ্রন্থনা: মিলন কুমার ভট্টাচার্য
উপস্থাপনা: চন্দ্রিমা বড়ুয়া এবং রিব্বানুল কবির
প্রযোজনা:
প্রকাশ কুমার নাথ

৩-১০ নাটক: সমাপ্তি
কাহিনি: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বেতার নাট্যরূপ:
সৈয়দা শাম্মী আরা চৌধুরী
প্রযোজনা: মিলন কান্তি ইন্দু

বিকাল

৪-১০ রবীন্দ্র সাহিত্যে প্রকৃতি ও বাংলার রূপ:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ:
মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান, বিপন চাকমা
সঞ্চালনা: মোহাম্মদ ইয়াকুব
প্রযোজনা:
মোঃ মামুনুর রহমান

৪-৪০ ছোটদের রবীন্দ্রনাথ:
শিশু-কিশোরদের নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান
পরিবেশনা:
বাংলাদেশ শিশু একাডেমি
প্রযোজনা:
প্রকাশ কুমার নাথ

বাংলাদেশ বেতার, কুমিল্লা

সকাল

৮-১০ তুমি রবে নীরবে:
বিশেষ গ্রন্থনাবদ্ধ গানের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
সোহানা শারমিন রাকা
প্রযোজনা:
এ এইচ এম মেহেদি হাছান

৯-০৫ রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্য:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা:
সুলতানা পারভীন দিপালী
প্রযোজনা:
মোঃ ইমরান হোসেন

৯-৩৫ মৃত্যুর পরে:
কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
উত্তম বহ্নি সেন
প্রযোজনা: মোঃ ইমরান হোসেন

বেলা

২-৩০ ঘাটের কথা: বিশেষ নাটক
মূল: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বেতার নাট্যরূপ:
আবদুস সবুর খান চৌধুরী
প্রযোজনা:
সৈয়দ মোঃ বিলাল উদ্দিন

৩-০৫ চিরদিনের সেই আমি:
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
নাজমুন নাহান পূর্ণি
ক. রবীন্দ্র সংগীত: সমবেত কণ্ঠে
খ. রবীন্দ্র রচনায় প্রকৃতি:
সাজিয়া ইয়াসমিন
গ. দেশাত্মবোধক রবীন্দ্র সংগীত:
সানাউর রাফি
ঘ. রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা:
নাছিমা আক্তার
ঙ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বকণ্ঠ আবৃত্তি
প্রযোজনা:
মোঃ ইমরান হোসেন

বিকাল

৪-০৫ রবীন্দ্র সাহিত্যকর্মে নারী:
নারীদের অংশগ্রহণে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
সুলতানা পারভীন দিপালী
ক. রবীন্দ্র সাহিত্যে বর্ষা:
প্রফেসর সেলিনা রহমান
খ. রবীন্দ্র সংগীত: রুমা নাথ
গ. কবিতা আবৃত্তি:
ভূমি চক্রবর্তী
ঘ. রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী:
পূরবী চক্রবর্তী
প্রযোজনা:
এ এইচ এম মেহেদি হাছান

৪-৩৫ প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে:
বিশেষ গ্রন্থনাবদ্ধ গানের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: সুমন চক্রবর্তী
উপস্থাপনা: সুমন চক্রবর্তী ও চৈতী দেবনাথ বৃষ্টি

প্রযোজনা:
এ এইচ এম মেহেদি হাছান

৫-১০ সুজলা-সুফলা:
কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান
বিষয়: কৃষি নিয়ে কবিগুরু
রবীন্দ্রনাথের ভাবনা
সঞ্চালনা:
চন্দন কুমার পোদ্দার
প্রযোজনা:
এ এইচ এম মেহেদি হাছান

৫-৩৫ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কুমিল্লায় আয়োজিত অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে বিশেষ বেতার বিবরণী
প্রামাণ্য ধারণ, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মাহতাব উদ্দিন মজুমদার
প্রযোজনা:
মোঃ ইমরান হোসেন

৫-৫০ তুমি রবে নীরবে:
বিশেষ গীতিআলেখ্য
গ্রন্থনা: দুলাল পোদ্দার
উপস্থাপনা: সুমন চক্রবর্তী ও চৈতী দেবনাথ বৃষ্টি
প্রযোজনা:
এ এইচ এম মেহেদি হাছান

সন্ধ্যা

৬-২০ আমার দিন ফুরালো:
রবীন্দ্র সংগীত নিয়ে গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
খায়রুল বাসার বাঁধন
প্রযোজনা:
এ এইচ এম মেহেদি হাছান

বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ

সকাল

১০-০৫ যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন:
গ্রন্থনাবদ্ধ বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: সিফাত বিনতে জামান রাকা
উপস্থাপনা:
সিফাত বিনতে জামান রাকা ও এস এম শফিউল্লাহ রাজ
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

বেলা

৩-০৫ রবীন্দ্র-সাহিত্যে সমাজ চিন্তা:
আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: মঈন উদ্দিন আহমেদ
অংশগ্রহণ: মোঃ শাহ আলম, শাহনাজ রেজা এ্যানি ও মোঃ আব্দুর রহমান
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

বিকাল

৪-২০ কঙ্কাল: বিশেষ নাটক
রচনা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বেতার নাট্যরূপ:
অশোক কুমার বিশ্বাস
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

৫-৪০ মৃত্যুর পরে: আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
রবিউল ওহাব
প্রযোজনা: ফয়সাল মাহমুদ

সন্ধ্যা

৬-০৫ জন্মভূমি: দেশাত্মবোধক রবীন্দ্র সংগীতের গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: খন্দকার সাবিনা ইয়াসমিন
উপস্থাপনা: আবুল আহসান ও খন্দকার সাবিনা ইয়াসমিন
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ

সকাল

৯-১০ তুমি রবে নীরবে:
রবীন্দ্র সংগীতের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
আঁখি আকবর রনি
প্রযোজনা: মোঃ জাকিরুল ইসলাম

১০-২০ হঠাৎ দেখা:
কবিতা আবৃত্তির গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
রাফিয়া ইসলাম ভাবনা
প্রযোজনা: মোঃ জাকিরুল ইসলাম

বিকাল

৪-৪০ ও আমার দেশের মাটি:
দেশাত্মবোধক গানের অনুষ্ঠান
প্রযোজনা:
মোঃ জাকিরুল ইসলাম

৫-১০ ক. মা আমার ছুটি হয়েছে:
ছুটি গল্প থেকে নির্বাচিত অংশ পাঠ
খ. রবীন্দ্র সংগীতের অনুষ্ঠান
প্রযোজনা:
মোঃ জাকিরুল ইসলাম

জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল

সকাল

৭-২০ সুখের ঠিকানা
ক. প্রসঙ্গ
সাহি কথা: উপস্থাপক
খ. রবীন্দ্র সংগীত:
হে ক্ষণিকের অতিথি
প্রযোজনা: দা মঞ্জুরী

বেলা

১১-৩০ স্বাস্থ্যই সুখের মূল
ক. প্রসঙ্গকথা: উপস্থাপক
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
সুরাইয়া সুলতানা মনিরা
প্রযোজনা:
মোহাম্মদ ইফফাতুর রহমান

বিকাল

৪-০৫ এসো গড়ি ছোট পরিবার
প্রসঙ্গকথা: উপস্থাপক
সঞ্চালনা: ডা. ডরিন আঞ্জুম
প্রযোজনা:
মোহাম্মদ ইফফাতুর রহমান

রাত

৮-১০ সুখী সংসার
ক. প্রসঙ্গকথা: উপস্থাপক
খ. রবীন্দ্র সংগীত: তুমি রবে নীরবে
রচনা: তারেক মঞ্জুর
প্রযোজনা:
সৈয়দা ফরিদা ফেরদৌসী যাত্রী
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মোঃ শাহীনুর রহমান
প্রযোজনা: তোফাজ্জল হোসেন

বহির্বিশ্ব কার্যক্রম

External service

রাত ১০.৩০মি:(মধ্যপ্রাচ্য)
রাত ১.১৫ মি: (ইউরোপ)
মুখর বাদল দিনে:
ক. প্রাসঙ্গিক কথা
খ. রবীন্দ্রসংগীত:
আজি ঝরঝর মুখর বাদর-দিনে
গ. বিশেষ সাক্ষাৎকার:
রবীন্দ্রনাথের বিষাদ পর্যায়ের গান
সাক্ষাৎকার প্রদান: রামেন্দু মজুমদার
সাক্ষাৎকার গ্রহণ: পলি পারভীন
ঘ. কবিতা আবৃত্তি: আমি
ঙ. রবীন্দ্রসংগীত: হে ক্ষণিকের অতিথি
গবেষণা ও গ্রন্থনা: মোঃ শাহিনুর রহমান
উপস্থাপনা: মোঃ শাহিনুর রহমান ও
জিনাত আক্তার
প্রযোজনা: উম্মে রুম্মান

Between 6:30 PM & 7:00 PM
(English 1st Transmission)
Between 11:45 PM & 1:00 AM
(English 2nd Transmission)

The Poet of Eternity:
a. Intro on the Death Anniversary of Rabindranath Tagore
b. Poem: Koto Ojanare Janaile Tumi
(কত অজানারে জানাইলে তুমি)
Recited By: Farhana Trina
c. Talk: Poet of Eternity:
Muhammad Sadeek
d. Tagore Song: Tumar O Ashime
(তোমার ও অসীমে প্রাণ মন লয়ে)
Singer: Rezwana Chowdhury Bannya
Research & Compiled By:
Khandakar Nafis Iftekhar
Presented By: Shamim Khan
Produced by: A Z M Riad Ali

কৃষি সার্ভিস দপ্তর

সকাল

৬-৫০ কৃষি সমাচার:
কৃষি ও পরিবেশ ভিত্তিক অনুষ্ঠান
প্রাসঙ্গিক কথা
আমার কৃষি: রবীন্দ্র চেতনায় কৃষি
প্রযোজনা: নুসরাত হারুন
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
শফিকুল ইসলাম বাহার

সন্ধ্যা

৬-০৫ সোনালি ফসল: আঞ্চলিক অনুষ্ঠান
প্রাসঙ্গিক কথা
ক. রবীন্দ্র চেতনায় কৃষি:
কাজী কামরুন নাহার হেলেন
খ. রবীন্দ্র সংগীত:
যখন পড়বেনা মোর পায়ের চিহ্ন
পরিচালনা: মোঃ নজরুল ইসলাম
প্রযোজনা: নুসরাত হারুন

৭-০৫ দেশ আমার মাটি আমার: জাতীয় অনুষ্ঠান
প্রাসঙ্গিক কথা
বিশেষ নাটক:
সুজলা সফলা শস্য-শ্যামলা
রচনা: ফজলুল করীম
নাট্যপ্রযোজনা: মোঃ মোশাররফ হোসনে
প্রযোজনা: নুসরাত হারুন

বাণিজ্যিক কার্যক্রম

সকাল

৯-৩০ তুমি রবে নীরবে:
গ্রন্থনাবদ্ধ সংগীতানুষ্ঠান
গবেষণা ও গ্রন্থনা: সালমা আকবর
উপস্থাপনা: সাজেদ আকবর ও
সালমা আকবর
প্রযোজনা: শায়লা শারমিন স্নিগ্ধা

বেলা

১১-৩০ বাংলা চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথ:
বাংলা সিনেমায় রবীন্দ্রনাথের গান
নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গবেষণা ও গ্রন্থনা:
শফিকুল ইসলাম বাহার
উপস্থাপনা: সুরাইয়া সুলতানা মনিরা
ও লাল্টু হোসাইন
প্রযোজনা: হরবিলাস রায়

৩-০০ শেষের কবিতা: বিশেষ নাটক
মূলগল্প: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বেতার নাট্যরূপ:
মোস্তফা মোঃ আব্দুর রব
প্রযোজনা: আবু নওশের

ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস

বেলা

১-৩০ তুমি রবে নীরবে:
রবীন্দ্র সংগীত নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
লায়লা আরিয়ানী হোসেন

প্রযোজনা: ফারজানা

২-০০ নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ:
কবিতা আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রযোজনা: ফারজানা

২-৪০ রবীন্দ্র সাহিত্য ছোটগল্প:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: ড. তারিক মনজুর
প্রযোজনা:
মোঃ সারোয়ার মোর্শেদ

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম

সকাল

১০-৩০ তোমারি বিরহ বাজে হে:
কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: ড. সৌমিত্র শেখর
উপস্থাপনা: ফারজানা আক্তার বেলী
প্রযোজনা: ইফতেকার আলম রাজন

সন্ধ্যা

৭-০০ তুমি রবে নীরবে: গানের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: ড. তারিক মনজুর
উপস্থাপনা: তনিমা করিম
প্রযোজনা:
ইফতেকার আলম রাজন

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা

২৪ শ্রাবণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ ● ৮ আগস্ট ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

ঢাকা-ক: মধ্যম তরঙ্গ ৬৯৩ কিলোহার্জ ও এফএম ১০৬ মেগাহার্জ

সকাল

৮-৩০ দর্পণ: জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থ থেকে অংশবিশেষ পাঠ
গ. বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব-কে নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি এর স্মৃতিচারণ
ঘ. বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনে বঙ্গমাতার অবদান নিয়ে কথিকা:
নাসির আহমেদ
গ্রন্থনা: মালিক ফারিবা তাবাসসুম
উপস্থাপনা: শেখ শফি আহমেদ ও রুমিনা খানম
প্রযোজনা: মোঃ দুলাল হোসাইন

৯-০৫ প্রেরণাময়ী বঙ্গমাতা: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: শাহনাজ মুন্নী
প্রযোজনা: মাহফুজুল ইসলাম

৯-৩০ মহীয়সী বঙ্গমাতা: শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব- এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. বঙ্গমাতাকে নিবেদিত গান: শুভ শুভ হোক জন্মদিন
গ. স্মৃতির দখিন দুয়ার: বঙ্গমাতাকে নিয়ে আসরভিত্তিক আলোচনা
পরিচালনা: কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন
ঙ. বঙ্গমাতাকে নিবেদিত গান: এক মহীয়সী নারীর গল্প
চ. কবিতা: বঙ্গমাতা
ছ. বঙ্গমাতাকে নিবেদিত গান
গ্রন্থনা: আনজীর লিটন
উপস্থাপনা: সমৃদ্ধি সূচনা ও রথিজিত সরকার দুর্জয়

প্রযোজনা: তৃপ্তি কণা বসু

বেলা

২-২০ তোমার মায়ায়, তোমার ছায়ায়: বঙ্গমাতাকে নিবেদিত গান নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: তাপসী মুনির
উপস্থাপনা: আহসান হাবীব বাপ্পি ও তানিয়া পারভীন
প্রযোজনা: রাকিবা কবির

বিকাল

৫-১০ শাশ্বত হে বঙ্গমাতা: স্বরচিত কবিতা পাঠের বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: রুবিনা শাহনাজ
প্রযোজনা: নাদিয়া ফেরদৌস

রাত

৯-০০ উত্তরণ: বেতার ম্যাগাজিন
ক. বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. বঙ্গমাতাকে নিয়ে স্মৃতিচারণ
গ্রন্থনা: শফিকুল ইসলাম বাহার
উপস্থাপনা: শফিকুল ইসলাম বাহার ও সুরাইয়া সুলতানা মনিরা
পাণ্ডুলিপি পাঠ: শবনম কলি এ্যানি
প্রযোজনা: নাদিয়া ফেরদৌস

৯-৪৫ বেতার বিবরণী: বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা: ইমরুল হাসান চৌধুরী
ধারাবর্ণনা: শামীম আহমেদ
প্রযোজনা: মোঃ দুলাল হোসাইন

ঢাকা-খ: মধ্যমতরঙ্গ ৮১৯ কিলোহার্জ ও এফএম ১০২ মেগাহার্জ

সকাল

৭-৩০ মহানগর: ঢাকা মহানগর কেন্দ্রিক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. কথিকা: অনুপ্রেরণা ও অনন্য নির্ভরতায় বঙ্গমাতা
গ. দিবসভিত্তিক গান
ঘ. বিশেষ প্রতিবেদন: অন্তরালের যুগলবন্দি সহযোদ্ধা বঙ্গমাতা
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মামুন-উর-রশিদ
ঙ. কবিতা: বঙ্গমাতা
গ্রন্থনা: লিয়াকত খান
উপস্থাপনা: মোঃ শাহাবুদ্দিন মাহতাব ও ইসরাত জাহান নিলা
প্রযোজনা: তৃপ্তি কণা বসু

বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম

বেলা

৩-৩০ অনন্যা তুমি প্রেরণাময়ী: মহিলাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: আয়েশা হক শিমু
ক. অনুপ্রেরণার নাম বঙ্গমাতা: দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. নারীশক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বঙ্গমাতা: আলোচনা
প্রযোজনা: শুভাশীষ বড়ুয়া

রাত

১০-৩০ প্রেরণাময়ী বঙ্গমাতা: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
পরিচালানা: ড. আনোয়ারা বেগম
প্রযোজনা: শুভাশীষ বড়ুয়া

বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

সকাল

৬-৫০ বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেসা মুজিবকে নিবেদিত গান

৭-৩০ স্পন্দন: প্রভাতী ম্যাগাজিন
গবেষণা ও গ্রন্থনা: জিহাদ জনি
প্রাসঙ্গিক কথা
ক. বঙ্গমাতাকে নিবেদিত গান
খ. সতত প্রেরণাদায়ী বঙ্গমাতা বিষয়ে কথিকা
প্রযোজনা:
মো. মাসুম পারভেজ

বেলা

৩-০৫ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নসারথি: আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা:
আকবারুল হাসান মিল্লাত
প্রযোজনা: এস এম নাদিম সুলতান

সন্ধ্যা

৫-৫০ বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মদিন উপলক্ষ্যে রাজশাহী বেতার অঞ্চলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে বেতার বিবরণী
বহিঃধারণ ও উপস্থাপনা:
ফেরদৌস উর রহমান রাজন
প্রযোজনা: দেওয়ান আবুল বাশার

রাত

১০-০০ জননী সাহসিকা: আলেখ্য অনুষ্ঠান
গবেষণা ও গ্রন্থনা:
এস এম তিতুমীর
উপস্থাপনা: শিখা খাতুন
ক. বঙ্গবন্ধুর লেখনিতে বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব
খ. বঙ্গমাতাকে নিবেদিত কবিতা আবৃত্তি
গ. বঙ্গমাতাকে নিবেদিত গান
প্রযোজনা:
ফারজানা ইয়াসমিন

বাংলাদেশ বেতার, খুলনা

দুপুর

১২-১৫ শুভ জন্মদিন বঙ্গমাতা: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: ইমরুল কায়েস
সুর ও সংগীত পরিচালনা: প্রদীপ রাহা
ধারাবর্ণনা: নাসিরুজ্জামান
প্রযোজনা: মো. মামুন আকতার

রাত

১০-০০ শেখ ফজিলাতুন নেছা- মহীয়সী নারী: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা:
রোকসানা রহমান
প্রযোজনা:
মো. মামুন আকতার

বাংলাদেশ বেতার, রংপুর

সকাল

৭-৩০ স্মরণে বঙ্গমাতা:
বঙ্গমাতা বেগম
ফজিলাতুন নেছা মুজিবকে
নিবেদিত গানের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: এস এম এ খলিল
উপস্থাপনা: সম্পা রাণী দেব
প্রযোজনা: মৃন্ময় মণ্ডল তুষার

৮-৩০ সম্ভার:
প্রাত্যহিক বেতার ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: তারেক আল মাহমুদ
উপস্থাপনা: মোঃ লুৎফর রহমান ও
শাম্মী আক্তার
প্রসঙ্গকথা: অদম্য সাহসী নারী
বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব
পাণ্ডুলিপি: এ এইচ এম শরিফ
প্রযোজনা: শাম্মী হক

বেলা

১-৩০ মহুয়া:
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের জন্য অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও পরিচালনা: মিখায়েল মারডী
ক. বঙ্গমাতাকে নিয়ে
প্রাসঙ্গিক আলোচনা
খ. বঙ্গমাতা বেগম
ফজিলাতুন নেছা মুজিব- জীবন ও কর্ম
প্রযোজনা: শাম্মী হক

বিকাল

৩-৩০ মহিলা অঙ্গন: মহিলাদের জন্য
অনুষ্ঠান মহীয়সী নারী
ফজিলাতুন নেছা মুজিব
গ্রন্থনা ও পরিচালনা: মনোয়ারা বেগম
প্রযোজনা:
মোছাঃ ফারহানা আর্জুমান বানু

বাংলাদেশ বেতার, সিলেট

সকাল

৭-৩০ মাগো ভাবনা কেন:
দেশাত্মবোধক গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ইফ্‌ফাত আরা ইসহাক
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

৮-৩০ বিচিত্রা: প্রভাতি ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. প্রসঙ্গ কথা:
বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা
মুজিবের জন্মবার্ষিকী
খ. বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনে
বঙ্গমাতার অবদান
গ. বঙ্গমাতাকে নিবেদিত গান
ঘ. বঙ্গমাতা:
ত্যাগ ও সুন্দরের সাহসী প্রতীক
গ্রন্থনা: এম এ হোসেন
উপস্থাপনা:
রাবেয়া বেগম ও রিফাত আরা
প্রযোজনা: মোঃ দেলওয়ার হোসেন

৯-২০ আমাদের বঙ্গমাতা:
শিশু-কিশোর অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান
প্রসঙ্গ কথা: উপস্থাপক
ক. বঙ্গবন্ধুর জীবনে বঙ্গমাতার
ত্যাগ ও প্রেরণা
খ. অদম্য সাহসী এক নারী
বঙ্গমাতা: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: নিখিল রঞ্জন মজুমদার
সুর সংযোজনা ও সংগীত
পরিচালনা: মোঃ ওয়াসিম
গ্রন্থনা: আনোয়ারা বেগম
উপস্থাপনা: নুজাইফা হানিফ
প্রযোজনা: মোঃ দেলওয়ার হোসেন

বেলা

১-৩০ জননী সাহসিকা: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: সদরুজ্জামান চৌধুরী
সুর সংযোজনা ও সংগীত
পরিচালনা: মোঃ কুতুব উদ্দিন
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

২-০৫ আদর্শ নারী বঙ্গমাতা:
বঙ্গমাতাকে নিবেদিত
গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: শামসুল আলম সেলিম
উপস্থাপনা: অদিতি মহারত্ন
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

৩-০৫ হে মহীয়সী বঙ্গজননী:
স্বরচিত কবিতা পাঠের আসর
পরিচালনা: ড. আবুল ফতেহ ফাত্তাহ
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

৩-৩০ মুক্তিসংগ্রামে প্রেরণাদাত্রী বঙ্গমাতা:
দেশাত্মবোধক গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ইফ্‌ফাত আরা ইসহাক
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

বিকাল

৫-৩০ বঙ্গমাতা- সংকটে সংগ্রামে নির্ভীক
সহযাত্রী:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: নাজমা পারভীন
প্রযোজনা: পবিত্র কুমার দাশ

রাত

৯-০৫ সুরমা পারর কথা:
সিলেটের আঞ্চলিক ভাষায়
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান-এ
মহীয়সী নারী বঙ্গমাতা:
অংশগ্রহণমূলক আলোচনা
গ্রন্থনা: ভবরঞ্জন মৈত্র
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

১০-০০ জন্ম আমার ধন্য হলো মাগো:
দেশাত্মবোধক গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
রোহেনা সুলতানা
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

সকাল

৬-৩০ বঙ্গমাতা তুমি মহীয়সী নারী:
বঙ্গমাতা বেগম
ফজিলাতুন নেছা মুজিব স্মরণে গান

৮-৩০ মমতাময়ী বঙ্গমাতা:
সাক্ষাৎকারভিত্তিক অনুষ্ঠান
সাক্ষাৎকার প্রদান:
এ্যাড. তালুকদার মোঃ ইউনুস
সাক্ষাৎকার গ্রহণ:
মারিফ আহম্মেদ বাপ্পী
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

বেলা

৩-২০ বঙ্গবন্ধুর অনুপ্রেরণা বঙ্গমাতা:
আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: সাইফুর রহমান মিরন
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

৩-৫৫ ফজিলাতুন নেছা মুজিব
তুমি মোগো সবাইর মা:
বরিশালের আঞ্চলিক ভাষায়
বঙ্গমাতা স্মরণে গান

রাত

১০-৩০ বেতার বিবরণী: বঙ্গমাতা বেগম
ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর
জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে
বরিশালে অনুষ্ঠেয় বিভিন্ন
অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে
প্রামাণ্য অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা, উপস্থাপনা ও বহিঃধারণ:
সজল মাহামুদ
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

বাংলাদেশ বেতার, ঠাকুরগাঁও

বিকাল

৫-১০ বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জাতীয় ও দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় থেকে উদ্ধৃতাংশ পাঠ
সংকলন, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: আতিয়ার রহমান
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

৫-৩০ প্রেরণাময়ী বঙ্গমাতা: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
পরিচালনা: মোস্তাফিজুর রহমান রিপন
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার

সকাল

১০-০৫ মমতাময়ী বঙ্গমাতা: শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: নুযহাত রহমান ওয়ারিশা
ক. বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব নিয়ে আলোচনা
খ. বঙ্গবন্ধু স্মরণে কবিতা আবৃত্তি
গ. দেশগান
প্রযোজনা: আহমদ মুনতাসির মুয়ীয চৌধুরী

দুপুর

১২-৩৫ অন্তহীন প্রেরণার আধার: কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: নীলোৎপল বড়ুয়া
প্রযোজনা: কাজী মোঃ নুরুল করিম

বেলা

১-৩০ বঙ্গমাতা: শক্তি ও সাহসের প্রেরণা
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
পরিচালনা: শরমিন ছিদ্দিকা
প্রযোজনা: কাজী মোঃ নুরুল করিম

২-৩০ কালের সাহসী নারী: ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: নাজনীন আকতার মেরী

ক. কথিকা: বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব থেকে বঙ্গমাতা
খ. বঙ্গমাতা-কে নিয়ে গান
প্রযোজনা: কাজী মোঃ নুরুল করিম

৩-৩৫ নীরব সারথি: গীতিনকশা
রচনা: রাখাল চন্দ্র দাশ
ধারাবর্ণনা:
রুবিনা পারভীন ও মোঃ সাহেদ
সুর সংযোজনা:
বশিরুল ইসলালাম
প্রযোজনা:
কাজী মোঃ নুরুল করিম

বাংলাদেশ বেতার, রাঙামাটি

সকাল

৮-১০ বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সহযাত্রী: আলোচনা অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মুজিবুল হক বুলবুল
প্রযোজনা: মোঃ সেলিম

বেলা

৩-১৫ রত্নগর্ভা বঙ্গমাতা:
স্বরচিত কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মোঃ মহিউদ্দিন
প্রযোজনা: মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

২-৩৫ উৎসর্গিত জীবন: মহিলাদের অংশগ্রহণে বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ইফফাত জাহান জুলি
প্রযোজনা:
মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান

বেলা

২-৪০ মহীয়সী বঙ্গমাতা: মহিলাদের অংশগ্রহণে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. অবহেলিত নারীদের পাশে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা
গ শেখ হাসিনা রচিত: 'আমাদের ছোট রাসেল সোনা' গ্রন্থ থেকে পাঠ
ঘ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
ঙ. বঙ্গমাতাকে নিবেদিত স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
হোসনে আরা শিরিন
প্রযোজনা: মোঃ মামুনুর রহমান

৩-৩০ বঙ্গমাতা নিভৃতে উৎসর্গিত এক নারী: বিশেষ গীতিনক্শা
রচনা: আমিনুর রহমান প্রামাণিক
সুর সংযোজনা ও সংগীত
পরিচালনা: প্রত্যয় বড়ুয়া
ধারাবর্ণনা: রিব্বানুল কবীর এবং জয়ন্তী চৌধুরী
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

বিকাল

৪-২৫ মহীয়সী বঙ্গমাতা: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা:
মনিরুল ইসলাম মনু
প্রযোজনা:
মোঃ মামুনুর রহমান

বাংলাদেশ বেতার, কুমিল্লা

সকাল

৮-১০ প্রেরণার দীপশিখা বঙ্গমাতা: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: মাহতাব সোহেল
প্রযোজনা: মোঃ ইমরান হোসেন

বেলা

২-৩০ বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ সাক্ষাৎকারমূলক অনুষ্ঠান
সাক্ষাৎকার প্রদান:
যোবেদা খাতুন পারুল
সাক্ষাৎকার গ্রহণ:
বদরুল হুদা জেনু
প্রযোজনা: মোঃ ইমরান হোসেন

বিকাল

৩-৩০ মমতার বাতিঘর:
বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
সাজিয়া ইয়াসমিন
ক. বঙ্গমাতাকে নিবেদিত গান
খ. বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শনের পরিপূর্ণতায় বঙ্গমাতার অবদান
গ. বঙ্গমাতাকে নিবেদিত কবিতা আবৃত্তি
ঘ. 'কারাগারের রোজনামচা' গ্রন্থ থেকে পাঠ
প্রযোজনা:
এ এইচ এম মেহেদি হাছান

সন্ধ্যা

৬-৪০ বঙ্গমাতা বেগম
ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কুমিল্লায় আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে বিশেষ বেতার বিবরণী
অনুষ্ঠান ধারণ ও গ্রন্থনা:
মাহতাব সোহেল
প্রযোজনা:
মোঃ ইমরান হোসেন

বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ

সকাল

৮-৩৫ তুমি মহীয়সী নারী:
গানের গ্রন্থনাবদ্ধ বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: সিফাত বিনতে জামান রাকা
উপস্থাপনা: শুভংকর বিশ্বাস ও সিফাত বিনতে জামান রাকা
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

৯-১০ মমতার দীপশিখা:
বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
সাদিয়া আফরিন
ক. বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শনের পরিপূর্ণতায় বঙ্গমাতার অবদান
খ. ত্যাগ ও প্রেরণার প্রতীক বঙ্গমাতা
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

বেলা

৩-০৫ প্রেরণাময়ী বঙ্গমাতা:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: মাহমুদ আলী খন্দকার
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

৩-৪৫ মহীয়সী অনন্যা:
কবিতা আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
প্রদ্যোত রায়
প্রযোজনা: ফয়সাল মাহমুদ

বিকাল

৫-১০ দীপ্ত জননী: বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জীবন ও কর্ম নিয়ে বিশেষ প্রামাণ্য অনুষ্ঠান
বহি:ধারণ, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
জীবানন্দ ঠাকুর
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ

সকাল

৮-২০ পূর্বাশা: প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
কথিকা: চেতনায় তুমি, প্রেরণায় তুমি হে বঙ্গমাতা:
শাহানা বেগম
প্রযোজনা: মোঃ জাকিরুল ইসলাম

১০-১০ মহীয়সী নারী বঙ্গমাতা:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা:
ড. মোছাঃ জান্নাতুন নাহার মুক্তা
প্রযোজনা:
মোঃ জাকিরুল ইসলাম

বিকাল

৫-৪০ প্রেরণাদায়ী নারী বঙ্গমাতা:
বঙ্গমাতাকে নিবেদিত গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: রাফিয়া ইসলাম ভাবনা
প্রযোজনা: মোঃ জাকিরুল ইসলাম

জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল

সকাল

৭-২০ সুখের ঠিকানা:
বঙ্গমাতা বেগম
বেগম ফজিলাতুন নেছা
মুজিব এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে
উপস্থাপক কর্তৃক আলোকপাত
প্রযোজনা: সাহিদা মঞ্জুরী

বেলা

১১-৩০ স্বাস্থ্যই সুখের মূল:
বঙ্গমাতা বেগম
বেগম ফজিলাতুন নেছা
মুজিব এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে
উপস্থাপক কর্তৃক আলোকপাত
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ফাহমিদা খান
প্রযোজনা:
মোহাম্মদ ইফফাতুর রহমান

বিকাল

৪-০৫ এসো গড়ি ছোট পরিবার:
ক) বঙ্গমাতা বেগম
বেগম ফজিলাতুন নেছা
মুজিব এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে
উপস্থাপক কর্তৃক আলোকপাত
খ) 'কারাগারের রোজনামচা' গ্রন্থ থেকে পাঠ- লুলুয়া ইহসাক মুন্নি
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
আমিনুল ইসলাম মঞ্জু
প্রযোজনা:
তোফাজ্জল হোসেন

রাত

৮-১০ সুখী সংসার: বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা
মুজিব এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে
উপস্থাপক কর্তৃক আলোকপাত
প্রযোজনা:
মোহাম্মদ ইফফাতুর রহমান

বহির্বিশ্ব কার্যক্রম

রাত ১০.৩০-১১.৩০মি. (মধ্যপ্রাচ্য)
রাত ১.১৫-২.০০ মি. (ইউরোপ)
আলোকবর্তিকা:
বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. বঙ্গমাতা বেগম
ফজিলাতুন নেছা মুজিবের
জন্মদিন উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. গান:
জাতির পিতার অঙ্গীকারের সঙ্গী হয়ে
গ. কথিকা: বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিতে বঙ্গমাতা:
জি এম তারিক
ঘ. কবিতা: বঙ্গমাতা
ঙ. গান: ফুলের যেমন রেণু
গবেষণা ও গ্রন্থনা: লিনা লিসা
উপস্থাপনা:
লিনা লিসা ও মোঃ শাহীনুর রহমান
প্রযোজনা: উম্মে রুম্মান

Between 6:30 PM & 7:00 PM
(English 1st Transmission)
Between 11:45 PM & 1:00 AM

(English 2nd Transmission)
Renu: Worthy Spouse of Bangabandhu
a. Intro on the Birth Anniversary of
Bangamata Begum
Fazilatunnesa Mujib
b. Song:
Fuler Jemon Renu (ফুলের যেমন রেনু)
c. Talk: Renu:
Worthy Spouse of Bangabandhu.
d. Poem: Amor Tumi Bangamata
(অমর তুমি বঙ্গমাতা)
Research & Compiled By:
Dr. Siddartha Sankar Joardar.
Produced by:
A Z M Riad Ali

কৃষি সার্ভিস দপ্তর

সকাল

৬-৫০ কৃষি সমাচার:
কৃষি ও পরিবেশভিত্তিক অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
জান্নাতুল ফেরদৌস তমা
প্রযোজনা:
নুসরাত হারুন

সন্ধ্যা

৬-০৫ সোনালি ফসল:
আঞ্চলিক অনুষ্ঠান
বঙ্গমাতা বেগম
ফজিলাতুন নেছা মুজিবের
স্মৃতিচারণ
আসর পরিচালনা: নজরুল ইসলাম
প্রযোজনা: নুসরাত হারুন

৭-০৫ দেশ আমার মাটি আমার:
জাতীয় অনুষ্ঠান
বঙ্গমাতা বেগম
ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এর
প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা
প্রযোজনা: নুসরাত হারুন

বাণিজ্যিক কার্যক্রম

বেলা

৩-৩০ প্রেরণাময়ী জননী:
বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. বঙ্গমাতা'কে নিবেদিত গান:
জাতির পিতার সব সংগ্রামে
খ. 'শেখ মুজিব আমার পিতা'
গ্রন্থে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
শেখ হাসিনা'র
বঙ্গমাতা বেগম
ফজিলাতুন নেছা মুজিব'কে
নিয়ে স্মৃতিচারণকৃত অংশ পাঠ
গ. বঙ্গমাতা'কে নিয়ে
কবিতা আবৃত্তি:
মা তোমাকে খুব মনে পড়ে
ঘ. 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'
থেকে পাঠ: বঙ্গমাতা প্রসঙ্গ
ঙ. বঙ্গমাতা'কে নিবেদিত গান:
মায়ের আচল ছুঁয়ে
গবেষণা ও গ্রন্থনা:
লায়লা আরিয়ানি হোসেন
উপস্থাপনা: লাল্টু হোসাইন ও
লায়লা আরিয়ানি হোসেন
প্রযোজনা:
শায়লা শারমিন স্নিগ্ধা

ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস

বেলা

১-৩০ অনুপ্রেরণার বাতিঘর:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
প্রযোজনা: ফারজানা

১-৫০ বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা
মুজিব-এর জন্মদিন উপলক্ষ্যে গান

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম

সকাল

১০-০৫ বঙ্গমাতার জন্মদিনে:
বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা ও গ্রন্থনা:
মুন্সী রফিকুল ইসলাম
উপস্থাপনা: আমিনুল ইসলাম মঞ্জু ও
তানিয়া পারভিন
প্রযোজনা:
উম্মে ফারহানা হোসেন শিমু

বাংলাদেশ বেতারের জাতীয় ও স্থানীয় সংবাদ

প্রচার সময়	স্থিতি	প্রচার কেন্দ্র	সম্প্রচার/রিলে
বাংলা			
সকাল ৭-০০	২০ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, ঠাকুরগাঁও, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
সকাল ৯-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	ঐ
সকাল ১০-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	বরিশাল, ঠাকুরগাঁও, কক্সবাজার, গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
সকাল ১১-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	ঠাকুরগাঁও, বরিশাল, কক্সবাজার, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
দুপুর ১২-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বেলা ২-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বান্দরবান, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বেলা ৩-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, ঠাকুরগাঁও, গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বিকেল ৪-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, কুমিল্লা, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
সন্ধ্যে ৬-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, বরিশাল, গোপালগঞ্জ,ময়মনসিংহ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
রাত ৮-৩০	২০ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, বরিশাল, কক্সবাজার, গোপালগঞ্জ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
রাত ১১-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, বরিশাল
রাত ১২-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	
ইংরেজি			
সকাল ৮-০০	১০ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, ঠাকুরগাঁও, ময়মনসিংহ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বেলা ১-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার, রংপুর, সিলেট, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বিকেল ৫-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, বরিশাল, গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
রাত ৯-৩০	১০ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা
রাত ১২-০৫	৫ মিঃ	ঢাকা	

স্থানীয়/ আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা প্রচারিত সংবাদ

ভাষা	প্রচার সময়	স্থিতি	আঞ্চলিক বার্তাসংস্থা
বাংলা	সকাল ৮-১০	৫ মিঃ	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, ঠাকুরগাঁও
বাংলা	সকাল ৯-৫	৫ মিঃ	ময়মনসিংহ
বাংলা	সকাল ১০-০০	৫ মিঃ	খুলনা
বাংলা	সকাল ১০-৫	৫ মিঃ	ময়মনসিংহ
বাংলা	সকাল ১১-০৫	৫ মিঃ	ঠাকুরগাঁও
বাংলা	দুপুর ১২-১০	৫ মিঃ	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, বান্দরবান
বাংলা	দুপুর ১২-২৫	৫ মিঃ	কক্সবাজার
চাকমা	বেলা ১-০৫	৫ মিঃ	চট্টগ্রাম
বাংলা	বেলা ১-০৫	৫ মিঃ	সিলেট
বাংলা	বেলা ১-০৫	৫ মিঃ	রাঙ্গামাটি
মারমা	বেলা ১-১০	৫ মিঃ	চট্টগ্রাম
ত্রিপুরা	বেলা ১-১৫	৫ মিঃ	চট্টগ্রাম
বাংলা	বেলা ২-০৫	৫ মিঃ	রাজশাহী, রংপুর
তঞ্চঙ্গা	বেলা ২-০৫	৫মিঃ	বান্দরবান
ত্রিপুরা	বেলা ২-০৫	৫ মিঃ	রাঙ্গামাটি
ত্রিপুরা	বেলা ২-১০	৫ মিঃ	বান্দরবান
চাকমা	বেলা ২-১৫	৫ মিঃ	বান্দরবান
বাংলা	বেলা ২-২০	৫ মিঃ	চট্টগ্রাম
মারমা	বেলা ৩-০৫	৫ মিঃ	বান্দরবান
বাংলা	বিকাল ৪-০৫	৫ মিঃ	রাজশাহী, খুলনা, বান্দরবান
চাকমা	বিকাল ৪-১৫	৫ মিঃ	রাঙ্গামাটি
মারমা	বিকাল ৪-২০	৫ মিঃ	রাঙ্গামাটি
তঞ্চঙ্গা	বিকাল ৪-২৫	৫ মিঃ	রাঙ্গামাটি

বাংলা	বিকাল ৫-১০	৫ মিঃ	বরিশাল
বাংলা	বিকাল ৫-৩০	৫ মিঃ	কুমিল্লা
ইংরেজি	সন্ধ্যা ৬-০৫	৫ মিঃ	চট্টগ্রাম, খুলনা
বাংলা	সন্ধ্যা ৬-০৫	৫ মিঃ	ঠাকুরগাঁও
বাংলা	সন্ধ্যা ৭-০০	৫ মিঃ	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, কক্সবাজার
বাংলা	রাত ৮-০০	৫ মিঃ	ঠাকুরগাঁও

বিশেষ সংবাদ

প্রকৃতি	ভাষা	প্রচার সময়	স্থিতি	প্রচার কেন্দ্র	সম্প্রচার/রিলে
বাণিজ্যিক সংবাদ	বাংলা	বিকেল ৫-০৫ মিঃ	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, বরিশাল, গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ
খেলাধুলার সংবাদ	বাংলা	রাত ৮-০৫ মিঃ	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, রংপুর, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, কক্সবাজার, গোপালগঞ্জ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
সার্ক সংবাদ (সোমবার)	বাংলা	সন্ধ্যে ৬-৩৫ মিঃ	৭.৫ মিঃ	ঢাকা	
	ইংরেজি	সন্ধ্যে ৬-৪৩ মিঃ	৭.৫ মিঃ	ঢাকা	
মনিটরিং সংবাদ (মঙ্গলবার)	বাংলা	রাত ১০-০০ মিঃ	৫ মিঃ	ঢাকা	
মনিটরিং সংবাদ (বুধবার)	ইংরেজি	রাত ১০-০০ মিঃ	৫ মিঃ	ঢাকা	

সংবাদ পরিক্রমা

ভাষা	প্রচার সময়	স্থিতি	প্রচার দিন	প্রচার কেন্দ্র, সম্প্রচার/রিলে
বাংলা	সকাল ১১-০৫	১০ মিঃ	প্রতি শুক্রবার	ঢাকা
ইংরেজি	রাত ৯-৪৫	১০ মিঃ	প্রতি বৃহস্পতিবার	ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর, রাজশাহী, বরিমাল, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা

বাংলাদেশ বেতারের দৈনিক অনুষ্ঠানের সময়সূচি

কেন্দ্র/ইউনিট	ট্রান্সমিটার		প্রচার সময়	স্থিতি (ঘণ্টা)
ঢাকা	ঢাকা - ক: ৬৯৩ কিলোহার্জ		০৬:০০ - ১২:১০	৬:১০
			১৪:১৫ - ২৩:১৫	৯:০০
	ঢাকা - খ: ৮১৯ কিলোহার্জ		০৬:০০ - ১২:১০	৬:১০
			১৪:১৫ - ২৩:১০	৮:৫৫
			০০:০০ - ৩:০০	৩:০০
	ঢাকা - গ: ১১৭০ কিলোহার্জ		১৫:০০ - ১৭:০০	২:০০
	এফএম - ৯০ মেগাহার্জ		০৭:০০ - ১৯:০০	১২:০০
	এফএম - ৯২ মেগাহার্জ		১৪:০০ - ২৩:০০	৯:০০
	এফএম - ১০০ মেগাহার্জ	বিবিসি	০৬:০০ - ১২:০০	৬:০০
		বিবিসি	১৭:০০- ২৩:০০	৬:০০
		নিশুতি	২৩:০০ - ৩:০০	৪:০০
	এফএম - ১০২ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১২:১০	৬:১০
			১৪:১৫ - ২৩:১০	৮:৫৫
			০০:০০ - ৩:০০	৩:০০
	এফএম - ১০৪ মেগাহার্জ	এনএইচকে	২১:০০ - ২১:২০	০০:২০
	এফএম - ১০৬ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১২:১০	৬:১০
			১৪:১৫ - ২৩:১৫	৯:০০

কেন্দ্র/ইউনিট	ট্রান্সমিটার		প্রচার সময়	স্থিতি (ঘণ্টা)
বাণিজ্যিক কার্যক্রম	এএম - ৬৩০ কিলোহার্জ		০৯:০০ - ১৯:০০	১০:০০
	এফএম - ৯০ মেগাহার্জ		০৯:০০ - ১৯:০০	১০:০০
	এফএম - ১০৪ মেগাহার্জ		০৯:০০ - ১৯:০০	১০:০০
ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস	এফএম - ১০০ মেগাহার্জ		১৩:০০ - ১৫:০০	২:০০
ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ		০৭:০০ - ২৩:০০	১৬:০০
চট্টগ্রাম	এএম - ৮৭৩ কিলোহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০
			১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫
	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০
			১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫
	এফএম - ১০৩ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০
			১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫
রাজশাহী	এএম - ৮৪৬ কিলোহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০
			১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫
	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ		০৬:৩০ - ১০:০০	৩:৩০
			১৪:০০ - ১৪:৩০	০০:৩০
			১৬:০০ - ২৩:১২	৭:১২
	এফএম - ১০৪ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০
			১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫
খুলনা	এএম - ৫৫৮ কিলোহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০
			১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫
	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১৪:০৫	৮:০৫
			১৪:০৫ - ১৪:৩০	০০:২৫
			১৯:০০ - ২৩:১৫	৪:১৫
	এফএম - ৯০ মেগাহার্জ		১৯:৩০ -২৩:১৫	৩:৪৫
	এফএম - ১০০.৮ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০
			১৪:৩০ - ২৩:১৫	৮:৪৫
	এফএম - ১০২ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০
			১৪:৩০ - ২৩:১৫	৮:৪৫
রংপুর	এএম - ১০৫৩ কিলোহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০
			১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫
	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০
			১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫
	এফএম - ৯০ মেগাহার্জ		১৯:৩০ - ২৩:০০	৩:৩০
	এফএম - ১০৫.৬ মেগাহার্জ		১৪:০৫ - ১৪:৩০	০০:২৫
			১৮:২০ - ২৩:০০	৪:৪০
সিলেট	এএম - ৯৬৩ কিলোহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০
			১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫
	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০
			১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫
	এফএম - ৯০ মেগাহার্জ		০৭:০০ - ১০:০০	৩:০০
			১৯:০০ - ২৩:০০	৪:০০
	এফএম - ১০৫.২ মেগাহার্জ	এনএইচকে	২১:০০ - ২১:২০	০০:২০

কেন্দ্র/ইউনিট	ট্রান্সমিটার		প্রচার সময়	স্থিতি (ঘণ্টা)
বরিশাল	এএম - ১২৮৭ কিলোহার্জ		০৬:০০ - ১১:১০	৫:১০
			১৪:৫৫ - ১৫:৫৫	৮:২০
			১৫:৫৫ - ২৩:১৫	
	এফএম - ১০৫.২ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১১:১০	৫:১০
			১৩:৫৫ - ২৩:১৫	৯:২০
ঠাকুরগাঁও	এএম - ৯৯৯ কিলোহার্জ		০৬:৩০ - ১১:১৫	৪:৪৫
			১৪:০০ - ২৩:১৫	৯:১৫
	এফএম - ৯২ মেগাহার্জ		০৬:৩০ - ১১:১৫	৪:৪৫
			১৪:০০ - ২৩:১৫	৯:১৫
রাঙামাটি	এএম - ১১৬১ কিলোহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০
			১৪:৫৫ - ২১:০০	৬:০৫
	এফএম - ১০৩.২ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০
			১৩:৫৫ - ২১:০০	৭:০৫
কক্সবাজার	এএম - ১৩১৪ কিলোহার্জ		০৬:০০ - ২১:০০	১৫:০০
	এফএম - ১০০.৮ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ২১:০০	১৫:০০
কুমিল্লা	এএম - ১৪১৩ কিলোহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০
			১৪:৫৫ - ২৩:১৫	৮:২০
	এফএম - ১০১.২ মেগাহার্জ		২১:০০ - ২১:৩০	০০:৩০
	এফএম - ১০৩.৬ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০
			১৩:৫৫ - ২৩:১৫	৯:২০
বান্দরবান	এএম - ১৪৩১ কিলোহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০
			১৪:৫৫ - ২১:০০	৬:০৫
	এফএম - ৯২ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০
			১৩:৫৫ - ২১:০০	৭:০৫
গোপালগঞ্জ	এফএম - ৯২ মেগাহার্জ		০৮:০০ - ১১:০০	৩:০০
			১৪:০০ - ২১:০০	৭:০০
ময়মনসিংহ	এফএম - ৯২ মেগাহার্জ		০৮:০০ - ১১:০০	৩:০০
			১৪:০০ - ২১:০০	৭:০০
বহির্বিশ্ব কার্যক্রম (শর্টওয়েভ)	ফ্রিকোয়েন্সি ৪৭৫০ কিলোহার্জ	ইংরেজি	১৮:৩০ - ১৯:০০	০০:৩০
		নেপালি	১৯:১৫ - ১৯:৪৫	০০:৩০
		হিন্দি	২১:১৫ - ২১:৪৫	০০:৩০
		আরবি	২২:০০ - ২২:৩০	০০:৩০
		বাংলা	২২:৩০ - ২৩:৩০	১:০০
		ইংরেজি	২৩:৪৫ - ০১:০০	১:১৫
		বাংলা	০১:১৫ - ০২:০০	০০:৪৫

বাংলাদেশ বেতার থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের সচিত্র প্রতিবেদন

১৮ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় শেরেবাংলা নগরে পুরাতন বাণিজ্যমেলা প্রাঙ্গণে 'প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ ও প্রদর্শনী' এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন

২০ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় বাংলাদেশ আর্মি স্টেডিয়ামে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৩ এর ফাইনাল খেলার অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন

২১ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চট্টগ্রামের হালিশহর সেনানিবাসে আর্টিলারি সেন্টার ও স্কুলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ব্যাটারি কমপ্লেক্সের উদ্বোধন শেষে দরবারে বক্তৃতা করেন

২২ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'ন্যাপ এক্সপো ২০২৪' এবং 'বাংলাদেশ ক্লাইমেট ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশিপ' শীর্ষক জাতিসংঘ জলবায়ু অভিযোজন সম্মেলনের উদ্বোধন শেষে স্টল পরিদর্শন করেন

১ মে ২০২৪ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে মহান মে দিবস-২০২৪ উপলক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন

২ মে ২০২৪ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ৮০তম UNESCAP-এ অংশগ্রহণ পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে বক্তৃতা করেন

২ মে ২০২৪ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দ্বাদশ জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনে ঝিনাইদহ-১ আসনের নির্বাচিত সংসদ সদস্য মোঃ আব্দুল হাই-এর মৃত্যুতে মহান জাতীয় সংসদে আনিত শোকপ্রস্তাবে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন

৫ মে ২০২৪ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা সেনানিবাসে আর্মড ফোর্সেস ইন্সটিটিউট অব প্যাথলজি (এএফআইপি) এর নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন শেষে মোনাজাতে অংশ নেন

৫ মে ২০২৪ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা সেনানিবাসে নবনির্মিত সেনাপ্রাঙ্গণের দরবার হলে বক্তৃতা করেন

৮ মে ২০২৪ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উত্তরা আশকোনা হজ ক্যাম্পে 'হজ ক্যাম্প কার্যক্রম-২০২৪' এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন

১১ মে ২০২৪ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশন বাংলাদেশ এর সদর দপ্তরে ইন্সটিটিউশনের ৬১তম কনভেনশন উদ্বোধন অধিবেশনে বক্তৃতা করেন

১৫ মে ২০২৪ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে 'ICPD30 Global Dialogue: Demographic Diversity and Sustainable Development' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন

১৭ মে ২০২৪ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকার রমনায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশনে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ২২তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে বক্তৃতা করেন

১৯ মে ২০২৪ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ১১তম 'জাতীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প পণ্য মেলা-২০২৪' উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন

২৫ মে ২০২৪ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানীর বঙ্গবাজার প্রাঙ্গণে 'বঙ্গবাজার পাইকারি নগর বিপণী বিতান','বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ ফজলুল হক মনি সরণি', 'নজরুল সরোবর' ও 'হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী শিশুপার্ক আধুনিকীকরণ' প্রকল্পের নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন

২৯ মে ২০২৪ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস-২০২৪' উপলক্ষ্যে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষায় আহত সদস্যগণকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করেন

বেতার সংবাদ

বাংলাদেশ বেতারে ৪১তম বিসিএস (তথ্য) ক্যাডারের নবীন কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ বেতারে যোগদানকৃত ৪১তম বিসিএস (তথ্য) ক্যাডারের নবীন কর্মকর্তাদের দুই দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ গত ১৫-১৬ মে ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ বেতার সদর দপ্তরের প্রশিক্ষণ কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অনুষ্ঠান) মোঃ ছালাহ্ উদ্দিন, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (বার্তা) এ এস এম জাহীদ ও প্রধান প্রকৌশলী মোঃ তৌহিদুর রহমান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া তাঁর বক্তব্যে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গঠনে নবীন কর্মকর্তাদের কার্যকর ভূমিকা রাখার আহবান জানান। উক্ত প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া, প্রাক্তন পরিচালক ও স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের কর্মকর্তা আশরাফুল আলম-সহ বাংলাদেশ বেতারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠান, প্রকৌশল ও বার্তা শাখার ২২জন নবীন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রাম কেন্দ্রে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজিত

২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রাম কেন্দ্রের পক্ষ হতে চট্টগ্রামস্থ স্মৃতিসৌধে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এতে পরিচালক মোঃ মাহফুজুল হকের নেতৃত্বে কেন্দ্রের কর্মকর্তা-কর্মচারী, নিজস্ব শিল্পী ও অনিয়মিত শিল্পীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে কেন্দ্রের ৪ নং স্টুডিওতে এক আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলা একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত, ইতিহাসের খসড়া পত্রিকার সম্পাদক, বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষক ও বাংলা একাডেমির ফেলো মুহাম্মদ শামসুল হক এবং অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন কেন্দ্রের পরিচালক মোঃ মাহফুজুল হক। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে ব্রিটিশ শাসনামল হতে বাঙালির মুক্তির আন্দোলনের পটভূমি ও মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালির চূড়ান্ত মুক্তির বিষয়টি তুলে

ধরেন। তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ছেষট্টির ছয়দফা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানের মাধ্যমে একজন মহান নেতা হয়ে ওঠার বিশ্লেষণমূলক বক্তব্য প্রদান করেন। তাঁর বক্তব্যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রকৃত ইতিহাস উঠে আসে। অনুষ্ঠানের সভাপতি তাঁর বক্তব্যে মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের অবদান ও এর উত্তরসূরি হিসাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণে বাংলাদেশ বেতারের নিরন্তর প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রের সিনিয়র প্রকৌশলী সুব্রত কুমার দাশ, আঞ্চলিক বার্তা নিয়ন্ত্রক মোল্লা মোঃ আব্দুল হালিম, উপআঞ্চলিক পরিচালক শাহীন আকতার ও উপআঞ্চলিক পরিচালক তাবাসসুম হক বক্তব্য প্রদান করেন। তাঁদের বক্তব্যে মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবান্বিত ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধে জাতির পিতার অনস্বীকার্য অবদানের কথা তুলে ধরা হয়।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকারের বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রাম কেন্দ্র পরিদর্শন

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার গত ১৭ মে ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রাম কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। কেন্দ্রের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, নিজস্ব শিল্পী, অনিয়মিত শিল্পী ও বেতারের শিল্পীবৃন্দের পক্ষ হতে এসময় তাঁকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান হয়। তিনি 'বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রাম কেন্দ্র আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল সম্প্রচার যন্ত্রপাতি স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্প পরিদর্শন করেন এবং প্রকল্পের কাজ দ্রুত ও স্বল্পসময়ে সমাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া তিনি কেন্দ্রের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং বেতার অনুষ্ঠানের মানোন্নয়নে ও বেতার অনুষ্ঠানকে আরও শ্রোতাগ্রাহী করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। তিনি ভবিষ্যতে এফএম-এর মাধ্যমে বেতার অনুষ্ঠান ব্যাপকভাবে প্রচারের বিষয়েও আলোকপাত করেন। মতবিনিময় সভা শেষে তিনি কেন্দ্রের স্টুডিও ও সম্প্রচার কক্ষ পরিদর্শন করেন। এরপর তাঁর সম্মানে আয়োজিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

উপভোগ করেন। অনুষ্ঠানে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ মজিবুর রহমান, উপসচিব মোহাম্মদ গোলাম আজম, বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রাম কেন্দ্রের পরিচালক মোঃ মাহফুজুল হক, সিনিয়র প্রকৌশলী সুব্রত কুমার দাস-সহ বাংলাদেশ বেতার ও তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

রাজশাহীতে সর্বজনীন পেনশন মেলা-২০২৪ সরাসরি সম্প্রচার

গত ১৯ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ রাজশাহীতে সর্বজনীন পেনশন মেলা-২০২৪ আয়োজন করে। বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী কেন্দ্র স্টল বরাদ্দ নিয়ে মেলায় অংশগ্রহণ করে। হাজী মুহাম্মদ মুহসীন সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে সকাল ১০টায় মেলার শুভ উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর এবং মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সদস্য মোঃ গোলাম মোস্তফা। উদ্বোধন শেষে বেলা ১১.৩০টায় কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অডিটোরিয়ামে সর্বজনীন পেনশন স্কিম

সংক্রান্ত কর্মশালার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী কেন্দ্র মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং অন্যান্য কার্যক্রম এফএম ৮৮.৮ মেগাহার্জে এবং ফেইসবুক পেজে সরাসরি সম্প্রচার করে।

বাংলাদেশ বেতার, খুলনায় বর্ণাঢ্য আয়োজনে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন

বাংলাদেশ বেতার খুলনা কেন্দ্রে ২৬শে মার্চ ২০২৪ তারিখে দিনব্যাপী নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৪ উদযাপিত হয়। এদিন সকাল ৬.৩০ মিনিটে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাসহ বাংলাদেশ বেতার, খুলনা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে গল্লামারীতে অবস্থিত স্বাধীনতা স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। সকাল ১০.৩০ মিনিটে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতার খুলনা কেন্দ্রে 'স্মার্ট বাংলাদেশ: বাংলাদেশ বেতারের সম্ভাবনা' শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ-এর পুলিশ কমিশনার মোঃ মোজাম্মেল হক, বিপিএম (বার), পিপিএম। অনুষ্ঠানে মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ বেতার, খুলনা কেন্দ্রের সহকারী পরিচালক মোঃ আতিকুর রহমান। সেমিনারে আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. পিন্টু

চন্দ্র শীল এবং বাংলাদেশ বেতার, খুলনা কেন্দ্রের আঞ্চলিক পরিচালক নিতাই কুমার ভট্টাচার্য। এছাড়া সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ বেতার, খুলনা কেন্দ্রের আঞ্চলিক বার্তা নিয়ন্ত্রক মোঃ নুরুল ইসলাম। বাংলাদেশ বেতার খুলনার সকল কর্মকর্তা, সাংবাদিক ও অন্যান্য সুধীজন সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন। এর আগে সেমিনারের প্রধান অতিথি মোঃ মোজাম্মেল হক, বিপিএম (বার), পিপিএম বাংলাদেশ বেতার, খুলনা কেন্দ্রে উপস্থিত হলে তিনিসহ আঞ্চলিক পরিচালকের নেতৃত্বে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ কেন্দ্রে অবস্থিত জাতির পিতার ভাস্কর্যে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন।

আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা বাংলাদেশ বেতার রংপুরের উদ্যোগে প্রশিক্ষণ ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান

আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা বাংলাদেশ বেতার রংপুরের উদ্যোগে গত ০৪ মে ২০২৪ তারিখে 'ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সংবাদ উপস্থাপনার আধুনিক কৌশল' বিষয়ে এক প্রশিক্ষণ ও সম্মাননা পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠিত হয়। রংপুর নগরীর সড়ক ও জনপথ বিভাগের অডিটোরিয়ামে দিনব্যাপী এ কার্যক্রমের শ্লোগান ছিল 'বেতার সবসময়, সবখানে, সবার জন্য- বেতার শুনুন নিজেকে স্মার্ট নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলুন'। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সেতু বিভাগের অতিরিক্ত সচিব, বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের সিনিয়র সংবাদ উপস্থাপক এবং নিউজ প্রেজেন্টার্স সোসাইটি অব বাংলাদেশ-এর প্রেসিডেন্ট দেওয়ান সাঈদুল হাসান। এসময় সংবাদ উপস্থাপনের কলা-কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। দ্বিতীয় পর্বে বাংলাদেশ বেতার রংপুর কেন্দ্রের আঞ্চলিক বার্তা নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ

আল আমিনের সভাপতিত্বে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সেতু বিভাগের অতিরিক্ত সচিব দেওয়ান সাঈদুল হাসান। এসময় অন্যান্যের মধ্যে বাংলাদেশ বেতার, রংপুরের আঞ্চলিক পরিচালক ডক্টর মোহাম্মদ হারুন অর রশিদ ও রংপুর বেতার সংবাদ শিল্পী ফোরামের সভাপতি সফিউল হারুন বক্তব্য রাখেন। পরে নবাগত সংবাদ উপস্থাপকদের ফুল দিয়ে বরণ এবং অবসরপ্রাপ্ত ও বিশিষ্ট সংবাদ শিল্পীদের সম্মাননা জানান হয়। এর আগে সংস্থার নবীন ও প্রবীণ সংবাদ উপস্থাপকগণ একে-অপরকে ফুল দিয়ে পরস্পরের মধ্যে মেলবন্ধন স্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, সংবাদ উপস্থাপক ও অনুবাদকসহ ৭২ জন অংশগ্রহণ করেন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

- বর্ষায় (এপ্রিল-অক্টোবর) ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ বাড়ে। এসময় অধিক সতর্ক থাকুন।
- ডেঙ্গু জ্বরের বাহক এডিস মশা পরিষ্কার পানিতে বংশ বিস্তার করে।
- অফিস, ঘর ও আশেপাশে পানি জমতে দেবেন না। যে কোন পাত্রে জমিয়ে রাখা / জমা থাকা পানি ৩ দিনের মধ্যে পরিবর্তন করুন।
- এডিস মশা সাধারণত দিনের বেলা কামড়ায়। যথাসম্ভব লম্বা পোশাক পরুন। দিনে ঘুমানোর ক্ষেত্রে মশারি ব্যবহার করুন।

ডেঙ্গু প্রতিকারে করণীয়

- তীব্র জ্বর, মাথাব্যথা ও মাংসপেশীতে ব্যথা, শরীরে লালচে দানা ইত্যাদি ডেঙ্গু রোগের লক্ষণ হলেও সাম্প্রতিককালে এর ব্যতিক্রম পাওয়া যাচ্ছে।
- জ্বরে প্যারাসিটামল ব্যতীত অন্য ব্যথানাশক ঔষধ খাওয়া থেকে বিরত থাকুন। রোগীকে বেশি বেশি তরল খাবার খাওয়ান।
- জ্বর হলে নিকটস্থ হাসপাতালে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করুন এবং ডেঙ্গু জ্বরের পরীক্ষা করুন।
- জ্বর ভালো হওয়ার পরও ডেঙ্গুজনিত মারাত্মক জটিলতা দেখা দিতে পারে। তাই সতর্ক থাকুন ও হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করুন।

বেতার অ্যালবাম

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতার খুলনায় জাতির পিতার ভাস্কর্যে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ

সদর দপ্তরের সভাকক্ষে বাংলাদেশ বেতারের নিরাপত্তা কর্মকর্তা মো. আব্বাস উদ্দিন এর অবসরজনিত বিদায় উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া

গত ১ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ বেতার সদর দপ্তরের প্রশিক্ষণ কক্ষে 'Right to Information and Gender Training for Government Officials' শীর্ষক প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন

গত ৩০ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ বেতার সদর দপ্তরের প্রশিক্ষণ কক্ষে অনুষ্ঠিত ৪১তম বিসিএস (তথ্য) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে নবীন কর্মকর্তাদের সাথে বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া ও অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

গত ৯ মে ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ বেতার সদর দপ্তরের প্রশিক্ষণ কক্ষে অনুষ্ঠিত 'Betar Program and SBC (Focusing on 23 Key Behaviors)' শীর্ষক কর্মশালায় বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

গত ৪ জুন ২০২৪ তারিখে অতিরিক্ত মহাপরিচালক, বার্তা (গ্রেড-২) হিসাবে পদোন্নতিপ্রাপ্ত এ এস এম জাহীদ-কে সদর দপ্তরের সভাকক্ষে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া

গত ৬ জুন ২০২৪ তারিখে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (গ্রেড-৩) হিসাবে পদোন্নতিপ্রাপ্ত মুনীর আহমদ-এর বাংলাদেশ বেতারের প্রধান প্রকৌশলীর দায়িত্ব পাওয়ায় প্রকৌশল শাখার কর্মকর্তাবৃন্দ তাঁকে ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান করেন

বাণিজ্যিক কার্যক্রম, বাংলাদেশ বেতারের ইদ-উল-আজহা উপলক্ষ্যে সেলিব্রেটিদের নিয়ে বিশেষ 'ইদ আড্ডা' অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

বাংলাদেশ বেতার খুলনা কেন্দ্রে ঘূর্ণিঝড় 'রিমাল' মোকাবেলায় জরুরি প্রস্তুতিমূলক সভা

বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রাম কেন্দ্রে ঘূর্ণিঝড় 'রিমাল' মোকাবেলায় বিশেষ সম্প্রচার কার্যক্রম

বেতার প্রকাশনা দপ্তরের পরিচ্ছন্নতাকর্মী (ফরাশ) মোঃ আব্দুল মান্নান-এর চাকরি থেকে অবসরজনিত বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

আষাঢ়ে বৃষ্টি

বর্ষারাণী সাজল দেখ
মেঘের ঘোমটা পরে,
টাপুর টুপুর বৃষ্টির নূপুর
তারই অধর ঝরে।

কালো মেঘের শাড়ি পরে
সাজল অরূপ সাজে,
অঝোর ধারায় আষাঢ় বৃষ্টি
বজ্রবীণা বাজে।

মরানদী ভরা স্রোতে
ছুটছে কলকলে,
কূল ভাসিয়ে মেঘের সাথে
মনের কথা বলে।

নকুল শর্মা
মাধবপুর, হবিগঞ্জ

ছায়াবৃক্ষ

মাঝে মাঝে মনটা যেন ক্লান্ত পথিক হয়
ছায়াবৃক্ষের কানে কানে গোপন কথা কয়,
বৃক্ষের শীতল বাতাস যেন সান্ত্বনার হাত
ছায়ায় যেন ভীষণ মায়া নেই তাকে খাদ।

পাখিরা এসে ডালে বসে মিষ্টি সুরে গায়
তাদের নাকি দুঃখ আছে সেটা বলতে চায়,
বাতাস এসে বৃক্ষের কাছে বলে চুপিসারে
রোদ নাকি ভীষণ পোড়ায় যখন তখন তারে।

বৃক্ষ বলে সুখ-দুঃখ নিয়ে সবার জীবন কাটে
আমায় দেখ দাঁড়িয়ে আছি দুঃখ নেই তাতে,
রোদ বৃষ্টি যখন তখন লাগছে আমার গায়
মনের সুখে ছায়া দিয়ে যাই পরম শান্তি তায়।

শারমিন নাহার ঝর্ণা
পাংশা, রাজবাড়ী

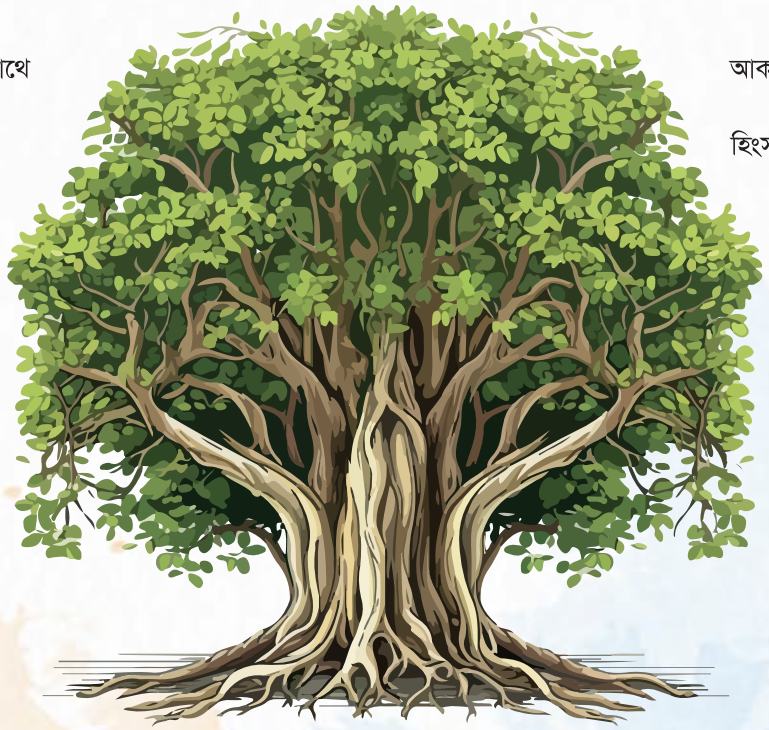

ইদের খুশি

ইদ মুবারক বল সবাই
ইদ মুবারক বল,
ইদের খুশি যায় ছড়িয়ে
ইদগাহে আজ চল।
ইদ মুবারক বল সবাই
ইদ মুবারক বল,
খুশির রঙে এই পৃথিবী
আরও রঙিন হল।

ইদের খুশি ফুলের বনে
ফুলে মধুর হাসি,
সেই হাসিটা থাকতে বলে
দুখির পাশাপাশি।
কিসের ব্যথায় তাদের দুচোখ
অশ্রু টলোমলো?
ভালোবাসার আকাশ জুড়ে
সূর্য হয়ে জ্বলো।

ইদের খুশি পাখির গানে
স্বপ্ন হাজার পুষি,
গানের সুরে সুরে বলে
বিলাও ইদের খুশি।
আকাশ থেকে জগৎ জুড়ে
নামল খুশির ঢলও,
হিংসা বিভেদ ভুলে এবার
মোমের মতই গলো।

শফিক শাহরিয়ার
নওগাঁ সদর, নওগাঁ

শহর যেন মেকি

আর খেলি না লুকোচুরি কানামাছি ভোঁ ভোঁ
ইঁট-পাথরে ভরেছে মাঠ এখন কাকে ছোঁব।
বড় বড় খোলা মাঠে খেলত হাওয়া জোরে
মাঠগুলো সব বাড়ি হল পুকুর গেল ভরে।
কতরকম খেলা ছিল, ছিল ইকিরমিকির
হারিয়েছে সেসব কোথায় কাদের ফন্দিফিকির!
এখন শুধু ছাদের উপর আকাশটাকে দেখি
বন্দি ঘরে ডানা কোথায় শহর যেন মেকি।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

প্রাণের মাঝি

ও প্রাণ মাঝি, যাও রে কোথায়?
ডাকি আকুল সুরে,
মাঝ বিলেতে নাও ভাসিয়ে
ছুটছো কত দূরে?

কইয়া যাও হে প্রাণের মাঝি
নইলে যাব মরে,
মনটা আমার কাইড়া নিলে
অশ্রু পড়ে ঝরে।

ইছামতি বিলের ধারে
ছোট্ট একটি গাঁয়ে,
জন্মেছি যে মায়ের কোলে
তিনটি বোন তিন ভায়ে।

পিতা আমার নজরুল ডাক্তার
ঝর্ণা যে মোর মাতা,
এই দেশেতে ফিরলে বন্ধু
খুঁজো স্মৃতির পাতা।

ভুইল না রে প্রাণের মাঝি
চাও রে বারেক ফিরে,
শপথ কর আসবে ঘুরে
ইছামতির তীরে।

লাবনী খানম
যশোর সদর, যশোর

একটা ছবি

আমার মনে খুব যতনে একটা ছবি রাখা,
ভালোবাসার অনেক রঙে এই ছবিটা আঁকা।
এই ছবিটা বড্ড দামি যায় না টাকায় কেনা
এই ছবিটা এমন ছবি বিশ্বজুড়ে চেনা।

এই ছবিটি মায়া ছড়ায় ভালোবাসার দামে
যত্ন করে তাই রেখেছি বুকের বা'য়ে খামে।
মোনালিসার চিত্রকেও হার মানাবে তা
এই ছবিটির মূলেই হল সৃষ্টি সভ্যতা।

এই ছবিটি যত্ন করে রাখলে জনমভর
নূরের আলোয় উদ্ভাসিত হবে সবার ঘর।
এই ছবিটি এতই দামি যায় না লেখা অংকে
এই ছবিটার ফ্রেম সাজানো মনভুলানো পঙ্কে।

জন্ম থেকেই এই ছবিটি আমার মনে রাখা
ভালোবাসার রঙে রঙে নাড়ির টানে আঁকা।
এই ছবিটা হল আমার প্রিয় জননীর-
পরকালের জান্নাত আমার সুখ যে ধরণীর।

রিয়াজ মাহমুদ রাতুল
কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

২৬ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত এমপি মরিশাসের বালাক্লাভায় ইন্টারকন্টিনেন্টাল রিসোর্টে পশ্চিম ভারত মহাসাগর অঞ্চলে মাদক পাচার ও মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার বিষয়ক প্রথম মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে যোগ দেন

১৯ মে ২০২৪ তারিখে তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত এমপি ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ ভবনে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন

২৮ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বিসিএস তথ্য ক্যাডারের ৪১তম ব্যাচের নবনিযুক্ত কর্মকর্তাগণকে শুভেচ্ছা জানান

১০ জুন ২০২৪ তারিখে নরেন্দ্র মোদী দিল্লি রাষ্ট্রপতি ভবনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর সাথে বৈঠক করেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রীর কন্যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডাব্লিউএইচও) এর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক সায়মা ওয়াজেদ সঙ্গে ছিলেন

৫ জুন ২০২৪ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা-২০২৪ এবং জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা-২০২৪ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন

২৫ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা থাইল্যান্ডের ব্যাংককে ইউনাইটেড নেশনস কনফারেন্স সেন্টারের ESCAP হলে UNESCAP এর ৮০তম সেশনে বক্তৃতা করেন